Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

## প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন

# সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

এখানে শিখনফল ও বৃত্তি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন সবসময়ই 'আনকমন' হয়ে থাকে; তবে এগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে খুব সহজেই। এটি তুমি যাচাই করতে পারো 'প্রশ্নব্যাংক' অংশের ওপর পরীক্ষা দিয়ে। সবশেষে 'নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর' অংশের জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে আয়ত্ত করো, কেননা এগুলো শতভাগ কমন উপযোগী।

Tutor

## প্রথম অধ্যায় ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

**★ প্রশ্ন ▶ ১** *অনন্য প্রশ্ন ১*

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী করিম সাহেব তার এলাকায় বেশ কিছু কারখানা নির্মাণ করেন। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যগুলো তিনি বিভিন্ন স্থানে বিক্রির জন্য পাঠান। তিনি জানতে পারেন, তার এসব পণ্যের ব্যবসার জন্য শান্তিপুর এলাকাটি একটি উত্তম জায়গা। তাই তিনি সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। পরে অন্য এলাকার ব্যবসায়ীরাও সেখানে ব্যবসার জন্য আসেন। শ্যামনগর এলাকার ব্যবসায়ী জনাব জিসান ব্যবসার পাশাপাশি শান্তিপুরের চেয়ারম্যানের কাজে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেন। একসময় তিনি শান্তিপুরের শাসনক্ষমতা দখল করে শাসন শুরু করেন। ◀ শর্ত ২, ৪ ৩৫; শিখনফল ৩ ৩৮

ক. বাংলা কত সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে? ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের ব্যবসার বিষয়টি তোমার বোর্ড বইয়ের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ব্যবসায়ী জিসানের কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ কাজটির প্রভাব ছিল বাংলায় সুদূরপ্রসারী"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাংলা ১১৭৬ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে।

**খ** দ্বৈতশাসন বলতে লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত এক অদ্ভুত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসনব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের ওপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির ওপর। এর ফলে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

**গ** শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের ব্যবসার বিষয়টি আমার বোর্ড বইয়ের বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারকে ইঙ্গিত করে।

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এ প্রতিযোগিতায় শামিল হয়। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ, যেমনটি শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

শান্তিপুর ব্যবসার জন্য ভালো জায়গা হওয়ায় করিম সাহেব সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। পরে অন্য এলাকার ব্যবসায়ীরাও সেখানে ব্যবসা শুরু করে। এটি ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় ব্যবসার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। প্রথমে পর্তুগিজরা বাংলায় আসে এবং এখানে কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে। এভাবে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং বাংলার কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটায়। তাই বলা যায়, শান্তিপুরের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারকে ইঙ্গিত করে।

**ঘ** ব্যবসায়ী জিসানের কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ কাজ তথা ইংরেজদের বাংলার ক্ষমতা দখল ও শাসনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ইউরোপের অন্যান্য বণিকদের মতোই ইংরেজরা এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করে। পরবর্তী সময়ে তারা অন্য বণিকদের হটিয়ে বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা করতে থাকে। একপর্যায়ে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে তারা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে, যা উদ্দীপকের ব্যবসায়ী জিসানের শান্তিপুরের ক্ষমতা দখলের সাথে সংগতিপূর্ণ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শ্যামনগর এলাকার ব্যবসায়ী জনাব জিসান ব্যবসার পাশাপাশি শান্তিপুরের চেয়ারম্যানের কাজে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেন। একসময় তিনি শান্তিপুরের শাসনক্ষমতা দখল করে শাসন শুরু করেন। একইভাবে ইংরেজরা এদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসলেও পরবর্তী সময়ে শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা ছিল ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসনব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের ওপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির ওপর। দায়িত্ব পেয়ে তারা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা সে সময় দেশে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে ১৭৭০ সালে (বাংলা-১১৭৬) বাংলায় নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষে অনাহারে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ইংরেজ শাসন বাংলায় ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে বাংলার অর্থনীতি ভেঙে যায়। অভাব-অনটনে মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ২** *উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী*

'ক' দেশটি শিল্পোন্নত। দেশটির একটি ব্যবসায়ী দল উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বিক্রি এবং উপকরণ সংগ্রহ করতে 'খ' দেশে যায়। একপর্যায়ে 'খ' দেশের সরকারের লোকজনের সহায়তায় শাসন ক্ষমতা দখল করে। 'খ' রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যবসায়ী দল অর্থ আদায়ের দায়িত্ব নেয় আর দখল সহযোগীদের দেয় শাসন পরিচালনার সুযোগ। এতে কষ্টে পড়ে যায় সাধারণ জনগণ। ◀ শর্ত ৩, ৪ ৩৫; শিখনফল ৩ ৩৭

ক. মাৎস্যন্যায় কী? ১

খ. বাংলার মানুষ ব্রিটিশদের শাসন পছন্দ করেনি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশের ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম বোর্ড বইয়ের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' দেশ তার সরকারের লোকজনের সহায়তায় শাসন ক্ষমতা হারায়— বোর্ড বইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে বাংলায় চলতে থাকা অরাজকতাকে সংস্কৃত ভাষায় মাৎস্যন্যায় বলা হয়।

**খ** ব্রিটিশদের শোষণ ও নির্যাতনের কারণে বাংলার মানুষ ব্রিটিশ শাসন পছন্দ করেনি।

ব্রিটিশরা ক্ষমতা লাভের পর থেকেই বাংলার মানুষের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ ও তা আদায়ে নির্যাতন শুরু করে। তাদের শাসনামলে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও তাঁত শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তারা শোষণ করে এ দেশ থেকে প্রচুর সম্পদ নিজ দেশে পাচার করতে থাকে। এতে বাংলার অর্থনীতি ব্যাপক সংকটের মুখে পড়ে। মানুষ চরম দারিদ্র্যের সাথে দিনাতিপাত করতে থাকে। এজন্য বাংলার মানুষ ব্রিটিশদের শাসন পছন্দ করেনি।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশের ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম বোর্ড বইয়ের দ্বৈতশাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে।

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ক্লাইভ বাংলার নবাবের উপর শাসন ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির ওপর, যা দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের একটি ব্যবসায়ী দল 'খ' দেশে ব্যবসা করতে এসে 'খ' দেশের লোকজনের সহায়তায় শাসনক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রের অর্থ আদায়ের দায়িত্ব নেয়। এতে কষ্টে পড়ে সাধারণ জনগণ। একইভাবে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায়ও বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করলে ১৭৭০ সালে বাংলায় নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। তাই বলা যায়, 'ক' দেশের ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

**ঘ** 'খ' দেশ তার সরকারের লোকজনের সহায়তায় শাসন ক্ষমতা হারায়— বোর্ড বইয়ে বর্ণিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘটনার আলোকে উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলে তার ঘনিষ্ঠজনরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাদের সহায়তায় ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত করে এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে।

উদ্দীপকের বর্ণনামতে, 'ক' দেশের ব্যবসীরা 'খ' দেশের সরকারের লোকজনদের সহায়তায় সেদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করলে বড়ো খালা ঘসেটি বেগম ও সেনাপতি মীর জাফর আলী খানদের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। আর তাদের সাথে যোগ হয় ইংরেজরা। নবাবের বিপরীতে একাধিক দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজরা গোপনে জোট বাঁধে। এ জোটের সহায়তায় ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা বাংলার নবাবকে পরাজিত করে। ফলে নবাব তার ক্ষমতা হারান এবং ইংরেজরা বাংলার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'খ' দেশও তার সরকারের লোকজনের কারণে শাসন ক্ষমতা হারায়। একইভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার ঘনিষ্ঠজনদের বিশ্বাসঘাতকতায় শাসনক্ষমতা হারিয়েছিলেন।

**★★ প্রশ্ন▸৩** *রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা*

রাফসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের একজন নতুন ছাত্র। তার বাবা তাকে কার্জন হল দেখিয়ে বললেন, "এই বিল্ডিংগুলো ঔপনিবেশিক শাসনামলে তৈরি হয়েছিল। তখন এগুলো অফিস-আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ক্লাস হয়।" রাফসান তার বাবাকে বলল, "বাবা, এই ঔপনিবেশিক শাসনামলে অনেক বড়ো একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল; তাই না?" বাবা বললেন, "সেটি এতই ভয়াবহ ছিল যে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়।" *◀ পাঠ ৩, ৪ ও ৫; শিখনফল ৪ ও ৮*

| | |
|---|---|
| ক. ঔপনিবেশিক যুগ কোনটি? | ১ |
| খ. "দ্বৈতশাসন বাঙালির জন্য চরম অভিশাপ"— ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা শাসনামল বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ কী ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। | ৪ |

## ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলকে ঔপনিবেশিক যুগ বলে।

**খ** ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ছিল বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য চরম অভিশাপস্বরূপ।

দ্বৈতশাসনের ফলে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজ শাসকরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করার পাশাপাশি তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। একই সময়ে দেশে পরপর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয়। এসব কারণে দ্বৈতশাসনকে বাঙালির জন্য চরম অভিশাপ বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বাংলায় সংঘটিত হওয়া ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর কথা বলা হয়েছে।

১৭৬৫ সালে ইংরেজ শাসকরা বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় কর ধার্য করে। কর পরিশোধের চাপে কৃষকরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। একই সময়ে দেশে পরপর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের রাফসান ও তার বাবার কথোপকথনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনামলের একটি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানা যায়, যে দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। উদ্দীপকের এসব তথ্যের সাথে উপরে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের মিল রয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বাংলা ১১৭৬ সালের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) দুর্ভিক্ষের কথাই বলা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে ইংরেজ শাসনামলের কথা বলা হয়েছে। বাংলায় এ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে বেশকিছু কারণ ছিল বলে আমি মনে করি।

বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল বাংলার শাসকদের দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এবং তা মোকাবিলায় তরুণ, অনভিজ্ঞ নবাবের অপারগতা। এছাড়া উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে ইংরেজদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের কূটকৌশল বোঝার মতো পারদর্শী দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকায় তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল সহজ হয়ে গিয়েছিল। আবার ইংরেজদের উন্নত সামরিক শক্তি, রণকৌশল ও নেতৃত্বও তাদের ক্ষমতা দখলকে ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়া অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার প্রজাদের সাথে শাসকদের দূরত্ব এতটাই ছিল যে, নবাবের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্বে বাংলার সাধারণ মানুষ ছিল নির্বিকার। প্রজাদের এই নিষ্ক্রিয়তা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের সুবিধা দেয়।

উদ্দীপকে ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত কার্জন হল এবং তৎকালীন একটি দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে। কার্জন হল ইংরেজ শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল এবং তখন 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইংরেজ শাসনামলের কথাই নির্দেশিত হয়েছে। নবাবের দুর্বল শাসননীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে এ শাসন উপমহাদেশের মানুষদের ওপর প্রায় দুই শত বছরের জন্য চেপে বসেছিল।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, কোনো একক কারণে নয়, বরং বহুবিধ কারণেই বাংলায় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *JSC দি. বো. ২০১৯*

**অনুচ্ছেদ-১:** 'ক' এলাকাটিতে 'খ' নামক একজন ব্যক্তি জনপ্রতিনিধি মনোনীত হন। 'খ' জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরপরই তাঁর কাছের লোকদের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হন। এ সুযোগে ঘরে-বাইরের ষড়যন্ত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**অনুচ্ছেদ-২:** সুন্দরগঞ্জ এলাকার মানুষ যথাযথ শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে না পেরে অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে এক নতুন ধরনের শিক্ষা বিস্তার লাভ করলে, তারা এতদিন ধরে যে ভুল ও অযৌক্তিক কাজ করে আসছিল সে সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে। *◀ পাঠ ৩, ৬ ও ৭; শিখনফল ৪ ও ১১*

ক. বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১

খ. দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের ফলে নবাব কেন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অনুচ্ছেদ-১-এ বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অনুচ্ছেদ-২-এ বর্ণিত বিষয়টির মতোই ইতিহাসের একটি ঘটনা বাংলার মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬৪ সালে।

**খ** দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের ফলে নবাব বৃত্তিভোগীতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন।

১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ছিল একটি অদ্ভুত শাসনব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার নবাবের ওপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর কোম্পানিকে দেওয়া হয় রাজস্ব আদায় এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব । ফলে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, আর নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

**গ** অনুচ্ছেদ-১-এ বর্ণিত ঘটনার সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষমতা লাভ, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরাজয়ের মিল রয়েছে।

নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তার প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তার বড়ো খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মীর জাফর আলী খান ও ইংরেজরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এছাড়াও বণিকশ্রেণি ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের সাথে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১-এ বলা হয়েছে, 'ক' এলাকাটিতে 'খ' নামের ব্যক্তি জনপ্রতিনিধি হলে তার বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাও সিংহাসনে বসার পর নিজের খালা, সেনাপতি এবং ইংরেজ শক্তি দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এর ফল হলো— বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয় ও নির্মম মৃত্যু এবং ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন। আর এভাবেই বাংলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয় । তাই বলা যায়, অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত ঘটনা নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** অনুচ্ছেদ-২-এ বর্ণিত বিষয়টির মতোই ইতিহাসের একটি ঘটনা অর্থাৎ ইংরেজ শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার প্রসার বাংলার মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে— উক্তিটি যথার্থ।

ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরই ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে।

অনুচ্ছেদ-২-এ বলা হয়েছে, সুন্দরগঞ্জ এলাকার মানুষ যথাযথ শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। এ অবস্থায় নতুন ধরনের শিক্ষা বিস্তারের ফলে নিজেদের ভুল ও অযৌক্তিক কাজ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে। এ বিষয়টি ইংরেজদের বাংলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ফলে এদেশীয়দের মধ্যে যে নতুন চেতনার উদ্ভব হয় তার ইঙ্গিত দেয়। বাংলায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ইংরেজরা নানা পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও বিধান সম্পর্কে সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে থাকে। তারা আধুনিক চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয়। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ইংরেজ শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার প্রসার বাংলার মানুষকে কুপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে সজাগ করে। ফলে তাদের মধ্যে আধুনিক জীবন সম্পর্কে নতুন চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *যশোর জিলা স্কুল*

**ঘটনা-M:** অরণী গুগলে সার্চ দিয়ে প্রায় দুইশ বছরের পুরোনো একটি ছাপাখানার সন্ধান পায়। বাঙালির জ্ঞানের দুয়ার খুলতে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনুসন্ধান করে জানা যায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানে বই-পুস্তক ছাপানো ও সংবাদপত্র প্রকাশের মতো কাজ চলত।

**ঘটনা-N:** "ত্যাগ কর রেশমী শাড়ি
পরিও তাঁতের শাড়ি
হে বঙ্গ ললনা নারী ....

এমন গান গেয়ে সে সময়ের মানুষ স্বদেশি পণ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করত, যা আজকের তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। *◀ পাঠ ৬ ও ৭; শিখনফল ১০ ও ১১*

ক. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কী? ১

খ. বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলার নবজাগরণে ঘটনা-M দ্বারা নির্দেশিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-N-এর শিক্ষা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

**খ** বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার একটি কারণ হলো শাসকদের সাথে প্রজাদের দূরত্ব।

দুইশো বছরের স্বাধীন সুলতানি আমল ছাড়া বহিরাগত শাসকদের সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ জন্য তারা শাসকদের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন ছিল। ফলে ইংরেজ সাথে নবাবের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ ছিল নির্বিকার। প্রজাদের এ নিষ্ক্রিয়তা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দেয়।

**গ** বাংলার নবজাগরণে ঘটনা-M দ্বারা নির্দেশিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান তথা শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ইংরেজ শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার আরেকটি পথ খুলে দেয়।

উদ্দীপকে ঘটনা-M-এ বলা হয়েছে, অরণী গুগলে সার্চ দিয়ে প্রায় দুইশ বছরের পুরোনো একটি ছাপাখানার সন্ধান পায়, যা উপরে আলোচিত শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনকেই নির্দেশ করে। এর ফলে বই-পুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও চিন্তাশক্তি বিকশিত করার পথ সুগম হয়। এ সময় সংবেদনশীল মানুষের দৃষ্টি যায় সমাজের দিকে। সমাজের অনাচার নিয়ে যেমন তারা আত্মসমালোচনা করেছেন তেমনি শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এ সময় বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টিতেও অনেকে এগিয়ে আসেন।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট, বাংলায় নবজাগরণ ও জ্ঞানচর্চার বিকাশে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** ঘটনা-N তথা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের শিক্ষা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার পরিকল্পনা করে। ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা অনুসারে বলা হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুই ভাগ করা হবে। সরকারি এই সিদ্ধান্তে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেই ক্ষুব্ধ মত প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাচ্ছেন। এসময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়। এগুলোর মধ্যে স্বদেশি আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলন অন্যতম।

ঘটনা-N-এ স্বদেশি পণ্যের প্রসার ও বিদেশি পণ্য এবং শিক্ষা বর্জনের কথা বলা হয়, যা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের মূলকথা ছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই ব্রিটিশবিরোধী চেতনা জাগ্রত হয় এবং এদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ধীরে ধীরে তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে, যা একসময় বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, ঘটনা-N তথা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে, যার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে, ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৬** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ১*

নবীনপুর শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকার ফলে এলাকাবাসী সবক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। উক্ত এলাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে উক্ত এলাকার মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। এলাকার শিক্ষিত নারী রায়হানা নারীশিক্ষার বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলেন। *◀ পাঠ ৬ ও ৭; শিখনফল ১১*

ক. ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন কে? ১

খ. বাংলা ১১৭৬ সনে এ দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কীসের উদ্ভব ঘটেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "রায়হানার মতো শিক্ষিত নারীর জন্যই এদেশে নারীশিক্ষার পথ সুগম হয়"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড ক্যানিং।

**খ** রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর আরোপ এবং পরপর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে বাংলা ১১৭৬ (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) সনে এদেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠার ফলে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে পরপর তিন বছর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মূলত এ দুটি কারণে বাংলা ১১৭৬ সনে এদেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা এদেশের শাসনকাজে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অনুগত শ্রেণি তৈরিতেও মনোযোগ দেয়। এতে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নবচেতনা জাগ্রত হয়। এছাড়া ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, যা বাংলায় নবজাগরণের সূচনা করে।

উদ্দীপকের নবীনপুর এলাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া এলাকার শিক্ষিত উন্নয়নকামী রায়হানা নারী শিক্ষা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলেন। এ পরিস্থিতির সাথে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ উদ্ভবের প্রেক্ষাপটের মিল পাওয়া যায়।

**ঘ** "রায়হানার মতো শিক্ষিত নারীর জন্যই এদেশে নারীশিক্ষার পথ সুগম হয়"— উক্তিটি যথার্থ।

উনবিংশ শতক এবং বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি নারীরা তখনও পিছিয়ে ছিল। সে সময় নারীরা প্রায় সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দী করে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ নারীশিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করত। এ সময় কিছু অগ্রগামী ও শিক্ষিত নারীর প্রচেষ্টায় এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

উদ্দীপকের রায়হানা নবীনপুর এলাকার মানুষদের নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। শিক্ষিত নারীদের এমন প্রগতিশীল ভূমিকার কারণেই নারীশিক্ষার পথ কিছুটা হলেও সুগম হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বেগম রোকেয়ার মতো মহীয়সী নারীর প্রচেষ্টার কথা বলা যায়। যে সমাজে নারীশিক্ষাকেই সময়ের অপচয় বলে মনে করা হতো, সে সমাজে স্রোতের বিপরীতে লড়াই করে বেগম রোকেয়া নারীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই বেগম রোকেয়া থেমে যাননি। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমেও নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য জোর প্রচারণা চালান। বেগম রোকেয়ার এসব কাজের ফলে সমাজের অনেক নাম না জানা নারী উৎসাহিত হয়ে শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা নারীশিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার মতো অগ্রবর্তী নারীদের সহযোগী হয়েছেন। আর প্রাতঃস্মরণীয় এসব নারীদের কর্মকাণ্ডের ফলেই এদেশে নারীর শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে।

সামগ্রিক আলোচনায় সুস্পষ্ট, রায়হানার মতো শিক্ষিত নারীদের কর্মকাণ্ডের ফলেই এদেশে নারীরা শিক্ষার সুযোগ পায়। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তারা নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৭** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৩*

আজিম তার বাবার সাথে বইমেলায় যাওয়ার সময় বাবা তাকে কার্জন হল দেখিয়ে বললেন, "এই বিল্ডিংগুলো ঔপনিবেশিক শাসনামলে তৈরি হয়েছিল। তখন এগুলো অফিস-আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ক্লাস হয়।" আজিম তার বাবাকে বলল, "বাবা, এই ঔপনিবেশিক শাসনামলে অনেক বড়ো একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল; তাই না?" বাবা বললেন, "সেটি এতই ভয়াবহ ছিল যে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়।"

*◀ পাঠ ৫, ৬ ও ৭; শিখনফল ৫ ও ৮*

ক. ঔপনিবেশিক যুগ কোনটি? ১

খ. "দ্বৈতশাসন বাঙালির জন্য চরম অভিশাপ"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা শাসনামল বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ কী ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৮** *গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা*

১.৫০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল শহর ঢাকা। এর উন্নয়ন কাজ এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা একজন মেয়রের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ঢাকাকে দুইটি অংশে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে পরিপত্র জারি করেন। এ শহরেরই একজন সমাজসেবক জনাব তুহিন। তিনি সমাজের বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। যেমন স্বামী মারা যাওয়ার পর মেয়েদের স্বামীর সাথে চিতার আগুনে পোড়ানো থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে সফল হন। *◀ পাঠ ৬ ও ৭; শিখনফল ১০ ও ১১*



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



ক. শেরেবাংলা একে ফজলুল হক কত সালে লাহোর প্রস্তাব উথাপন করেন? ১
খ. ইউরোপীয় বণিকরা কেন বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষকে পছন্দ করেছিল? ২
গ. ঢাকা বিভাজন বাংলার ইতিহাসে কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজসেবক তুহিনের কর্মকাণ্ড ভারতীয় মনীষীদের কর্মকাণ্ডের সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ? মূল্যায়ন করো। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** বাংলায় কোন সময়ের শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়?
**উত্তর:** ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়।

**প্রশ্ন-২.** উপনিবেশ কাকে বলে? *[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** উপনিবেশ হলো এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, যা অন্য একটি বিদেশি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

**প্রশ্ন-৩.** ঔপনিবেশিক শাসন কাকে বলে? *[JSC ব. বো. ২০১৯; রা. বো., ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে যখন অন্য একটি বিদেশি সার্বভৌম রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তখন তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলে।

**প্রশ্ন-৪.** উপনিবেশিকরণ কী? *[গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]*
**উত্তর:** উপনিবেশিকরণ একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশ অন্য দেশকে নিজের দখলে আনে।

**প্রশ্ন-৫.** ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো। *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো দখলদার দেশটি অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।

**প্রশ্ন-৬.** কখন বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়?
**উত্তর:** ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়।

**প্রশ্ন-৭.** মাৎস্যন্যায় কোন ভাষার শব্দ?
**উত্তর:** মাৎস্যন্যায় সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

**প্রশ্ন-৮.** সেনরা কোথা থেকে এসেছিল? *[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*
**উত্তর:** সেনরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে এসেছিল।

**প্রশ্ন-৯.** কার হাতে সেন শাসনের অবসান ঘটে?
**উত্তর:** ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাতে সেন শাসনের অবসান ঘটে।

**প্রশ্ন-১০.** বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে?
**উত্তর:** ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

**প্রশ্ন-১১.** কে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন? *[JSC কু. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন।

**প্রশ্ন-১২.** বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন কে?
**উত্তর:** শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন-১৩.** বারোভূঁইয়া কারা?
**উত্তর:** মুঘল আমলে পূর্ববাংলার জমিদাররা বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

**প্রশ্ন-১৪.** ঢাকার প্রাচীন নাম কী? *[JSC ব. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** ঢাকার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর।

**প্রশ্ন-১৫.** ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন কে? *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** মুঘল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন।

**প্রশ্ন-১৬.** ১৭৫৭ সালে কারা বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে?
**উত্তর:** ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে।

**প্রশ্ন-১৭.** ভাস্কো-দা গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন? *[জামালপুর জিলা স্কুল]*
**উত্তর:** ভাস্কো-দা গামা পর্তুগালের নাবিক ছিলেন।

**প্রশ্ন-১৮.** পলাশির যুদ্ধ কত সালে হয়?
**উত্তর:** পলাশির যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে।

**প্রশ্ন-১৯.** নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন কে?
**উত্তর:** নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন মীর জাফর আলী খান।

**প্রশ্ন-২০.** কোম্পানি শাসন কী? *[JSC ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই কোম্পানি শাসন নামে পরিচিত।

**প্রশ্ন-২১.** 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা কত সনে হয়েছিল? *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা ১১৭৬ সনে হয়েছিল।

**প্রশ্ন-২২.** কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*
**উত্তর:** ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন-২৩.** কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়?
**উত্তর:** ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়।

**প্রশ্ন-২৪.** বাংলার নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল কোনটি?
**উত্তর:** ঢাকা ছিল বাংলার নতুন প্রদেশের রাজধানী।

**প্রশ্ন-২৫.** কত সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়? *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন-২৬.** ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম কী?
**উত্তর:** ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ।

**প্রশ্ন-২৭.** সিপাহি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?
**উত্তর:** সিপাহি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিপাহি মঙ্গল পান্ডে ও হাবিলদার রজব আলী।

**প্রশ্ন-২৮.** লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে?
**উত্তর:** লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

**প্রশ্ন-২৯.** ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে?
**উত্তর:** ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** মাৎস্যন্যায় বলতে কী বোঝায়? *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** মাৎস্যন্যায় বলতে পুকুরে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বোঝায়।
বাংলার প্রথম বাঙালি শাসক রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় বাংলার সবল অধিপতিরা ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলো গ্রাস করেছিল, যা ছিল বিশৃঙ্খলার চরম রূপ। এ অবস্থাকেই মাৎস্যন্যায় বলা হয়।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-২. বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কীভাবে?**

**উত্তর:** তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন।

১২০৪ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছু অংশ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল। তার সময়ই বাংলায় তুর্কি শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

**প্রশ্ন-৩. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকারী বলে ধরা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।** *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

**উত্তর:** সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন বলে তাকে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকারী বলে ধরা হয়।

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়। তবে সমগ্র বাংলার এক বৃহদাংশ অধিকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার মাধ্যমে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহই প্রথম বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধরা হয়।

**প্রশ্ন-৪. কোম্পানির শাসন বলতে কী বোঝায়?** *[পিচ. মডেল পার্লিস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

**উত্তর:** 'কোম্পানির শাসন' বলতে বাংলায় 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'-র শাসনকে বোঝায়।

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশরা বাংলায় তাদের শাসনের গোড়াপত্তন করলেও সে সময় তা ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন হিসেবে বিবেচিত হতো না। বরং ব্রিটিশ রাজ্যের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' বাংলা শাসন করত। ইতিহাসে এ শাসনকালই হলো কোম্পানির শাসন।

**প্রশ্ন-৫. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কী? ব্যাখ্যা করো।** *[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

**উত্তর:** 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হলো ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) বাংলায় সংঘটিত দুর্ভিক্ষ।

রবার্ট ক্লাইভের দ্বৈতশাসনব্যবস্থায় অতিরিক্ত কর আরোপ এবং পরপর তিন বছরের অনাবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট খরা সাধারণ মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন করে। এর ফলে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

**প্রশ্ন-৬. শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন বাংলার সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার পথ উন্মোচিত হয়। এর ফলে বই পুস্তক ছেপে শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানচর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পথ সুগম হয়। অনেকে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে সমাজের অনাচার ও শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসে। এভাবে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের ফলে বাংলার সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

**প্রশ্ন-৭. পূর্ববাংলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায় কেন?**

**উত্তর:** বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলায় উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বলে এখানকার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। তাই পূর্ববাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে—এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

## দ্বিতীয় অধ্যায় — ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

**★ প্রশ্ন ▸ ১** *ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী*

ঢাকার একটি স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখানকার বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করে। তারা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত উদ্যানটিও দেখতে যায়। জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ তাদেরকে মুগ্ধ করে। *◄ পার্ট ১ ও ২: শিখনফল ১, ৩, ৫ ও ৮*

ক. 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পুরানো স্থাপত্য নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যানটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্থাপনা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও প্রত্নসম্পদ রয়েছে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ পুরানো।

**খ** পুরানো স্থাপত্য নিদর্শন আমাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে বলে এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

পুরানো স্থাপত্য নিদর্শনের মাধ্যমে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া এগুলোর মাধ্যমে অতীতকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি প্রভৃতি সম্পর্কেও জানা যায়। এসব কারণে পুরানো স্থাপত্য নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যানটি হলো বাহাদুর শাহ পার্ক, যার সাথে জড়িয়ে আছে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার নওয়াব আবদুল গণি সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে একটি পার্ক তৈরি করেন। তার আগে এ জায়গাটির নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান। আন্টাঘর ময়দানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহ) ইতিহাস। ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। তবে এ যুদ্ধে সৈন্যদের যারা ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দি হন তাদের ইংরেজরা আন্টাঘর ময়দানে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। এই ঘটনার একশ বছর পর ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মৃতিতে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ভারতবর্ষের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে পার্কটির নাম হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ঢাকার একটি স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত উদ্যানটি পরিদর্শন করে। বাহাদুর শাহ পার্কের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত। সুতরাং শিক্ষার্থীদের দেখা উদ্যানটি হলো বাহাদুর শাহ পার্ক এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত স্থাপনা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও প্রত্নসম্পদ রয়েছে— উক্তিটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে বাহাদুর শাহ পার্ক ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে। এ দুটি স্থাপনা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রত্নসম্পদ। তবে এ দুটি স্থাপনা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক প্রত্নসম্পদ রয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি মসজিদ, মন্দির ও গির্জা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লালবাগ মসজিদ, লক্ষ্মীবাজার শাহী মসজিদ, বেচারাম দেউড়ি মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনা কালীমন্দির, আর্মেনিয়ান গির্জা ও হলিক্রস গির্জা ইত্যাদি। ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির আরেকটি বিখ্যাত নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকার নওয়াবদের তৈরি প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল। এছাড়া জমিদার ও বণিকদের তৈরি পুরানো ঢাকার রূপলাল হাউস এবং রোজ গার্ডেনও



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



চমৎকার স্থাপত্যকর্ম। অফিস বাড়ি হিসেবে ঢাকার যেসব ভবন তৈরি হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে কার্জন হল। আবার ঢাকার বাইরে অবস্থিত প্রত্নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সোনারগাঁওয়ের পানাম নগর। এখানে পথের উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণ পাশে ২১টি ইমারত রয়েছে। এছাড়া পানামের আশেপাশে রয়েছে সরদারবাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ও হাসিময় সেনের বাড়ির মতো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইমারত। তবে সোনারগাঁওয়ের বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গায় জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর, প্রাসাদ ও স্থাপত্য নির্দশন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ময়মনসিংহের শশীলজ, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া বালিয়াটির জমিদার বাড়ি, রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি এবং নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বাহাদুর শাহ পার্ক ও জাতীয় জাদুঘর ছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক প্রত্নসম্পদ রয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ২** JSC দি. বো. ২০১৯

চপল বাবা-মার সাথে জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে একটি গ্যালারিতে সুলতানি ও মুঘল আমলের তামা-রুপার মুদ্রা, কারুকাজ করা পোশাক, যুদ্ধে ব্যবহারের হাতিয়ার দেখে। পরে তারা পুরানো ঢাকার একটি উদ্যানে গিয়ে ইউরোপের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম আন্দোলনের কথা জানতে পারে, যা উক্ত উদ্যানের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত আন্দোলনে এদেশীয় দেশপ্রেমিক সৈনিকরা জীবন দেয়।

◄ পাঠ ১ ও ৩; শিখনফল ৩ ও ১০

ক. সাংস্কৃতায়ন কাকে বলে? ১
খ. বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় কেন? ২
গ. চপলের পরিবারের দেখা জাদুঘরের জিনিসগুলো কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিদ্রোহের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য কোনো সংস্কৃতির উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয়।

**খ** প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপক উন্নয়নের কারণে সারাবিশ্ব এখন বিশ্বপল্লিতে পরিণত হয়েছে। ফলে এক দেশের সাথে অন্য দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পারস্পরিক ভাব বিনিময় হচ্ছে। এভাবে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। মানুষ নিজ সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্য দেশের সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলো চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে।

**গ** চপলের পরিবারের দেখা জাদুঘরের জিনিসগুলো প্রত্নসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

'প্রত্ন' শব্দের অর্থ হলো পুরানো। প্রত্নসম্পদ বলতে পুরানো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিকে বোঝায়। চপলের পরিবারের দেখা জাদুঘরের জিনিসগুলো এ সম্পদকেই নির্দেশ করে।

চপল ও তার পরিবার জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে একটি গ্যালারিতে সুলতানি ও মুঘল আমলের তামা-রুপার মুদ্রা, কারুকাজ করা পোশাক, যুদ্ধে ব্যবহারের হাতিয়ার দেখে। আমরা জানি, ব্রিটিশ, সুলতানি ও মুঘল আমলে বাংলাদেশে অনেক জমিদার বাড়ি ও বণিকদের আবাসিক ভবন তৈরি হয়েছিল। এছাড়া অফিস-আদালত ভবন, রেলস্টেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থাপনা তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন যুদ্ধে ব্যবহৃত পোশাক, হাতিয়ারগুলো শিল্প ও সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এগুলোর মধ্যদিয়ে সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, সংস্কার, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ বিষয়গুলো প্রত্নতত্ত্বের আওতাভুক্ত। তাই বলা যায়, চপলের পরিবারের দেখা জাদুঘরের জিনিসগুলো প্রত্নসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকে সিপাহি বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। এ যুদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকে ইউরোপের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এ শক্তিশালী রাষ্ট্রের শাসন হলো ব্রিটিশ শাসন। আর ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহে ভারতীয় সৈন্যরা জিততে পারেনি। বিদ্রোহী সৈন্যদের যারা ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দি হন তাদেরকে তারা ভিক্টোরিয়া পার্ক অর্থাৎ আন্টাঘর ময়দানে গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। এর ফলে ইংরেজ শাসন শঙ্কামুক্ত হয়। তারা 'ভারত শাসন আইন' পাস করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং শাসনব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে বিদ্রোহের যে বীজ বপিত হয় তা ভারতবাসীকে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আন্দোলনে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি এ বিদ্রোহ ভারতীয়দের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, যা ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইংরেজদের আধিপত্য তৈরি হয়, অন্যদিকে ভারতীয়দের স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়, যার হাত ধরে আসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৩** JSC চ. বো. ২০১৯

ঈদের ছুটিতে জনাব নাছির সপরিবারে একটি জাদুঘরে বেড়াতে যান। সেখানে তারা জানতে পারেন বহু কক্ষবিশিষ্ট বাড়িটি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তৈরি, যা বর্তমানে একটি জাদুঘর হিসেবে পরিচিত। তারা সেখানে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হন। পরে তারা জাদুঘরের নিকটস্থ এক পুরাতন নগরী ঘুরতে যান। এখানকার বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্যশৈলীতে তারা মুগ্ধ হন।

◄ পাঠ ২; শিখনফল ৫

ক. 'প্রত্নসম্পদ' কী? ১
খ. আন্টাঘর ময়দান কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন জাদুঘরটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জনাব নাছিরের দেখা নগরীটি শুধু স্থাপত্যশৈলীতেই খ্যাত নয় বরং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পুরানো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিই হলো প্রত্নসম্পদ।

**খ** আন্টাঘর ময়দান ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ঢাকার একটি ঐতিহাসিক স্থান।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। ইংরেজরা একে সিপাহি বিদ্রোহ বলে। এ যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা পরাজিত হয়। পরে ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়া বিদ্রোহী সৈন্যদের তারা এই আন্টাঘর ময়দানে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। পরে এ স্থানটি ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫৭ সালে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় এবং এর নামকরণ হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

**গ** উদ্দীপকে সরদারবাড়িতে স্থাপিত লোকশিল্প জাদুঘরটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পানাম নগরে যে কয়েকটি চমৎকার ইমারত এখনো টিকে আছে সরদারবাড়ি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ বাড়ির নির্মাণকাল ১৯০১ সাল। বর্তমানে এখানে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপিত হওয়ায়, এখান থেকে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারণা লাভ করা যায়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব নাছির সপরিবারে একটি জাদুঘরে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারেন, বহু কক্ষবিশিষ্ট বাড়িটি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তৈরি। এই বাড়ি থেকে তারা বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হন। এখানে সরদারবাড়ি বা বড়ো সরদারবাড়িতে স্থাপিত লোকশিল্প জাদুঘরকে নির্দেশ করা হয়েছে। এটি তৈরি হয়েছে দুটি বড়ো প্রাসাদ নিয়ে। একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রাসাদ দুইটি একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দোতলা এই বাড়িতে রয়েছে ৭০টি কক্ষ। রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজে শোভিত হয়েছে সরদারবাড়ি। এ বাড়িতেই স্থাপিত হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর, যা নানা গ্রামীণ ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে লোকশিল্প জাদুঘরটিই নির্দেশিত হয়েছে।

**ঘ** "জনাব নাছিরের দেখা নগরীটি অর্থাৎ পানাম নগর শুধু স্থাপত্যশৈলীতেই খ্যাত নয়, বরং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক"— উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নিদর্শন হলো পানাম নগর। উনিশ শতকে ধনী ব্যবসায়ীরা এ শহরে বাস করতেন। তারা এখানে মূল সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে এখনও ৫২টি ইমারত টিকে আছে, যা সেকালের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। আবার ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ভবনগুলোতে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হলেও এতে মুঘল স্থাপত্যেরও প্রভাব ছিল। এখানকার অনেক ভবন রঙিন মোজাইকে সাজানো হয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব নাছির সপরিবারে একটি জাদুঘর পরিদর্শনের পর এর নিকটস্থ এক পুরাতন নগরী ঘুরতে যান। এখানে বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্যশৈলীতে তারা মুগ্ধ হন। এখানে পানাম নগর নির্দেশ করা হয়েছে। এটি শুধু স্থাপত্যশৈলীর জন্যই বিখ্যাত নয় বরং ঐতিহাসিকভাবেও এর গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীর মাধ্যমে আমরা সেই সময়ের নির্মাণশৈলী ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পানাম নগর শুধু স্থাপত্যশৈলীর জন্যই খ্যাত নয়, বরং এটি এ দেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ১*

হিশাম ও পারিশার মামা তাদেরকে মসলিনের জন্য বিখ্যাত স্থানটি ঘুরতে নিয়ে গেলেন। তারা সেখানকার প্রাচীন বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্য ও নকশা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মামা তাদেরকে দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিগুলোর নিদর্শন দেখাতে নিয়ে যান যাতে তারা অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। *◀ পাঠ ২ ও ৩; শিখনফল ৭, ৯ ও ১০*

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত? ১
খ. প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তারা প্রথম দিন যে স্থানটি পরিদর্শন করে সেটির ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ কীভাবে তাদের ঐতিহ্য সচেতন করবে— মতামতসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবস্থিত।

**খ** প্রত্নতত্ত্ব বলতে বস্তুগত নিদর্শনের ভিত্তিতে অতীত পুনর্নির্মাণ করার বিজ্ঞানকে বোঝায়।

প্রত্নতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Archaeology'-র অর্থ 'প্রাচীন দ্রব্য সম্পর্কিত জ্ঞান'। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, অতীত যুগের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে যুগের মানুষের সমীক্ষা বা অধ্যয়নই হলো প্রত্নতত্ত্ব। বাংলায় প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সূচনা হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে।

**গ** উদ্দীপকের হিশাম ও পারিশা প্রথম দিন যে স্থানটি পরিদর্শন করে সেটি সোনারগাঁও। স্থানটিতে সুলতানি আমল এবং পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রত্নিদর্শন রয়েছে।

সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে ধনী ব্যবসায়ীরা মূল সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে অনেক ইমারত নির্মাণ করেন। পানাম নগরে এখনও এরকম ৫২টি ইমারত টিকে আছে।

এলাকার নিরাপত্তার জন্য পানামের অধিবাসীরা ইমারতগুলোর চারপাশ ঘিরে পরিখা খনন করেছিল। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ভবনগুলোতে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এদের নির্মাণকলায় মুঘল স্থাপত্যেরও প্রভাব রয়েছে। পানামের আশেপাশে আরও কয়েকটি চমৎকার ইমারত এখনও টিকে আছে। এগুলো তৈরি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা। এগুলোর মধ্যে সরদারবাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ও হাসিময় সেনের বাড়ি উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকের হিশাম ও পারিশা তাদের মামার সাথে প্রথম দিন যে স্থানে ঘুরতে গেল, তা মসলিনের জন্য বিখ্যাত। সেখানে সুন্দর স্থাপত্য ও নকশা সম্বলিত প্রাচীন ইমারতও আছে। সুতরাং বোঝা যায়, হিশাম ও পারিশা সোনারগাঁওয়ে বেড়াতে গিয়েছে। আর সোনারগাঁও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দ্বারা সমৃদ্ধ।

**ঘ** হিশাম ও পারিশার মামা দ্বিতীয় দিন তাদেরকে জাদুঘর এবং সংগ্রহশালাগুলোতে নিয়ে গেলে সেখানে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ দেখে তারা ঐতিহ্য সচেতন হতে পারবে।

বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো থেকে পাওয়া অনেক প্রত্নিদর্শন জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। হিশাম ও পারিশার মামা তাদেরকে এসব প্রত্নসম্পদ দেখাতে নিয়ে গেলে তারা সেগুলো দেখে দেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর ছাড়াও দেশের অন্যান্য জাদুঘরেও রয়েছে প্রচুর প্রত্নসম্পদ। জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রত্নিদর্শনের সঙ্গে প্রদর্শন করা হয়েছে বাংলার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনামলের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ। আঞ্চলিক জাদুঘর ও সংগ্রহশালায়ও নানা প্রত্নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সংগ্রহশালাই জমিদারদের পুরানো প্রাসাদে অবস্থিত। জমিদারদের ব্যবহার করা নানা দ্রব্য এবং তাদের সংগ্রহ করা প্রত্নসম্পদ সেখানে প্রদর্শন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত জাদুঘর এবং সংগ্রহশালাগুলোতে গিয়ে হিশাম ও পারিশা সেখানে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ দেখে ঐতিহ্য সচেতন হতে পারবে।

**★ প্রশ্ন ▸ ৫** *ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ*

আবির তার বাবার সাথে ঢাকার একটি জাদুঘরে ঘুরতে গেল। সেখানে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা প্রত্নিদর্শন দেখতে পেল। সেসব প্রত্নিদর্শন এর মধ্যে ছিল ঢাকার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশ কিছু প্রত্নসম্পদ। আবিরের বাবা আবিরকে বললেন, এসব প্রত্নিদর্শন দেখে দেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। *◀ পাঠ ৩; শিখনফল ৯ ও ১০*

ক. ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার মসজিদগুলো কোন স্থাপত্য রীতিতে তৈরি? ১
খ. আহসান মঞ্জিল কী? সংক্ষেপে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন জাদুঘরটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "এসব প্রত্নিদর্শন দেখে দেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।"— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার মসজিদগুলো মোগল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি।

**খ** আহসান মঞ্জিল ঢাকার নওয়াবদের তৈরি প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির একটি বিখ্যাত নিদর্শন।

বর্তমানে ঢাকার আহসান মঞ্জিল একটি জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এখানে ঢাকার নওয়াবদের পোশাক, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, সোফা, অলঙ্কার ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
আমাদের জাতীয় জাদুঘর ঢাকায় অবস্থিত। জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে সারাদেশের প্রত্নদির্শনের সাথে বাংলার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ আমলের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে দিনাজপুরের মহারাজার ব্যবহার করা দ্রব্য ও হাতির দাঁতের কারুকাজ করা শিল্পদ্রব্য, বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে আনা পোশাক, হাতির দাঁতের নানা কারুকাজ করা দ্রব্য ও ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এখানে রাখা হয়েছে নাটোরের জমিদারদের এবং ঢাকার নবাবদের ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিসপত্র।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, আবির ঢাকার একটি জাদুঘরে ঘুরতে গিয়ে ঢাকার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ দেখতে পায়। এসব প্রত্নসম্পদ ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত জাদুঘরটি হলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

**ঘ** "বিভিন্ন প্রত্নদির্শন দেখে দেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রাচীন আমলের স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার, মুদ্রা, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রভৃতি হলো প্রত্নসম্পদ। প্রত্নসম্পদের সাথে পুরানো আমলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি প্রভৃতি মিশে থাকে। এজন্য প্রত্নসম্পদের মাধ্যমে সেকালের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ প্রত্নদির্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব প্রত্নদির্শনের মধ্যে রয়েছে ঢাকার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ। এসব প্রত্নসম্পদে বাংলাদেশের মানুষের হাজার বছরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির নির্দেশ আছে। এজন্য এসব সম্পদের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই এসব প্রত্নদির্শনের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

## প্রশ্নব্যাংকে

**প্রশ্ন ▸ ৬** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ১*

অনুরাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ভ্রমণে এসে এখানকার বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করে। তারা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত উদ্যানটিও দেখতে যায়। জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ তাদেরকে মুগ্ধ করে। *◀ পার্ট ১ ও ২; শিখনফল ১, ৩, ৫ ও ৮*

ক. 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পুরানো স্থাপত্য নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যানটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্থাপনা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও প্রত্নসম্পদ রয়েছে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৭** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৪*

হিমাংশুর মামা তাকে মসলিনের জন্য বিখ্যাত স্থানটি ঘুরতে নিয়ে গেলেন। হিমাংশু সেখানকার প্রাচীন বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্য ও নকশা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মামা তাকে দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিগুলোর নিদর্শন দেখাতে নিয়ে যান যাতে সে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। *◀ পার্ট ২ ও ৩; শিখনফল ৭, ৯ ও ১০*

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত? ১
খ. প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হিমাংশু প্রথম দিন যে স্থানটি পরিদর্শন করে সেটির ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ কীভাবে হিমাংশুকে ঐতিহ্য সচেতন করবে? মতামতসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** ঢাকা শহরের সবচেয়ে পুরানো গির্জার নাম কী?
**উত্তর:** ঢাকা শহরের সবচেয়ে পুরানো গির্জার নাম আর্মেনিয়ান গির্জা।

**প্রশ্ন-২.** ঢাকার লালবাগ মসজিদ কখন নির্মিত হয়?
**উত্তর:** ঢাকার লালবাগ মসজিদ উনিশ শতকে নির্মিত হয়।

**প্রশ্ন-৩.** আরমানিটোলায় কোন প্রত্নদির্শন অবস্থিত?
*[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** আরমানিটোলায় আর্মেনিয়ান গির্জা অবস্থিত।

**প্রশ্ন-৪.** আর্মেনিয়ান চার্চ কত সালে নির্মিত হয়?
*[ভাইকারুননিসা হাই স্কুল, দোহার, ঢাকা]*
**উত্তর:** আর্মেনিয়ান চার্চ ১৭৮১ সালে নির্মিত হয়।

**প্রশ্ন-৫.** ভারতবর্ষের শেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? ◘
*[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
**উত্তর:** ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাটের নাম বাহাদুর শাহ্ জাফর।

**প্রশ্ন-৬.** ঢাকার নবাবদের তৈরি করা প্রাসাদের নাম কী?
**উত্তর:** ঢাকার নবাবদের তৈরি করা প্রাসাদের নাম 'আহসান মঞ্জিল'।

**প্রশ্ন-৭.** ভিক্টোরিয়া পার্ক জায়গাটির পূর্বনাম কী ছিল?
**উত্তর:** ভিক্টোরিয়া পার্ক জায়গাটির পূর্বনাম ছিল আন্টাঘর ময়দান।

**প্রশ্ন-৮.** আন্টাঘর ময়দানের সাথে কোন ঘটনা জড়িয়ে আছে? ◘
**উত্তর:** আন্টাঘর ময়দানের সাথে ১৮৫৭ সালের ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহ) ঘটনা জড়িয়ে আছে।

**প্রশ্ন-৯.** বাহাদুর শাহ পার্ক তৈরি করেছিলেন কে? ◘
*[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** ঢাকার নওয়াব আবদুল গনি বাহাদুর শাহ পার্ক তৈরি করেছিলেন।

**প্রশ্ন-১০.** সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল কোথায়? ◘
**উত্তর:** সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।

**প্রশ্ন-১১.** পানাম নগরে এখনও কতটি ইমারত টিকে আছে?
*[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** পানাম নগরে এখনও ৫২টি ইমারত টিকে আছে।

**প্রশ্ন-১২.** সরদারবাড়িতে এখন কী স্থাপিত হয়েছে?
**উত্তর:** সরদারবাড়িতে এখন লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে।

**প্রশ্ন-১৩.** উত্তরা গণভবন কী? ◘
**উত্তর:** উত্তরা গণভবন হলো নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ।

**প্রশ্ন-১৪.** নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ এখন কী নামে পরিচিত?
**উত্তর:** নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ এখন 'উত্তরা গণভবন' নামে পরিচিত।

**প্রশ্ন-১৫.** ময়মনসিংহ শহরে কোন সালে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়?
*[রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** ময়মনসিংহ শহরে ১৯৬৯ সালে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের ভ্রমণ করা উচিত কেন? ◘
*[JSC' রা. বো. ২০১৬]*
**উত্তর:** ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে বলে আমাদের সেগুলো ভ্রমণ করা উচিত।

ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণের মাধ্যমে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। অতীতকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এ জন্য আমাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করা উচিত।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-২. ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত কয়েকটি বিখ্যাত গির্জা ও মন্দিরের নাম লেখো।**

**উত্তর:** ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত মন্দিরের মাঝে আছে ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনার কালীমন্দির। এর মাঝে রমনা কালীমন্দির ঔপনিবেশিক যুগের আগে তৈরি হলেও ঔপনিবেশিক আমলে আবার এটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়। এই আমলের গির্জাগুলোর মধ্যে আর্মেনিয়ান গির্জা, সেন্ট টমাস অ্যাংলিকান গির্জা ও হলিক্রস গির্জা উল্লেখযোগ্য।

**প্রশ্ন-৩. আন্টাঘর ময়দান কেন ইতিহাসে বিখ্যাত?** ✪

*[[illegible] হাই স্কুল, [illegible], ঢাকা]*

**উত্তর:** ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়া সিপাহিদের আন্টাঘর ময়দানে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় বলে এ স্থানটি ইতিহাসে বিখ্যাত।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। ইংরেজরা একে সিপাহি বিদ্রোহ বলে। এ যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা পরাজিত হয়। পরে ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়া বিদ্রোহী সৈন্যদের ইংরেজরা এই আন্টাঘর ময়দানে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়।

**প্রশ্ন-৪. পানাম নগর বিখ্যাত কেন?**

**উত্তর:** পানাম নগর সমৃদ্ধশালী স্থাপত্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত।

উনিশ শতকের দিকে ধনী ব্যবসায়ীদের অনেকেই বসবাসের জন্য সোনারগাঁওয়ের পানাম এলাকাটি বেছে নেন। তারা পানামের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে অনেক বাড়িঘর নির্মাণ করেন। সেখানে এখনও ৫২টি ইমারত টিকে আছে।

**প্রশ্ন-৫. সোনারগাঁওয়ের বাইরে জমিদারদের তৈরি অনুপম সুন্দর প্রাসাদগুলোর নাম লেখো।** *[মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** সোনারগাঁও এর বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গার জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর প্রাসাদ ও স্থাপনা রয়েছে। মুক্তাগাছার জমিদারদের তৈরি একটি স্থাপনা হলো ময়মনসিংহের শশীলজ। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বালিয়াটির জমিদারবাড়িও আরেকটি চমৎকার স্থাপনা। এছাড়া রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি, নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ প্রভৃতি বর্তমানে স্থাপত্যকীর্তির অনুপম নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-৬. সরদারবাড়ি সম্পর্কে লেখো।** *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** সরদারবাড়ি পানাম নগরের আশেপাশে স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের তৈরি ইমারতের মধ্যে অন্যতম।

সরদার বাড়ির নির্মাণকাল ১৯০১ সাল। এটি তৈরি হয়েছে দুইটি বড়ো প্রাসাদকে নিয়ে। একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রাসাদ দুইটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দোতলা এই বাড়িতে রয়েছে ৭০টি কক্ষ। রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজে শোভিত হয়েছে সরদারবাড়ি। সরদারবাড়ি বা বড়ো সরদারবাড়িতে এখন স্থাপিত হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর।

**প্রশ্ন-৭. উত্তরা গণভবন বলতে কী বোঝ?** ✪

*[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

**উত্তর:** নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত।

দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়া প্রাসাদের মূল অংশ নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে প্রাসাদটি ধ্বংস হলে প্রমোদনাথ রায় সম্পূর্ণ প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি পুনঃনির্মাণ করেন। ৪৩ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত প্রাসাদ এলাকাটি একটি পরিখা ও উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত। এর পূর্ব পাশে রয়েছে চারতলা বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির প্রবেশ দ্বার।

**প্রশ্ন-৮. ঢাকার বাইরে জমিদারদের তৈরি কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তির নাম লেখো।** *[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

**উত্তর:** ঢাকার বাইরে জমিদারদের তৈরি স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে আছে বেশ কয়েকটি প্রাসাদ ও মন্দির।

সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে আছে ৫২টি ইমারত। তাছাড়া সরদারবাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ও হাসিময় সেনের বাড়ি উল্লেখযোগ্য। উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ, ময়মনসিংহের শশীলজ, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বালিয়াটির জমিদার বাড়ি, রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি ইত্যাদি স্থাপত্যগুলো বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায় — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম



**★ প্রশ্ন ▸ ১** *অনন্য প্রশ্ন ১*

দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে রফিক তার বিদেশি বন্ধু রায়ানকে বলে, আমাদের দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সর্বস্তরের লোকজন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশকে স্বাধীন করে। আর দেশটিতে যুদ্ধ চলাকালীন যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়।

*◂ পাঠ ১ ও ৫; শিখনফল ১ ও ৪*

ক. মুক্তিবাহিনী কী? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝ? ২

গ. রফিকের উল্লেখ করা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "রফিকের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ চলাকালীন গঠিত অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া বাঙালি সেনা, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীই হলো মুক্তিবাহিনী।

**খ** 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত গণহত্যা অভিযানকে বোঝানো হয়।

'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০-এ আক্রমণ শুরু করে। তাদের আক্রমণের প্রথম শিকার হয় ঢাকার সাধারণ জনগণ। এ রাতে শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে। অপারেশন সার্চলাইটের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

**গ** রফিকের উল্লেখ করা যুদ্ধটি হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ,যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির বিজয় অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা বার বার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে, যা বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করে।

উদ্দীপকের রফিক তার বিদেশি বন্ধু রায়ানকে বলে, আমাদের দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সর্বস্তরের লোকজন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এটি হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মূলত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার এবং আপামর বাঙালির প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মম গণহত্যা চালায়। এতে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৬শে মার্চ শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (তৎকালীন মেজর) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা গণযুদ্ধে রূপ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার এতে অংশ নেয়। দীর্ঘ নয় মাস প্রাণপণ যুদ্ধ করে তারা এদেশ স্বাধীন করে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** রফিকের দেশের তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ চলাকালীন গঠিত অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং বিশ্বজনমত আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

রফিকের দেশটিতে যুদ্ধ চলাকালীন যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এখানে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে। যুদ্ধকালীন এ সরকার বেসামরিক প্রশাসনকে পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে মিশন স্থাপন করে। এছাড়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুজিবনগর সরকার আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। একইসাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে এ সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কারণেই মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা অনেকাংশে সহজ হয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ২** *রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা*

সিক্ত তার শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারে যে, পৃথিবীর নৃশংসতম গণহত্যা এই বাংলাদেশেই সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে জানতে সে গুগলে 'জেনোসাইড' লিখে সার্চ দেয়। সে অবাক হয়ে দেখে সবার উপরে বাংলাদেশের নাম। সিক্ত তার দাদার সাথে আলোচনা করে জানতে পারে সেই গণহত্যার মর্মান্তিক কাহিনি। দাদা বলেন, বাঙালিরা এর প্রতিবাদ করেছে। তারই বদৌলতে আমরা পেয়েছি আজকের এই বাংলাদেশ।

◀ পাঠ ৩ ও ৪; পরিচ্ছেদ ২ ও ৩

ক. ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল কার? ১

খ. ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর ঢাকা সফরের উদ্দেশ্যে কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গণহত্যার ধরন কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মার্চের এই গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করে"— উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার।

**খ** ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর ঢাকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেওয়া।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই ১৫ই ও ২২শে মার্চ যথাক্রমে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো ঢাকায় আসেন। তারা আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ শুরু করেন। মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া।

**গ** উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার ধরন অত্যন্ত বর্বর এবং নৃশংস।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার অভিযান চালায়। তারা তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। এ রাতে পাকিস্তানি সেনারা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে। এ রাতের গণহত্যায় ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। এছাড়া ঢাকার বাইরে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটির অসংখ্য বাঙালি সেনাকে ২৫শে মার্চ রাতে হত্যা করা হয়। এটি ছিল পৃথিবীর নৃশংসতম গণহত্যা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সিক্ত পৃথিবীর নৃশংসতম গণহত্যা সম্পর্কে তার শিক্ষক এবং গুগল থেকে জানতে পারে। এছাড়া সে তার দাদার কাছেও এ গণহত্যার করুণ কাহিনি সম্পর্কে জেনেছে। এটি হচ্ছে, পৃথিবীর নৃশংসতম গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত অপারেশন সার্চলাইট। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত গণহত্যা তথা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক।

**ঘ** ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত গণহত্যা তথা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করে— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল ২৫শে মার্চের গণহত্যা, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫-২৪শে মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার ভান করে অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন, যা ২৫শে মার্চ রাতে সংঘটিত হয়। এ গণহত্যার প্রেক্ষিতেই ২৬শে মার্চ শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (তৎকালীন মেজর) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির ওপর পরিচালিত ২৫শে মার্চের গণহত্যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর এ কারণেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৩** *JSC চ. বো. ২০১১*

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ঢাকার একটি জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। প্রথমে তারা একটি কক্ষে লাশের দৃশ্যের সাথে লিখিত কিছু তথ্য পড়ে ভয়াল রাতের নৃশংস হত্যার কথা জানতে পারে। আর একটি দৃশ্যে ঐ সময়ে আমাদের সহায়তাকারী একটি বাহিনীর যুদ্ধ অভিযান দেখে। সবশেষে তারা দুটি দেশের সামরিক কমান্ডারদের দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য দেখে খুশি হয়।

◀ পাঠ ৩ ও ১১; পরিচ্ছেদ ২ ও ১১

ক. ন্যাপ (NAP) এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করে কেন? ২

গ. শিক্ষার্থীদের প্রথম দেখা দৃশ্যটি মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষাংশে দেখা ঘটনাটি এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাফল্য বহন করে— মূল্যায়ন করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ন্যাপ (NAP) এর পূর্ণরূপ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

**খ** মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুজিবনগর সরকার 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া শত্রুপক্ষ সবসময়ই চেয়েছে এদেশের মানুষের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করতে। তাই জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে সঠিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার আট সদস্যবিশিষ্ট 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**গ** শিক্ষার্থীদের দেখা প্রথম দৃশ্যটি মুক্তিযুদ্ধকালীন 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর প্রতি ইঙ্গিত করে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তারা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যার অভিযান চালায়। ইতিহাসে এ ঘটনা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। এতে নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয় এদেশের অসংখ্য মানুষ। শিক্ষার্থীদের দেখা প্রথম দৃশ্য এ ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ঢাকার একটি জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। এখানে প্রথমেই তারা একটি লাশের দৃশ্যের সাথে লিখিত কিছু তথ্য পড়ে। এতে তারা একটি ভয়াল রাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারে। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গভীর রাতে আক্রমণ চালানো হয়। এই রাতের গণহত্যায় ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। এছাড়া ঢাকার বাইরে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটির অসংখ্য বাঙালি সেনাকে ২৫শে মার্চ রাতে হত্যা করা হয়। সুতরাং বোঝা যায়, শিক্ষার্থীদের দেখা প্রথম দৃশ্যটিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের শেষাংশে দেখা ঘটনাটি অর্থাৎ স্বাধীনতার দলিলে স্বাক্ষরের বিষয়টি এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাফল্য বহন করে— মন্তব্যটি সঠিক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে। উদ্দীপকের শেষাংশে এ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সবশেষে দুটি দেশের সামরিক কমান্ডারদের দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য দেখতে পায়। অর্থাৎ তারা পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখে। কারণ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করা হয়। এতে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি স্বাক্ষর করেন। আর বাঙালিদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যৌথবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। এ দলিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নেয়। পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, উদ্দীপকের শেষাংশে দেখা ঘটনাটি অর্থাৎ পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাফল্য বহন করে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৪** — *অনন্য প্রশ্ন ২*

দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছিল 'ক' দেশের একটি প্রদেশের জনগণ। একপর্যায়ে সামরিক বাহিনী ঐ প্রদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এ পরিস্থিতিতে ওই প্রদেশের একজন সেনা কর্মকর্তা প্রদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই শুরু হয় গণযুদ্ধ, যার মাধ্যমে প্রদেশটি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। ◀ পাঠ ৪; শিখনফল ৩

ক. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয় কখন? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইটের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সেনা কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড বোর্ড বইয়ের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয়।

**খ** অপারেশন সার্চলাইটের মূল লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ঢাকা শহরের ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথা ছিল। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার, টেলিফোন-রেডিয়ো-টেলিভিশন, স্টেট ব্যাংক, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব। আর ঢাকার বাইরে রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লায় সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার ও বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা ছিল।

**গ** উদ্দীপকের সেনা কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড বোর্ড বইয়ে আলোচিত শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে ব্যাপক গণহত্যা অভিযান পরিচালনা করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট ও নেতৃত্বশূন্য অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (তৎকালীন মেজর) মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে ২৬শে মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' দেশের একটি প্রদেশে সামরিক বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এ পরিস্থিতিতে একজন সেনা কর্মকর্তা ঐ প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপরের আলোচনার সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়, ঘটনাটি মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উক্ত ঘটনা তথা শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (তৎকালীন মেজর) প্রথমে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর ২৭শে মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তিনি আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণা দেশের সকল স্তরের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সকলে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার ঘোষণার পরপরই যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, যেমন— কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সাথে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে কর্মরত বাঙালিরা এই যুদ্ধে অংশ নেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে এটি জনযুদ্ধে রূপ নেয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা অর্জন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৫** — *জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৪*

জনাব মতিন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর তিনি নিকটবর্তী একটি দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে জনাব মাসুদ মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পরিচালনার জন্য একটি সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ◀ পাঠ ৫ ও ৬; শিখনফল ৪ ও ৫

ক. 'অপারেশন জ্যাকপট' কী? ১

খ. 'নিয়মিত বাহিনী' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মতিন কোন বাহিনীর অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব মাসুদ-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যোগদানকৃত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ কর্তৃক নৌপথে পরিচালিত অভিযানকে 'অপারেশন জ্যাকপট' বলে।

**খ** মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনী বলতে বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত বাহিনীকে বোঝায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনীকে বলা হয় নিয়মিত বাহিনী। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম. এফ. (মুক্তিফৌজ)। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।

**গ** উদ্দীপকের জনাব মতিন মুক্তিযুদ্ধের সময় অনিয়মিত বাহিনীর অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছেন।

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী এ দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. অর্থাৎ ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা। অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব মতিন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর তিনি নিকটবর্তী একটি দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং বোঝা যায়, জনাব মতিন অনিয়মিত বাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করেছেন। কারণ ছাত্ররা অনিয়মিত বাহিনীর অংশ হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন।

**ঘ** উদ্দীপকের জনাব মাসুদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যোগদানকৃত সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অনন্য।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব মাসুদ মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পরিচালনার জন্য একটি সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারই গঠন করা হয়েছিল।

মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সমগ্র দেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মণি সিংহ, মোজাফফর আহমদ ও মনোরঞ্জন ধর। এছাড়াও ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। আবার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। কেবল তাই নয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও সুষ্ঠুভাবে করেছে। এ সরকারের এসব ভূমিকার কারণেই মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করা অনেকটা সহজ হয়েছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ ও যুদ্ধ পরিচালনায় মুজিবনগর সরকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৬** | *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ২*

নাসিফের বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবেশী দেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ছাড়াই বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নেতৃত্ব দেন। তাঁর বাহিনীর অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ◀ অধ্যায়: পিরিয়ড ৫ ও ৭

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা কত তারিখে উত্তোলন করা হয়? ১
খ. যৌথবাহিনী গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ক্ষেত্রটি ছাড়াও নারীরা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও অনেকগুলো আঞ্চলিক বাহিনী ছিল, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে— মূল্যায়ন করো। ৪

### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ উত্তোলন করা হয়।

**খ** পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সমন্বয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠন করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণকে আরও গতিশীল ও দৃঢ় করতে ২১শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষেত্র তথা সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও নারীরা সহযোগী যোদ্ধা, সেবাদানকারী, সংগঠক ইত্যাদি ভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও নারীরা সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করেনএবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাদানকারী হিসেবে অসামান্য অবদান রাখেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় নাসিফের বাবার বাহিনীর সদস্য হয়ে অনেক নারী সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তার এ বক্তব্য সঠিক কারণ তখন নারীরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা হাসিমুখে সন্তান-ভাই-স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। নিজেরা হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং পাশবিকতার শিকার হয়েছেন। কেবল তাই নয়, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ করে, তথ্য দিয়ে, সংগঠক হিসেবে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়ে বাংলাদেশের নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। সর্বোপরি যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে পরিবার আগলে রেখে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রেখেছিলেন নারীরা। তাই বলা যায়, সম্মুখ যুদ্ধের পাশাপাশি নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশ তথা ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও অনেকগুলো আঞ্চলিক বাহিনী ছিল, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে— উক্তিটি যথার্থ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপুল সংখ্যক বাঙালি ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পর্যায়ে অনেকগুলো আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর সদস্যরা ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাহিনীগুলো তাদের নেতার নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)। স্থানীয় পর্যায়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ এবং মুক্তিফৌজকে সহায়তা করার বিষয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ভারতে প্রশিক্ষণ না নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, তা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। অর্থাৎ আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি। সরকার দেশটির চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। ◀ পাঠ-১ ও ৩; শিখনফল ১ ও ৩

ক. ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত ছিল? ১

খ. 'জাতীয় আয়' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের মূল লক্ষ্য 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি' কি বৈষম্য দূর করতে পেরেছে? মূল্যায়ন করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৭৭.৯ ভাগ।

**খ** একটি দেশের নাগরিকরা নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় আয়।

একজন নাগরিক নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানেই চাকরি বা ব্যবসা করুক না কেন যখন তার অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তখন তা মোট জাতীয় আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে হলে মোট জাতীয় আয়কে দেশটির মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির ক্ষেত্রে দেখা যায়—

মোট জাতীয় আয় = ১০,০০০ + ৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার
= ১৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার
জনসংখ্যা = ১৫ কোটি

∴ মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{১৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১৫ কোটি}}$
= ১,০০০ মার্কিন ডলার।

অতএব উল্লিখিত দেশটির মাথাপিছু আয় ১০০০ মার্কিন ডলার।

**ঘ** উদ্দীপকে সরকারের নেওয়া উদ্যোগ তথা চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়ার মূল লক্ষ্য 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি' হলেও তা পুরোপুরিভাবে বৈষম্য দূর করতে পারছে না।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতি বিদ্যমান এমন দেশের চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্প কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অনায়াসে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে প্রযুক্তি ও শিল্পখাতে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনেক মানুষের জীবিকার সংস্থান হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির সরকার দেশটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা দেশটিকে বাংলাদেশ ধরে নিচ্ছি। যদিও উপরের এইসব পদক্ষেপও আমাদের সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে পারছে না। বাংলাদেশের ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে জানা যায়, বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭% এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬%। অর্থাৎ বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও শিক্ষার সুযোগ তৈরির প্রশ্নে আমরা পিছিয়ে আছি। এর প্রভাব হিসেবে দেশে অতি ধনিক শ্রেণির সাথে হতদরিদ্রদের আয়ের বৈষম্য এখনো অনেক বেশি।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ঘটানো। কিন্তু এই একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাজ থেকে বৈষম্য পুরোপুরিভাবে দূর করা সম্ভব নয়।

★★ প্রশ্ন ▶৩ *জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫*

তথ্যসূত্র-১: একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে 'X' দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত দেশি ও বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার (বিদেশিদের ৪,০০০ কোটি মার্কিন ডলারসহ) মোট আর্থিক মূল্য হলো ৩০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। সে দেশের প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ হলো ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির জনসংখ্যা ১৮ কোটি।

তথ্যসূত্র-২: জনাব সাকিল জার্মানিতে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের একটি অংশ দেশে অবস্থানরত পরিবারকে পাঠান। পরিবারের সদস্যগণ সে অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে ব্যবসায় খাটিয়ে সচ্ছলতা আনয়ন করেছেন। ◀ পাঠ-১ ও ৩; শিখনফল ১ ও ৭

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে? ১

খ. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তথ্যসূত্র-১ এ উক্ত বছরে 'X' দেশের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যসূত্র-২ এর জনাব সাকিলের মতো লোকদের অবদান অপরিসীম। মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** শ্রমশক্তিসম্পন্ন মানুষকে মানবসম্পদ বলা হয়।

**খ** দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এমন একটি বিশেষ অবস্থা, যার কারণে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

আমাদের দেশের মানুষ দক্ষ জনসম্পদে পরিণত না হওয়ার কারণ হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয় না বলে তারা দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই তারা কাজ পায় না এবং আয়ও কম হয়। কম আয়ের কারণে তারা সঞ্চয় করতে পারে না। কম সঞ্চয়ের কারণে মূলধন ও বিনিয়োগ কম হয়। বিনিয়োগ কম হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। ফলে অনেক লোকই কাজের অভাবে দরিদ্রই থেকে যায়। এভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র চলতে থাকে।

**গ** তথ্যসূত্র-১ এ উক্ত বছরে 'X' দেশের মাথাপিছু আয় ২০০০ মার্কিন ডলার।

তথ্যসূত্র-১ এ বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে 'X' দেশের অভ্যন্তরে দেশি ও বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য অর্থাৎ GDP ৩০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। যার মধ্যে বিদেশিদের আয় ৪,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির জনসংখ্যা ১৮ কোটি।

আমরা জানি, একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী দেশি নাগরিকদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্য হলো মোট জাতীয় আয় (GNP)।

∴ 'X' দেশের GNP = GDP + (X − M)
= ৩০,০০০ + (১০,০০০ − ৪,০০০) কোটি মার্কিন ডলার
= (৩০,০০০ + ৬,০০০) কোটি মার্কিন ডলার
= ৩৬,০০০ কোটি মার্কিন ডলার

এখানে,
X = বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয়।
M = দেশে অবস্থানরত বিদেশি জনগণের আয়।

আমরা জানি,

মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মোট জনসংখ্যা}}$

∴ 'X' দেশের মাথাপিছু আয়

= $\frac{\text{৩৬,০০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১৮ কোটি}}$

= ২০০০ মার্কিন ডলার

∴ 'X' দেশের মাথাপিছু আয় ২০০০ মার্কিন ডলার





Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের তথ্যসূত্র-২ এর জনাব সাকিলের মতো লোকদের অবদান অর্থাৎ রেমিটেন্সের অবদান অপরিসীম।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। উদ্দীপকের জনাব সাকিল জার্মানিতে কর্মরত। তিনি তার আয়ের একটি অংশ দেশে অবস্থানরত পরিবারকে পাঠান। তার মতো যারা বিভিন্ন দেশে চাকরি করে দেশে পরিবারের নিকট টাকা পাঠান সেই টাকাই হলো রেমিটেন্স। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের অবদান অপরিসীম।

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২১,৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড়ো ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে না পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স, যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সাকিলের মতো লোকদের প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্স কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৪** *আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা*

| 'A' খাত | 'B' খাত |
|---|---|
| অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮ | অর্থবছর : ২০১৭-২০১৮ |
| অবদান : ১৩.১৪ শতাংশ<br>প্রবৃদ্ধি : ৩.৫৪ শতাংশ | অবদান : ৩৩.৮৫ শতাংশ<br>প্রবৃদ্ধি : ১০.২০ শতাংশ |
| অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪ | অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪ |
| অবদান : ১১.০২ শতাংশ<br>প্রবৃদ্ধি : ৩.২১ শতাংশ | অবদান : ৩৭.৯৫ শতাংশ<br>প্রবৃদ্ধি : ৬.৬৬ শতাংশ |

◀ *পাঠ ২: শিখনফল ২*

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে বর্ণিত 'ক' খাত বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে কী ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে 'খ' খাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** একটি দেশের সব নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন।

**খ** মাথাপিছু আয় হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড।

একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ।

**গ** ছকে বর্ণিত 'A' খাত কৃষিখাতকে নির্দেশ করে যা বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের কৃষিজীবীদের ফসল উৎপাদনকে উপজীব্য করেই এদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে। খাদ্যশস্য, শাকসবজি, প্রাণি, মৎস্য ও বনজ সম্পদ কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। কৃষিখাত জাতীয় আয়ের অন্যতম বৃহৎ খাত। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৫ শতাংশ এই খাতে নিয়োজিত। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে এই খাতের অবদান ছিল ১১.০২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.২১ শতাংশ।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এই খাতে বহুলোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে 'B' খাত অর্থাৎ শিল্পখাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস শিল্পখাত। পোশাকশিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজসম্পদ ও নির্মাণ প্রভৃতি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ৩৩.৮৫ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৭.৯৫ শতাংশ হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.২০, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হয়েছে ৬.৬৬ শতাংশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোশাকশিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজসম্পদ ও নির্মাণখাতসহ সকল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প এর আওতাধীন। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান সর্বাধিক।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পখাত থেকে অভ্যন্তরীণ আয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থও উপার্জন করে যা জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৫** *JSC ম. বো. ২০১৯*

সজল সাহেবের ছেলে সৃজন ১০ বছর যাবৎ সৌদিতে কাজ করেন। সজল সাহেব ছেলের প্রেরিত অর্থ দিয়ে দেশে একটি গার্মেন্টিস স্থাপন করেন। যেখানে অনেক বেকার লোক কাজ করার সুযোগ পায় এবং তিনিও বেশ মুনাফা অর্জন করেন। ◀ *পাঠ ২ ও ৬: শিখনফল ২ ও ৭*

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সজল সাহেবের কাজটি আমাদের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সৃজনের প্রেরিত অর্থ কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে— বোর্ড বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের মাধ্যমে প্রতিবছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

**খ** অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন অনন্য ভূমিকা পালন করে।

একটি দেশের অদক্ষ মানুষ কখনোই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। তবে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুললে তারা দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। দক্ষতা উন্নত হলে তাদের আয়ও উন্নত হবে। এতে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। এভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের ফলে অর্থনীতি সচল থাকে।

**গ** সজল সাহেবের কাজটি আমাদের জাতীয় আয়ের উৎস শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের অন্যতম উৎস শিল্পখাতের মধ্যে পোশাকশিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজসম্পদ ও নির্মাণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এ খাতের অবদান অনেক বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ৩৭.৯৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬৬ শতাংশ। সজল সাহেবের কাজ এই খাতটিকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকের সজল সাহেব একটি গার্মেন্টস স্থাপন করেছেন। এখানে অনেক বেকার লোক কাজের সুযোগ পায় এবং এতে তিনিও বেশ মুনাফা অর্জন করেন। আমরা জানি, গার্মেন্টস ব্যবসা পোশাক শিল্পকে ধারণ করে। যা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



আমাদের অর্থনীতির শিল্পখাতের মূল বিষয়। পোশাক রপ্তানি করে আমাদের দেশ বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সুতরাং বলা যায়, সজল সাহেবের কাজ আমাদের জাতীয় আয়ের শিল্পখাতের প্রতি নির্দেশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকের সৃজনের প্রেরিত অর্থ নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বদেশে পাঠায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৃজন সৌদি আরবে চাকরি করে এবং সেখান থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পরিবারের কাছে পাঠায়। তার মতো প্রবাসীদের প্রেরিত এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২১,৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড়ো ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সৃজনের বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ হলো রেমিটেন্স যা নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৬** | *চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল*

ঘটনা-১: নেহাল কয়েক বছর আগেও বেকার জীবনযাপন করেছে। কিন্তু এখন সে স্বাবলম্বী। কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন সে একটি খামার পরিচালনা করছে।

ঘটনা-২: 'ক' দেশটির জনগণ বেশ দরিদ্র। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন তারা পায় না, তেমনি তাদের আয়ও নাই, সঞ্চয়ও নাই, বিনিয়োগও নাই। ফলে তারা দরিদ্র থেকেই যায়। ◂ *পাঠ ৩; শিখনফল ৩ ও ৪*

ক. উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে সর্বাপেক্ষা কোন খাতের অবদান বেশি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নেহালকে কোন সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২-এ ফুটে ওঠা কারণটিই দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে— সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হলো জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

**খ** বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বেশি।

পোশাকশিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ, নির্মাণশিল্প ইত্যাদিকে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত করায় জাতীয় অর্থনীতিতে খাতটির অবদান অনেক বেড়ে গেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ৩৭.৯৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬৬ শতাংশ।

**গ** উদ্দীপকের নেহালকে মানবসম্পদ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

দেশের কৃষি, শিল্প বা সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করেন, তারা নিজেদেরকে শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানবসম্পদ বলা হয়। বস্তুত প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

উদ্দীপকের সামির লেখাপড়া শেষে বেকার জীবনযাপন করছিল। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার গড়ে তোলে। এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার ফলে সে নিজের সামর্থ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এজন্য তাকে মানবসম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

**ঘ** ঘটনা-২-এ ফুটে ওঠা কারণটিই অর্থাৎ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে— উক্তিটি যথার্থ।

দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায়, তাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বলে আয় কম থাকে আবার আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। এ কারণে বিনিয়োগও কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে দরিদ্রদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না।

ঘটনা-২-এ বলা হয়েছে, 'ক' দেশের দরিদ্র জনগণ পুষ্টিকর খাদ্য যেমন— তারা পায় না, তেমনি তাদের আয়ও নাই, সঞ্চয়ও নাই, বিনিয়োগও নাই। ফলে তারা দরিদ্রই থেকে যায়, যা দ্বারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রই নির্দেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের দক্ষ জনসম্পদে পরিণত না হওয়ার কারণ হলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দারিদ্র্যের কারণে বেশিরভাগ মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও খাদ্যের যোগান দিতে পারে না। ফলে তারা দ্রুত জনশক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না এবং যথারীতি বেকারত্ব বাড়ছে। এছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে দরিদ্র জনগণ দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় এরা কাজ পায় না। ফলে আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে সঞ্চয় করতে পারে না। ফলে কম বিনিয়োগ হয়। আর বিনিয়োগ কম হলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্যের চক্রাকার আবর্তের কারণে 'ক' দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৭** | *JSC দি. বো. ২০১৯*

সালাম দারিদ্র্যের কারণে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেনি। ফলে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত ছিল। বছর দুয়েক আগে সালাম তার বন্ধু কালামের পরামর্শে স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে হাঁস-মুরগির খামার করার প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বর্তমানে সে একটি বড়ো খামারের মালিক। অপরদিকে, কালাম লেখাপড়া শেষ করে বিদেশে চলে যায়। বিদেশে সে একটি ভালো চাকরি করে। প্রতিমাসে কালাম তার বেতনের একটি অংশ পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ◂ *পাঠ ৩ ও ৬; শিখনফল ৩ ও ৭*

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সালামের বিষয়টি দেশের অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কালামের প্রেরিত অর্থের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন।

**খ** অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলা হয়।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)। তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশ থেকে টাকা আয় করে দেশে পাঠায় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির শক্তি বা সামর্থ্য বোঝার জন্য জিডিপি হিসাব করা হয়।

**গ** উদ্দীপকের সালামের বিষয়টি দেশের অর্থনীতির মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

দেশের প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তিসম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। মানুষ তখনই রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমেই মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



উদ্দীপকে দেখা যায়, সালাম অল্প লেখাপড়া করে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত ছিল। বছর দুয়েক আগে স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে হাঁস-মুরগির খামার করার প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন সে স্বাবলম্বী। এখানে তার বিষয়টি মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ শ্রমশক্তিসম্পন্ন মানুষই হলো দেশের মানবসম্পদ। অদক্ষ ও কর্মবিমুখ মানুষ কখনো দেশের সম্পদ হতে পারে না বরং এরা দেশের বোঝা। অদক্ষ মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি শ্রমশক্তিসম্পন্ন হতে পারে, তখনই সে মানবসম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সালাম প্রশিক্ষণ নিয়ে সফলতার সাথে হাঁস-মুরগির খামার করায় দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটেছে।

**ঘ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কালামের প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রবাসে বা বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। এই অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না, বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কালাম লেখাপড়া শেষে বিদেশ গিয়ে ভালো একটি চাকরি করে। প্রতিমাসে সে তার বেতনের একটি অংশ পরিবারের কাছে পাঠায়, এটিকেই রেমিটেন্স বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এরা চাকরি ও ব্যবসা করে প্রচুর টাকা দেশে পাঠায়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের কারণে বাংলাদেশ বড়ো কোনো সংকটে পড়েনি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশে গমনরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা ছিল ১১.৩৮ লক্ষ এবং এই বছর প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ (রেমিটেন্স) ছিল ২১,৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের অর্থনীতি সার্বিক উন্নয়নে রেমিটেন্স সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸৮** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ২*

নারুহিতো প্রাতিষ্ঠানিক একটি গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য জাপান থেকে পার্শ্ববর্তী একটি উন্নয়নশীল দেশে আসেন। তিনি দেখতে পান, দেশটির জনগণ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। ঐ বছরে দেশটির প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ ৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি। সরকার দেশটির চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। *◀ পর্ট ১ ও ৩; শিখনফল ১ ও ৩*

ক. ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত ছিল? ১
খ. 'জাতীয় আয়' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের মূল লক্ষ্য 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি' কি বৈষম্য দূর করতে পেরেছে? মূল্যায়ন করো। ৪

**প্রশ্ন ▸৯** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৫*

আফজাল চৌধুরীর ছেলে হামিদ ১০ বছর যাবৎ সৌদিতে কাজ করেন। আফজাল সাহেব ছেলের প্রেরিত অর্থ দিয়ে দেশে একটি গার্মেন্টস স্থাপন করেন। যেখানে অনেক বেকার লোক কাজ করার সুযোগ পায় এবং তিনিও বেশ মুনাফা অর্জন করেন। *◀ পর্ট ২ ও ৬; শিখনফল ২ ও ৭*

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আফজাল সাহেবের কাজটি আমাদের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের হামিদের প্রেরিত অর্থ কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে— বোর্ড বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** GDP এর পূর্ণরূপ লেখো। *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

**প্রশ্ন-২.** GNP-এর পূর্ণরূপ কী? *[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]*
**উত্তর:** GNP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product.

**প্রশ্ন-৩.** GNP কী? *[JSC য. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে যে সব দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP।

**প্রশ্ন-৪.** জিডিপি কী? *[JSC ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতি বছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদন।

**প্রশ্ন-৫.** মাথাপিছু আয়ের সূত্রটি লেখো। *[JSC কু. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** $\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মোট জনসংখ্যা}}$।

**প্রশ্ন-৬.** খনিজ সম্পদ কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
**উত্তর:** খনিজ সম্পদ শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-৭.** বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
**উত্তর:** বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-৮.** মানবসম্পদ কাকে বলে? *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৩]*
**উত্তর:** শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানবসম্পদ বলা হয়।

**প্রশ্ন-৯.** মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তিসম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

**প্রশ্ন-১০.** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?
**উত্তর:** ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ, ৬৬ হাজার ৯৯০ জন।

**প্রশ্ন-১১.** উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য কী? *[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]*
**উত্তর:** উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

**প্রশ্ন-১২.** HDR-এর পূর্ণরূপ কী?
**উত্তর:** HDR এর পূর্ণরূপ হলো Human Development Report.

**প্রশ্ন-১৩.** ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) কত ছিল?
**উত্তর:** ২৮২০ মার্কিন ডলার।

**প্রশ্ন-১৪.** ২০২৫ সালের Human Development Report অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
**উত্তর:** ১৩০তম।

**প্রশ্ন-১৫.** রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়?
**উত্তর:** রেমিটেন্স বলতে প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে বোঝায়।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## ৬ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১. অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো।**

*[JSC দি. বো. ২০১৯; ঢা. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলা হয়।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)। তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশ থেকে টাকা আয় করে দেশে পাঠায় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির শক্তি বা সামর্থ্য বোঝার জন্য জিডিপি হিসাব করা হয়।

**প্রশ্ন-২. একটি দেশের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী তা কীভাবে বোঝা যাবে?**

**উত্তর:** একটি দেশের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী, তা বোঝার জন্য মোট দেশজ উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, মানব উন্নয়ন সূচক এবং অন্যান্য সামাজিক নির্দেশক বিশ্লেষণ করতে হয়।

যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়, তখনই সেই অর্থনীতিকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমুখী বলা যায়।

**প্রশ্ন-৩. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যমান খাতগুলো উল্লেখ করো।** ◘ *[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

**উত্তর:** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যমান খাতগুলো হলো— কৃষি ও বনজ, মৎস্য সম্পদ, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শুল্ক প্রভৃতি।

**প্রশ্ন-৪. জাতীয় অর্থনীতিতে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ব্যাখ্যা করো।** *[রংপুর জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাত অন্যতম উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ছিল ১৪.৭৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৭৪ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১৫.৩২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৯ শতাংশ।

**প্রশ্ন-৫. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়?**

*[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানবসম্পদ বলা হয়।

মানুষ যখন কিছু করতে পারে তখনই সে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয়। কেউ শারীরিক শ্রম আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন সম্পদ উদ্ভাবন করে সহায়তা করে। দেশের কৃষি, শিল্প বা সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রম ও মেধার দ্বারা তারা নিজেদের শ্রমশক্তিকে রূপান্তরিত করেন এবং এরাই দেশের মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

**প্রশ্ন-৬. কীভাবে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়? ব্যাখ্যা করো।** *[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

**উত্তর:** জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরের প্রধান উপায় হলো জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই দেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তর হবে।

**প্রশ্ন-৭. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কী? ব্যাখ্যা করো।** ◘ *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫]*

**উত্তর:** দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এমন একটি বিশেষ অবস্থা, যার কারণে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

আমাদের দেশের মানুষ দক্ষ জনসম্পদে পরিণত না হওয়ার কারণ হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয় না বলে তারা দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই তারা কাজ পায় না এবং আয়ও কম হয়। কম আয়ের কারণে তারা সঞ্চয় করতে পারে না। কম সঞ্চয়ের কারণে মূলধন ও বিনিয়োগ কম হয়। বিনিয়োগ কম হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। ফলে অনেক লোকই কাজের অভাবে দরিদ্রই থেকে যায়। এভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র চলতে থাকে।

**প্রশ্ন-৮. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো।** ◘ *[আইডিয়াল হাই স্কুল, দোহার, ঢাকা]*

**উত্তর:** জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

রেমিটেন্সের অর্থ কেবল প্রবাসীদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো বড়ো সংকট না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের অর্থ তথা রেমিটেন্স।

# পঞ্চম অধ্যায় — বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা



★★ প্রশ্ন ▶ ১ *অনন্য প্রশ্ন ১*

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আরমান তার বন্ধু শুভ্র'র সাথে পাঠ বিষয়ক আলোচনাকালে বলে, "বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১০ই এপ্রিল, ৩০শে অক্টোবর ও ৪ঠা নভেম্বর-এই তারিখগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" শুভ্র উত্তরে বলে, "হ্যাঁ, এর সাথে ঐক্য ও সংহতি, শোষণমুক্ত সমাজ এবং সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ বিষয়গুলো জড়িত।" *◀ পাঠ ৩ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৩*

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে? ১
খ. 'সরকার রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরমানের বর্ণিত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শুভ্র'র বর্ণিত বিষয়ের মাধ্যমে কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে? মতামত দাও। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

**খ** রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজ সরকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়ায় সরকারকে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়।

সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, নাগরিকদের সুবিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা ও অধিকার সুসংহত করা প্রভৃতি কাজগুলো সরকার সম্পাদন করে থাকে। মূলত সরকারকে ঘিরেই একটি দেশের সার্বিক কল্যাণমূলক কাজ আবর্তিত হয়। এসব বিবেচনায় সরকার হলো রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি।

**গ** উদ্দীপকের আরমানের বর্ণিত তারিখগুলো দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে একটি

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ছয় মাসের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর গণপরিষদে এটি আলোচিত হয়। অবশেষে একই বছর ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে এটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

উদ্দীপকের আরমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাসের বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করেছে। সুতরাং বলা যায়, আরমানের বর্ণিত বিষয়টি দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস নির্দেশ করা হয়েছে।

**ঘ** না, উদ্দীপকের শুভ্র'র বর্ণিত বিষয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি।

বাংলাদেশ সরকারের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রয়েছে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

উদ্দীপকের শুভ্র'র বর্ণনায় ঐক্য ও সংহতি; শোষণমুক্ত সমাজ ও সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি। আবার, শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি করা হয়েছে। সকল কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে গণতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রের ধর্মীয়ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের শুভ্র'র বর্ণনায় প্রথম তিনটি মূলনীতির উল্লেখ থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষতা মূলনীতিটি অনুপস্থিত।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা উদ্দীপকে না থাকায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনি।

**★★ প্রশ্ন ▶২** *আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা*

ছক-১:

ছক-২:

*◀ পৃষ্ঠা ৩ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৩*

ক. 'রাজতন্ত্র' কাকে বলে? ১
খ. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক-১-এ (?) প্রশ্নবোধক চিহ্নে কোন বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক-২-এর ধারণাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে 'রাজতন্ত্র' বলে।

**খ** দেশের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন বড়ো ও লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে দেশের সকল অঞ্চলের সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ কমে এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। সেইসাথে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্যই যেকোনো দেশের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**গ** উদ্দীপকের ছক-১-এ (?) প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম জাতীয়তাবাদ। একই ধরনের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করেছে। তাই সংবিধানে বলা হয়েছে, একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবোধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু ছক-১-এ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ থাকলেও জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই বলা যায়, ছক-১-এ (?) প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের ছক-২-এ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন পায়। এ সংবিধানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে। ছক-২-এ বাংলাদেশের সংবিধানের এ প্রধান বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ছক-২-এ লিখিত সংবিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল, যা ১১ ভাগে বিভক্ত এবং এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও একটি প্রস্তাবনা আছে।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ছক-২-এ বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে এককেন্দ্রিক সরকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ছক-২-এ সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংশোধন করা যায়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ছক-২-এ উল্লেখিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লিখিত সংবিধান, এককেন্দ্রিক সরকার ও সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি বাংলাদেশের সংবিধানেরই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য।

**★★ প্রশ্ন ▶৩** *JSC ব. বো. ২০১৯*

ঘটনা-১: প্রধানমন্ত্রী চীন সফর শেষ করে দেশে ফিরে তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবদের সাথে বৈঠকে বসেন। তিনি চীন সরকারের বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ঘটনা-২: সানির মা আপিল বিভাগের বিচারপতি। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে বিচার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। *◀ পৃষ্ঠা ৫; শিখনফল ৪*

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. জনকল্যাণে সফলতার পরিচয়দানকারী শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১-এ নির্দেশিত সরকারের বিভাগটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সানির মায়ের কর্মরত সরকারের বিভাগটি কেবল অপরাধীর শাস্তির বিধান নয়, নাগরিক জীবনকেও সুন্দর করে।"— উক্তিটিকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থাকেই স্থানীয় সরকার বলে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** জনকল্যাণে সফলতার পরিচয়দানকারী শাসনব্যবস্থাটি হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো জনমত দ্বারা পরিচালিত সরকার। এ শাসনব্যবস্থায় সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এতে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণের আস্থা হারালে সরকার টিকে থাকতে পারে না। এজন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনা-১-এ নির্দেশিত সরকারের বিভাগটি হলো শাসনবিভাগ।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো শাসনবিভাগ। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়ে শাসনবিভাগ গঠিত। এ বিভাগ আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা, দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ঘটনা-১-এ বলা হয়েছে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী চীন সফর শেষে দেশে ফিরে মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবদের সাথে বৈঠক করেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান আর সচিবগণ হলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। এখানে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও সচিবগণ সরকারের শাসনবিভাগের অংশ। তাই বলা যায়, ঘটনা-১-এ বাংলাদেশ সরকারের শাসনবিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ "সানির মায়ের কর্মরত সরকারের বিভাগটি অর্থাৎ বিচারবিভাগ কেবল অপরাধীর শাস্তি বিধান নয়, নাগরিক জীবনকেও সুন্দর করে"— উক্তিটি আমি সমর্থন করি।

সরকারের তিনটি অঙ্গের অন্যতম হলো বিচারবিভাগ। এ বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হলো সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের দুইটি বিভাগ রয়েছে। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ।

উদ্দীপকের সানির মা আপিল বিভাগের বিচারপতি। অর্থাৎ তিনি সরকারের বিচারবিভাগে কর্মরত। এ বিভাগ দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগ আইন ভঙ্গকারী বা অপরাধীদের শাস্তি দেয়। তবে এর পাশাপাশি বিচারবিভাগ দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে। বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসামূলক রায় দেয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজও করে। বিচারবিভাগের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং নাগরিকরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সানির মায়ের কর্মরত সরকারের বিচারবিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি নাগরিক জীবনকেও সুন্দর করে তোলে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** JSC দি. বো. ২০১৯

অরিনের বাবা সরকারের যে বিভাগে কাজ করেন সেটির কাজ হলো কেউ আইন ভাঙলে তাকে শাস্তি দেওয়া। অপরদিকে তার চাচা গ্রামে থাকেন। এ বছর তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথমেই তিনি ইভটিজিংসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। ◂ পার্ট ৫ ও ৬; শিখনফল ৪ ও ৫

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. ক্ষমতা বন্টনের নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অরিনের বাবা সরকারের যে বিভাগের সদস্য তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, অরিনের চাচার এলাকার উন্নয়নের মূল দায়িত্ব তার নিজের হাতেই রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

**খ** ক্ষমতা বন্টনের নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক সরকার বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতা বন্টনের নীতির ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। এর মধ্যে বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার রয়েছে। যে সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলা হয়। বাংলাদেশে একটি কেন্দ্র থেকেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এর কোনো প্রদেশ নেই।

**গ** উদ্দীপকের অরিনের বাবা সরকারের বিচারবিভাগের সদস্য।

সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে তাকে বিচারবিভাগ বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ স্তরকে সুপ্রিমকোর্ট বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অরিনের বাবা সরকারের যে বিভাগে কাজ করেন সেটি কেউ আইন ভাঙলে তাকে শাস্তি দেয়। এখানে সরকারের বিচারবিভাগ নির্দেশিত হয়েছে। কারণ দুষ্টের দমন, অপরাধীর শাস্তি বিধান ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলে বিচার বিভাগ। এ বিভাগ বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসামূলক রায় দেয়। এছাড়াও সংবিধানের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা এবং সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অরিনের বাবা সরকারের বিচারবিভাগেরই সদস্য।

**ঘ** হ্যাঁ, অরিনের চাচার এলাকার উন্নয়নের মূল দায়িত্ব তার নিজের হাতেই অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের হাতেই রয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা। এটি তাত্ত্বিক অর্থেও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের মূল দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রাম এলাকার স্থানীয় সরকার।

উদ্দীপকের অরিনের চাচা গ্রামে থাকেন এবং তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এরপরই তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। তার কাজগুলো গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের কাজকে নির্দেশ করে। এ পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যানসহ মোট ১৩ জন জনপ্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গোটা ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। মূলত স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদই গ্রাম এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে অরিনের চাচাই তার এলাকার মূল দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** JSC য. বো. ২০১৯

জনাব মামুন চৌধুরী মাধবপুর উপজেলার স্থানীয় সরকারের একটি প্রতিনিধি। তিনি এলাকার উন্নয়নে অনেক কাজ করেন। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, জমির খাজনা আদায় ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে তার বিশেষ সুনাম আছে। তার ছোটো ভাই মাসুদ চৌধুরী থানার অফিসার ইনচার্জ। তিনি এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তার কর্মস্থলে সহায়তা করেন। ◂ পার্ট ৬; শিখনফল ৪ ও ৫

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মাসুদ চৌধুরী সরকারের কোন বিভাগের অধীনে কর্মরত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মামুন চৌধুরী যে স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রতিনিধি তার কার্যক্রম ব্যাপক"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিলকে সংবিধান বলা হয়।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**খ** "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়"— উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকারের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে এবং ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা প্রদান করবে না। এর ফলে কারো ধর্ম হেয় প্রতিপন্ন হবে না বা বিলীন হয়ে যাবে না। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা মানে স্ব-স্ব ধর্ম ছাড়াও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা, ধর্মহীনতা নয়।

**গ** উদ্দীপকের মাসুদ চৌধুরী সরকারের শাসনবিভাগের অধীনে কর্মরত।

শাসনবিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই শাসনবিভাগের অংশ। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়েই শাসনবিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার দায়িত্ব শাসনবিভাগের।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনপ্রতিনিধি জনাব মামুন চৌধুরীর ছোটো ভাই মাসুদ চৌধুরী থানার অফিসার ইনচার্জ। জনাব মামুন চৌধুরী এলাকার উন্নয়নে অনেক কাজ করেন এবং মাসুদ চৌধুরী এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তাকে সাহায্য করেন। এখানে মাসুদ চৌধুরীর কাজ সরকারের শাসনবিভাগকে নির্দেশ করছে। কারণ শাসনবিভাগ আইনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও কাজ করে এ বিভাগ। উদ্দীপকে মাসুদ চৌধুরী একজন জনপ্রতিনিধির কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সাহায্য করছেন। তাই বলা যায়, তিনি সরকারের শাসনবিভাগেই কর্মরত।

**ঘ** "উদ্দীপকের মামুন চৌধুরী যে স্থানীয় সরকার কাঠামোর অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, তার কার্যক্রম ব্যাপক"— উক্তিটি যথার্থ।

স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এলাকার উন্নয়নে এ পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়নমূলক, জনকল্যাণমূলক, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, শান্তিরক্ষা, খাজনা ও কর আদায়, তথ্য প্রচার ও বিচার সংক্রান্ত কাজসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব মামুন চৌধুরী মাধবপুর উপজেলার স্থানীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি। তিনি আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, জমির খাজনা আদায় ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসন করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার এ কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিকে নির্দেশ করছে। এ পরিষদ আরও অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সংস্থা ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। আবার বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। ইউনিয়নের পরিবেশ রক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও করে থাকে। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জমির খাজনা আদায়, স্থানীয় বিবাদ নিষ্পত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার যেমন— ইভটিজিং, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কাজও করে ইউনিয়ন পরিষদ।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ এলাকার স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ব্যাপক ও বিস্তৃত।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৬** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ১*

গোলাম কুদ্দুস সাহেব হাটহাজারী উপজেলার রহিমপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। তিনি একটি স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি এলাকাবাসীর বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দূর করার জন্য তার এলাকায় নলকূপ স্থাপন, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর এলাকায় একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। *◀ পাঠ ৬; শিখনফল ৫*

ক. বাংলাদেশে জেলা পরিষদের সংখ্যা কত? ১

খ. 'জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গোলাম কুদ্দুস সাহেব কোন ধরনের স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কুদ্দুস সাহেবকে চেয়ারম্যান হিসেবে উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়— বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে জেলা পরিষদের সংখ্যা ৬৪টি।

**খ** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ তাদের পছন্দমতো রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার মাধ্যমে সরকার গঠন এবং দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। জনগণ না চাইলে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতে পারে না। এ কারণে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত তথ্য অনুসারে বলা যায়, গোলাম কুদ্দুস সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন গঠিত। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য।

গোলাম কুদ্দুস সাহেব হাটহাজারী উপজেলার রহিমপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। অর্থাৎ তিনি স্থানীয় শাসনের সর্বনিম্ন স্তরে থেকেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দূর করতে নলকূপ স্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। যা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ সংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বোঝা যায়, গোলাম কুদ্দুস সাহেব স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন।

**ঘ** গোলাম কুদ্দুস সাহেবকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়— বক্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম কুদ্দুস সাহেবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে তাকে কাজ করতে হয়। সরকারের সহায়তায় তিনি কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকেন।

গোলাম কুদ্দুস সাহেবকে তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়। তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এলাকার বিভিন্ন অপরাধ এবং যৌন হয়রানি ও যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধেও তাকে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গোলাম কুদ্দুস সাহেব ইউনিয়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৭** *JSC চ. বো. ২০১৮*

এ বছর বন্যায় কানাইপুর গ্রামের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকার লোকজন স্থানীয় সরকার প্রধান জনাব জাহিদ ব্যাপারীর কাছে সাহায্যের জন্য যায়। জাহিদ ব্যাপারী ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি ও তার পরিষদের অন্য ১২ জন সদস্য শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করে থাকেন। *◀ পাঠ ৬; শিখনফল ৫*

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. যেকোনো দেশের জন্য সংবিধান জরুরি কেন? ২



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জাহিদ ব্যাপারী কোন স্থানীয় সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কার্যাবলির সাথে জনাব জাহিদ ব্যাপারীর কার্যাবলির মিল আছে কি? মতামত দাও। ৪

### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়।

**খ** সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হওয়ায় যেকোনো দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান জরুরি।

যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান আবশ্যক। একটি ভবন বা ইমারত যেমন এর নকশা দেখে তৈরি করা হয়, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সরকারের ধরন, নাগরিক অধিকার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা সবকিছুই সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই সংবিধান প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত জাহিদ ব্যাপারী ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের বিকাশ ও গণসচেতনতা এর মূল লক্ষ্য। নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য ও সংরক্ষিত তিনজন নারী সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কানাইপুর গ্রামের লোকজন সাহায্যের জন্য স্থানীয় সরকার প্রধান জাহিদ ব্যাপারীর কাছে যায়। তিনি ও তার পরিষদের ১২ সদস্য তাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান অর্থাৎ চেয়ারম্যান।

**ঘ** হ্যাঁ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কার্যাবলির সাথে জনাব জাহিদ ব্যাপারীর কাজের কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে যা মূলত বড়ো শহরকেন্দ্রিক। সিটি কর্পোরেশন শহরগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ এটি মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন ও শৃঙ্খলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত কার্যক্রম থেকে বোঝা যায়, জনাব জাহিদ ব্যাপারী ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান অর্থাৎ চেয়ারম্যান। তিনি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। অন্যদিকে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। চেয়ারম্যান গ্রামাঞ্চলের জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেন, তেমনি মেয়রও শহরের মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে থাকেন। উদ্দীপকের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জাহিদ ব্যাপারী গ্রামাঞ্চলের এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কাজ করেন, তেমনি মেয়র স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করেন। উক্ত বিষয়গুলোতে মিল থাকলেও তাদের অনেক বিষয়ের কার্যক্রমে অমিলও রয়েছে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মেয়রের কার্যাবলির সাথে জাহিদ ব্যাপারীর কাজের কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অমিলও রয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৮** — JSC চ. বো. ২০১৮

ফরহাদ সাহেব একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি তার এলাকায় বয়স্কদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে আর্থিক সহযোগিতা করেন। তিনি এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসারও ব্যবস্থা করে থাকেন। অন্যদিকে জনপ্রতিনিধি রফিক সাহেব তার এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করেন। রাস্তার পানি চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য ড্রেন নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি নিয়ম অনুসারে বাড়িঘর তৈরির ব্যবস্থা করেন।

◀ পাঠ ৬ ও ৭; শিখনফল ৫ ও ৬

ক. রাজতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. সুশাসন কীভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ফরহাদ সাহেব কোন স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনপ্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রফিক সাহেবের সততা ও দক্ষতার উপর তার এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে রাজতন্ত্র বলে।

**খ** কোনো রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সুশাসন অপরিহার্য।

সুশাসনের ফলে সরকার দেশ পরিচালনায় সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধিমালার অধীনে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণে সবচেয়ে বেশি সফলতার পরিচয় দেয়। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই সুশাসনের নিয়ামক। আর সুশাসন এভাবেই রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনে।

**গ** ফরহাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্যসহ (সংরক্ষিত) মোট ১৩ জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজ করে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। এটি এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ আরও অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করে।

উদ্দীপকে ফরহাদ সাহেব একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি তার এলাকায় বয়স্কদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করেন এবং এলাকার বিবাদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। অতএব বলা যায়, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

**ঘ** রফিক সাহেবের সততা ও দক্ষতার ওপর তার এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল— উক্তিটি যথার্থ।

কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার উভয় ব্যবস্থা পরিচালনার দক্ষতা অনেকাংশে সুশাসনের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে যে সরকার দেশ পরিচালনায় সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধিমালার অধীনে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণে সবচেয়ে বেশি সফলতার পরিচয় দেয় তাই সুশাসন। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও সততা ও সুশাসন অপরিহার্য। এলাকার সার্বিক কল্যাণ সাধনে স্থানীয় সরকারকে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসকল কাজে স্থানীয় সরকারের সততা ও দক্ষতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে এলাকার সর্বাত্মক কল্যাণ সাধিত হবে না।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রফিক সাহেব জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। পানি চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য ড্রেন নির্মাণ করেন। নিয়ম অনুসারে বাড়িঘর তৈরির ব্যবস্থা করেন। পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি এ কাজগুলো করে থাকেন। তার কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায়, রফিক সাহেব শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার পৌরসভার একজন জনপ্রতিনিধি। তার সততা ও দক্ষতাই পারে এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▶ ৯** *অনন্য প্রশ্ন*

**দৃশ্যকল্প-১:** জনাব শফিক জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। তিনি সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও কর ধার্য কার্যক্রমে অংশ নেন।

**দৃশ্যকল্প-২:** জনাব মান্নান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি দুষ্টের দমন এবং সংবিধানের বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দেন।

**দৃশ্যকল্প-৩:** জনাব সেলিম দেশে প্রণীত আইন বাস্তবায়নে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অংশ নেন। *◀ পাঠ ৫; শিখনফল ৪*

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে গণপরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন পায়? ১

খ. সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব মান্নান সরকারের যে বিভাগের সদস্য তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বিভাগগুলোর সম্মিলিত রূপই সরকার"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**প্রশ্ন ▶ ১০** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৪*

রুমির বাবা সরকারের যে বিভাগে কাজ করেন সেটির কাজ হলো কেউ আইন ভাঙলে তাকে শাস্তি দেওয়া। অপরদিকে তার চাচা গ্রামে থাকেন। এ বছর তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথমেই তিনি ইভটিজিংসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। *◀ পাঠ ৫ ও ৬; শিখনফল ৪ ও ৫*

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রুমির বাবা সরকারের যে বিভাগের সদস্য তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রুমির চাচার এলাকার উন্নয়নের মূল দায়িত্ব তার নিজের হাতেই রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর — সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি কী? *[বিনানী বিদ্যানিকেতন, ঢাকা]*
**উত্তর:** রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি হলো সরকার।

**প্রশ্ন-২.** সমাজতন্ত্র কী? *[JSC ঢা. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** সমাজতন্ত্র হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়।

**প্রশ্ন-৩.** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাকে বলে? *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
**উত্তর:** যে সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

**প্রশ্ন-৪.** একনায়কতন্ত্র কী?
**উত্তর:** একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তির বা এক দলের শাসন।

**প্রশ্ন-৫.** নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাকে বলে?
**উত্তর:** যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে।

**প্রশ্ন-৬.** গণতন্ত্র কাকে বলে? *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** যে সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস তাকে গণতন্ত্র বলে।

**প্রশ্ন-৭.** সংবিধান কী? *[JSC কু. বো., চ. বো. ২০১৯; রা. বো., য. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল।

**প্রশ্ন-৮.** বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি লেখো। *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হলো— জাতীয়তাবাদ।

**প্রশ্ন-৯.** বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে? *[JSC কু. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

**প্রশ্ন-১০.** রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল কী? *[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*
**উত্তর:** রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান।

**প্রশ্ন-১১.** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে কোন বিভাগ? *[দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]*
**উত্তর:** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে শাসনবিভাগ।

**প্রশ্ন-১২.** সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কী পরিচালিত হয়? *[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]*
**উত্তর:** সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

**প্রশ্ন-১৩.** জাতীয় সংসদ ভবন কোথায় অবস্থিত? *[গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]*
**উত্তর:** জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-১৪.** বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা কত? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** বাংলাদেশের আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন।

**প্রশ্ন-১৫.** বিচারবিভাগ কী? *[JSC ব. বো., রা. বো. ২০১৯; ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে তাকে বিচারবিভাগ বলে।

**প্রশ্ন-১৬.** ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন?
**উত্তর:** ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন।

**প্রশ্ন-১৭.** জেলা পরিষদের মোট সদস্যের কত অংশ নারী সদস্য?
**উত্তর:** জেলা পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য।

**প্রশ্ন-১৮.** সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে কী বলা হয়?
**উত্তর:** সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে মেয়র বলা হয়।

**প্রশ্ন-১৯.** সুশাসন কী? *[JSC ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

**প্রশ্ন-২০.** সরকার পরিচালনার দক্ষতা অনেকাংশে কীসের ওপর নির্ভরশীল?
**উত্তর:** সরকার পরিচালনার দক্ষতা অনেকাংশে সুশাসনের ওপর নির্ভরশীল।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কীরূপ? *[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*
**উত্তর:** বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। বাংলাদেশে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। এখানে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। এর কোনো প্রদেশ নেই। একটি কেন্দ্র থেকেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এতে সংসদীয় তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার প্রধান বা নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত হয়।

**প্রশ্ন-২.** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী]*
**উত্তর:** যে সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ অর্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে থাকে।



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-৩. রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা করো।** [JSC ব. বো. ২০১৮]

**উত্তর:** সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয়।

একটি ভবন বা ইমারত যেমন এর নকশা দেখে তৈরি করা হয়, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সরকার কোন ধরনের হবে, নাগরিকেরা কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা কী ক্ষমতা ভোগ করবে, নাগরিকরা রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের পাশাপাশি কী কর্তব্য পালন করবে তার সবকিছুই এতে লিপিবদ্ধ থাকে। আর এজন্যই সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয়।

**প্রশ্ন-৪. আমাদের সংবিধান সবার কাছে কী হিসেবে গণ্য? ব্যাখ্যা করো।** [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

**উত্তর:** আমাদের সংবিধান সবার কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হিসেবে গণ্য হয়।

একটি রাষ্ট্রের সরকার কী ধরনের হবে, নাগরিকেরা কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা কী ক্ষমতা ভোগ করবে, নাগরিকরা রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের পাশাপাশি কী কর্তব্য পালন করবে তার সবকিছুই সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। আর এজন্যই সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয়।

**প্রশ্ন-৫. বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর 'সুপ্রিম কোর্টের' গঠন বর্ণনা করো।** [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

**উত্তর:** বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হলো সুপ্রিমকোর্ট।

সুপ্রিমকোর্টের প্রধানকে 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' বলা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়োগ দেন। সুপ্রিমকোর্টের দুইটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। এ দুইটি বিভাগের বিচারপতিরাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রিমকোর্ট বিচারপ্রার্থীর সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন-৬. স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরটির গঠন ব্যাখ্যা করো।** [JSC ব. বো. ২০১৮]

**উত্তর:** স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন গঠিত। নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে তিন জন নারী সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ জন নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন-৭. স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ কেন?** [JSC রা. বো. ২০১৯]

**উত্তর:** স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন বড়ো ও লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাই স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ কমে। এজন্য স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন-৮. সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।** [JSC কু. বো. ২০১৯]

**উত্তর:** সরকার পরিচালনার দক্ষতা অনেকাংশে সুশাসনের উপর নির্ভরশীল। সুশাসন রাষ্ট্রে বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনে। আইনের শাসন ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এতে জনগণ সুবিচার পাবে। এভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায় — বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

**★ প্রশ্ন ▸ ১** অনন্য প্রশ্ন ১

শিক্ষক সাদিয়া ফেরদৌস ক্লাসে পাঠদানের সময় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেন। তার ভাই ওলি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছে। সাদিয়া ফেরদৌস লক্ষ করেন, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তন বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করেছে। ◀ পাঠ ১ ও ৪; শিখনফল ১ ও ৫

ক. মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কী? ১
খ. বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার জানা কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষের বাক্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষের ব্যবহার্য ও ভোগের সামগ্রী এবং চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

**খ** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির প্রভাবে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন হাতিয়ারসহ মানুষের ব্যবহৃত সকল বস্তুই মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফলে মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বা জিনিসপত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তাই মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

**গ** উদ্দীপকের সাথে আমার জানা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মিল রয়েছে।

সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। পরিবেশ পরিস্থিতি ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও সংস্কৃতির রূপ বদল হয়। একে সংস্কৃতির পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে। সাধারণত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শিক্ষক সাদিয়া ফেরদৌস ক্লাসে পাঠদানের সময় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেন। তার ভাই ওলি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছে। তিনি সমাজের নানা ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন দেখতে পান। বস্তুত এরূপ পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকের শেষের বাক্য অর্থাৎ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করেছে— বক্তব্যটি যথার্থ।

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে এখন ঘরে বসে কেনাকাটা করা যায়। ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই দেশে-বিদেশে যেকোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ, মতামত ও ছবি-ভিডিও বিনিময় করা যায়। এভাবে প্রযুক্তির কল্যাণে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। এসব প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করছে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



উদ্দীপকের শিক্ষক সাদিয়া ফেরদৌস লক্ষ করেন, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তন বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই নিঃসন্দেহে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করছে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ২** *JSC দি. বো. ২০১৮*

**তথ্য-১:** ২১তম ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা রাশিয়ার লুঝনিকি স্টেডিয়ামে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলা বিশ্বব্যাপী ফুটবলপ্রেমীরা টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপভোগ করে।

**তথ্য-২:** এমবাপ্পে, পগবা ও গ্রিজম্যান এর মতো খেলোয়াড়ের পারদর্শিতায় সবাই মুগ্ধ। এমবাপ্পের খেলোয়াড়ী কৌশল দৃষ্টান্ত হিসেবে ফুটবল খেলার কোচরা অন্য খেলোয়াড়ের মধ্যে বিস্তরণ ঘটাচ্ছেন। *◀ পাঠ ৫; শিখনফল ৪*

ক. সংস্কৃতি কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীদের টিকিয়ে রাখা শিল্পকর্মটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তথ্য-১ দ্বারা নির্দেশিত সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার অধিকতর কার্যকর কারণটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তথ্য-২-এর মাধ্যমে সমাজে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই হলো সংস্কৃতি।

**খ** গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীদের টিকিয়ে রাখা শিল্পকর্মটি হলো নকশিকাঁথা।

বাংলার দৃশ্যশিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নকশিকাঁথা। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন যা নকশিকাঁথা নামে পরিচিত। এখনও গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।

**গ** উদ্দীপকে তথ্য-১ দ্বারা নির্দেশিত সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার অধিকতর কার্যকর কারণ হলো প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার অন্যতম কারণ হলো প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। এখন ঘরে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যায়। এতে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করছে। এভাবে প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

উদ্দীপকে তথ্য-১-এ বলা হয়েছে, রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২১তম ফুটবল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় লুঝনিকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলা টেলিভিশন ও ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সারাবিশ্বের মানুষ ঘরে বসে একযোগে উপভোগ করে। এই ঘটনা উপরে বর্ণিত সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার অধিকতর কার্যকর কারণ প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে নির্দেশ করছে।

**ঘ** হ্যাঁ, তথ্য-২ তথা সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে।

নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতায়ন বলা হয়। আমাদের দেশ বহুবার বহিরাগত শাসক দ্বারা শাসিত হওয়ায় এখানে সংস্কৃতায়ন প্রবল। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শকেই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন— ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর আমাদের শাসক ছিল বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে। এখনও এই ধারা চলমান রয়েছে।

উদ্দীপকে তথ্য-২-এ বলা হয়েছে, এমবাপ্পে, পগবা ও গ্রিজম্যান এর খেলায় পারদর্শিতায় সবাই মুগ্ধ। এমবাপ্পের খেলোয়াড়ী কৌশল দৃষ্টান্ত হিসেবে ফুটবলের কোচরা অন্য খেলোয়াড়দের শেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অন্য খেলোয়াড়রা নিজস্ব ধরন অক্ষুণ্ন রেখে এমবাপ্পের কৌশল আয়ত্ত করছে, যা সংস্কৃতায়নকে নির্দেশ করছে। আর এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্য-২-এ নির্দেশিত সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে আমাদের সমাজে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন চলমান রয়েছে।

**★ প্রশ্ন ▶ ৩** *গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা*

পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে চন্দ্র সাহা তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে যান। তার ছোটো মেয়ে রমনা বটমূল থেকে একটি মাটির কলস ক্রয় করে। অন্যদিকে তার বড়ো মেয়ের সাথে এক ব্রাহ্মণের বিয়ে হয়। শ্বশুর বাড়িতে তাকে প্রতিদিন পূজা-পার্বণ পালন করতে হয়। প্রথমদিকে সে মানিয়ে না নিতে পারলেও পরবর্তীকালে মানিয়ে নেয়। *◀ পাঠ ৩ ও ৫; শিখনফল ৪ ও ৬*

ক. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্মের নাম কী? ১

খ. প্রযুক্তির পরিবর্তনে কীভাবে আমাদের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে? ২

গ. চন্দ্র সাহার ছোটো মেয়ের ক্রয় করা বস্তুটি কোন শিল্পকলার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চন্দ্র সাহার বড়ো মেয়ের প্রভাবিত বিষয়টি কি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের একমাত্র কারণ? মতামত দাও। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নাম 'চর্যাপদ'।

**খ** আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তির মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে।

সাধারণত দুইটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে। প্রযুক্তির পরিবর্তন সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে।

**গ** চন্দ্র সাহার ছোটো মেয়ের ক্রয় করা মাটির কলসটি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প। এদেশের দৃশ্যশিল্পের মধ্যে রয়েছে মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার দোচালা, চারচালা ও আটচালা ঘর, তালপাতার পুঁথি, তাঁত শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি। আবার মাটির তৈরি ইট দিয়ে বানানো ঘরবাড়ি, দপ্তর, মসজিদ ও মন্দির, পোড়ামাটির শিল্প এবং মাটি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন গৃহস্থালি সামগ্রী; যেমন— হাড়ি-পাতিল, থালাবাসন, কলস, ফুলদানি এবং ঘর সাজানোর সরঞ্জামও দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের চন্দ্র সাহার ছোটো মেয়ে রমনা বটমূল থেকে মাটির কলস ক্রয় করে। যা উপরের আলোচনা অনুযায়ী দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত।

**ঘ** চন্দ্র সাহার বড়ো মেয়ে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ দ্বারা প্রভাবিত, যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয়।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। সাধারণত দুইটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করে, যা সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটায়। একে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখেও অন্য কোনো সংস্কৃতির উপাদান নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করা হয়। একে বলা হয় সংস্কৃতায়ন। আবার মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে যায় তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা,



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



মূল্যবোধ প্রভৃতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। একে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ বলা হয়। এছাড়া প্রতিটি সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শ রয়েছে যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটায়। এসবের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিও সাংস্কৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের অন্যতম দিক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিয়ের পর চন্দ্র সাহার বড়ো মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিদিন পূজা-পার্বণ পালন করতে হয়। প্রথম দিকে সে এটা মানিয়ে নিতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে মানিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে চন্দ্র সাহার বড়ো মেয়ের আচরণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের অন্যতম দিক আত্তীকরণকে নির্দেশ করেছে। কারণ আত্তীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। কিন্তু আত্তীকরণ ছাড়াও উপরে বর্ণিত সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, সংস্কৃতায়ন, সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয়।

**★★ প্রশ্ন ▶ ৪** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ৩*

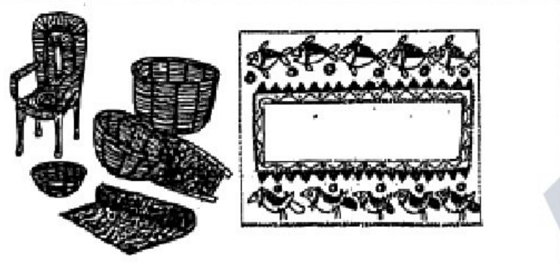

চিত্র: বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

*◀ পাঠ ৫; শিখনফল ৬*

ক. টেরাকোটা কী? ১
খ. পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া হলে সেটিকে টেরাকোটা বলা হয়।

**খ** আঁকার ক্ষেত্রে দেশীয় উপাদান ব্যবহার এবং যথাযথ সংরক্ষণের কারণে পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে।

পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো দেশীয় রঙে আঁকা। এছাড়া এগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এ কারণে পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্প তথা বস্তুগত শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

বাংলার দৃশ্যশিল্পের মধ্যে নকশিকাঁথা অন্যতম। গ্রামের নারীরা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। এছাড়া কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজেও বাংলার মানুষ দক্ষতা দেখিয়েছে এবং তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর এগুলো সবই দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকেও নকশিকাঁথা, বেতের তৈরি চেয়ার ও শীতল পাটি এবং বাঁশের ঝুড়ি ও কুলার ছবি রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের শিল্পকর্মগুলো এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকে বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং নকশিকাঁথা দেখা যাচ্ছে। এই শিল্পকর্মগুলো মূলত নারীদের হাতে তৈরি হয় এবং এগুলো আজও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার গ্রামীণ নারীরা তাদের অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই করে তাতে অনবদ্য শৈল্পিক রূপ দান করেছে। এগুলোকে নকশিকাঁথা বলা হয়। এখনও সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন। এছাড়া তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করে তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। তাদের এ কাজ এ শিল্পগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত উদ্দীপকের শিল্পকর্মগুলো এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▶ ৫** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ১*

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক আফসানা ক্লাসে পাঠদানের সময় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেন। তার ভাই তাওহিদ দূরশিক্ষণের মাধ্যমে একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছে। আফসানা লক্ষ করেন, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তন বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করছে।

*◀ পাঠ ১ ও ৪; শিখনফল ১ ও ৫*

ক. মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কী? ১
খ. বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার জানা কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষের বাক্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**প্রশ্ন ▶ ৬** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৩*

নিরঞ্জন পাল পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে যান। তার ছোটো মেয়ে রমনা বটমূল থেকে একটি মাটির কলস ক্রয় করে। অন্যদিকে তার বড়ো মেয়ের সাথে এক ব্রাহ্মণের বিয়ে হয়। শ্বশুর বাড়িতে তাকে প্রতিদিন পূজা-পার্বণ পালন করতে হয়। প্রথমদিকে সে মানিয়ে না নিতে পারলেও পরবর্তীকালে মানিয়ে নেয়।

*◀ পাঠ ৩ ও ৫; শিখনফল ৪ ও ৬*

ক. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্মের নাম কী? ১
খ. প্রযুক্তির পরিবর্তনে কীভাবে আমাদের সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছে? ২
গ. নিরঞ্জন পালের ছোটো মেয়ের ক্রয় করা বস্তুটি কোন শিল্পকলার অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নিরঞ্জন পালের বড়ো মেয়ের প্রভাবিত বিষয়টি কি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের একমাত্র কারণ? মতামত দাও। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** সংস্কৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

*(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আলহ্বায়বিদ্যালয়)*

**উত্তর:** সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

**প্রশ্ন-২.** বস্তুগত সংস্কৃতি কী? *(দিনাজপুর জিলা স্কুল)*

**উত্তর:** সংস্কৃতির দৃশ্যমান অংশই হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-৩.** অবস্তুগত সংস্কৃতি কাকে বলে?
*[আলহেরা একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা]*

**উত্তর:** সংস্কৃতির যে অংশ উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল তাই অবস্তুগত সংস্কৃতি।

**প্রশ্ন-৪.** প্রকৃত উন্নয়ন কী?

**উত্তর:** মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নই হলো প্রকৃত উন্নয়ন।

**প্রশ্ন-৫.** সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ কাকে বলে? *[JSC সি. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তাকে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ বলা হয়।

**প্রশ্ন-৬.** সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি কী? *[JSC য. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** সংস্কৃতির চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভ হলো সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি।

**প্রশ্ন-৭.** সাংস্কৃতিক আদর্শ কী? *[JSC সি. বো. ২০১৮; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]*

**উত্তর:** সাংস্কৃতিক আদর্শ বলতে কোনো দেশ বা সমাজের মানুষের সংস্কৃতির ধরনকে বোঝায়।

**প্রশ্ন-৮.** কোনটির উন্নয়নের ফলে গোটা বিশ্ব বর্তমানে একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে?

**উত্তর:** তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে গোটা বিশ্ব বর্তমানে একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

**প্রশ্ন-৯.** কোনটি সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে?

**উত্তর:** প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

**প্রশ্ন-১০.** যৌথপরিবার ভেঙে কোন ধরনের পরিবার গড়ে উঠছে?

**উত্তর:** যৌথপরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠছে।

**প্রশ্ন-১১.** কান্তজি মন্দির কোন জেলায় অবস্থিত?

**উত্তর:** কান্তজি মন্দির দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।

**প্রশ্ন-১২.** দরিদ্র নারীরা কোন শিল্পটিকে টিকিয়ে রেখেছেন?
*[JSC কু. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** দরিদ্র নারীরা নকশিকাঁথা শিল্পটিকে টিকিয়ে রেখেছেন।

**প্রশ্ন-১৩.** নকশিকাঁথা বলতে কী বোঝ? *[JSC য. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** গ্রামীণ মহিলারা কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন, তা-ই নকশিকাঁথা।

**প্রশ্ন-১৪.** কে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন? *[মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

**উত্তর:** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

**প্রশ্ন-১৫.** চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে?
*[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

**প্রশ্ন-১৬.** চর্যাপদ কী? *[JSC দি. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** চর্যাপদ হলো বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম।

**প্রশ্ন-১৭.** মনসামঙ্গলের রচয়িতা কে? *[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী]*

**উত্তর:** মনসামঙ্গলের রচয়িতা হলেন বিজয়গুপ্ত।

**প্রশ্ন-১৮.** বৈষ্ণব পদাবলী কী? *[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** বৈষ্ণব পদাবলী হলো শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে রচিত আবেগপূর্ণ কীর্তন গান।

**প্রশ্ন-১৯.** কে পদ্মাবতী রচনা করেছেন? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেছেন।

**প্রশ্ন-২০.** কোন সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন?

**উত্তর:** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন।

**প্রশ্ন-২১.** কখন বাংলা গদ্যের সূচনা হয়?

**উত্তর:** ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়।

## ৩ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১. অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ?**

**উত্তর:** সংস্কৃতির একটি ধরন হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি।
সংস্কৃতির যে অংশ উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল তাই অবস্তুগত সংস্কৃতি। সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা, মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-২. গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীদের টিকিয়ে রাখা শিল্পকর্মটি ব্যাখ্যা করো।** *[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীদের টিকিয়ে রাখা শিল্পকর্মটি হলো নকশিকাঁথা।
বাংলার দৃশ্যশিল্পগুলোর অন্যতম হলো নকশিকাঁথা। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন যা নকশিকাঁথা নামে পরিচিত। এখনও গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।

**প্রশ্ন-৩. সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার একটা কারণ ব্যাখ্যা করো।**
*[JSC সি. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার অন্যতম কারণ হলো সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি।
সংস্কৃতি বহমান। দুটি সমাজের সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই প্রক্রিয়া যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, সংস্কৃতির আদান-প্রদান তত বেশি হয়। সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এই প্রসার লাভ হলো সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।

**প্রশ্ন-৪. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ কেন ঘটে?**
*[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** অন্য সংস্কৃতির ধারা নিজ সংস্কৃতিতে আয়ত্ত করার জন্য সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ ঘটে।
মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে আসে তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এক কথায় সমগ্র জীবনধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চায়। আর এ কারণেই সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ ঘটে।

**প্রশ্ন-৫. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন কি একই? ব্যাখ্যা করো।**
*[JSC য. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** না, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এক নয়।
সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের পরিবর্তনকেই বোঝায়। অর্থাৎ সংস্কৃতির ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেকোনো পরিবর্তনকেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলা হয়। কিন্তু উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত বা ইতিবাচক পরিবর্তনকেই বোঝায়। অর্থাৎ সংস্কৃতির উন্নয়ন হলো সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন। তাই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এক নয়।

**প্রশ্ন-৬. বাংলাকে সংগীতের দেশ বলা হয় কেন?** *[JSC দি. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** বাংলাদেশের মাঠে-প্রান্তরে, আধ্যাত্মিকতায়, সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায়, উৎসবে, পালা-পার্বণে, ধর্মে সংগীতের ব্যবহার ও চর্চা হয়ে থাকে বলে বাংলাদেশ চিরকালই সংগীতের দেশ।
বাংলাদেশের কৃষক হাল চাষ করতে, মাঝি নৌকা বাইতে বাইতে গলা ছেড়ে গান গেয়ে থাকে। আমাদের আদি গ্রন্থ চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীও মূলত গানের সংকলন। মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলায়। তাই বাংলাকে সংগীতের দেশ বলা হয়।

**প্রশ্ন-৭. পুঁথি সাহিত্য কী? ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** পুঁথি সাহিত্য বলতে পারস্য থেকে সংগৃহীত নানা কল্পকাহিনি ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে রচিত সাহিত্যকে বোঝায়।
তৎকালীন মুসলিম সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্যের উদাহরণ।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



# সপ্তম অধ্যায় সামাজিকীকরণ

★ প্রশ্ন▶১ অনন্য প্রশ্ন ১

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সুমনের পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকে। তার বাবা-মা প্রায়ই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকেন। সুমন বাবা-মায়ের সঙ্গ না পেয়ে এবং পারিবারিক কলহ থেকে বাঁচতে প্রতিবেশী দুষ্টু প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করে। বন্ধুদের সাহচর্যে থাকার ফলে তার মাঝে অনেক নেতিবাচক আচরণ লক্ষ করা যায়। ◀ পাঠ-১; শিখনফল ১

ক. বাংলাদেশের শতকরা কতভাগ লোক গ্রামে বাস করে? ১

খ. সামাজিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে তার বন্ধুদের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুমনের এই নেতিবাচক আচরণের জন্য তার বাবা-মায়ের আচরণ দায়ী-বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের প্রায় ৮৫% লোক গ্রামে বাস করে।

**খ** সামাজিকীকরণ মানুষের জীবনব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ জীবনের কাঙ্ক্ষিত আচরণ শেখে এবং সমাজ উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিজের এবং সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ কারণে একে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলা হয়।

**গ** সুমনের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সী সঙ্গী বা বন্ধুদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গী এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। শৈশবে শিশুদের সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলার প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকে। এভাবে খেলার বা পড়ার সাথিরা একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। একে অন্যের সাথে মিশে তারা বিভিন্ন গুণের অধিকারী হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমনের বাবা-মা প্রায়ই ঝগড়া করার ফলে সে কিছু সমবয়সী দুষ্টু বন্ধুদের সাথে মেশে। ফলে সে অনেক নেতিবাচক আচরণ শেখে। কারণ সে তার বন্ধুদের সাথে মিশে তাদের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এজন্য বলা যায়, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সুমন বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

**ঘ** সুমনের নেতিবাচক আচরণের জন্য তার বাবা-মায়ের আচরণ দায়ী। কারণ সামাজিকীকরণের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার।

পরিবার হলো সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন। পরিবারে বাস করতে গিয়ে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ব্যক্তির ওপর সরাসরি পড়ে। বস্তুত সামাজিকীকরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যমে হচ্ছে পরিবার। কেননা পরিবারের মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যরা শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলেন শিশু সেভাবেই গড়ে উঠে। উদ্দীপকে সুমনের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়।

উদ্দীপকের সুমনের বাবা-মা সবসময় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকেন। এই পারিবারিক কলহ থেকে রেহাই পেতে সে কিছু দুষ্টু বন্ধুদের সাথে মিশে নেতিবাচক আচরণ করতে শেখে। এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে সুমনের বাবা-মা অর্থাৎ পরিবারের দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুমনের নেতিবাচক আচরণের জন্য তার বাবা-মায়ের আচরণ দায়ী। পরিবারের সকলের উপযুক্ত আচার-আচরণ ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই সুমনকে একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

★★ প্রশ্ন▶২ JSC দি. বো. ২০১৮

রতনদিয়া গ্রামের বাঁধন অষ্টম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। সে শ্রেণিতে মনোযোগী। সহপাঠীদের সাথে তার সদ্ভাব আছে। পিতামাতা তাকে ধৈর্য ধরা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষকগণ বাঁধনের আচরণ অন্য শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলেন। বাঁধনের বাল্যবন্ধু কাজল ঢাকার একটি স্কুলের ছাত্র। মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে মোবাইলে কথা হয়। ◀ পাঠ-১ ও ৩; শিখনফল ১ ও ২

ক. অনুকরণ কাকে বলে? ১

খ. পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর আনয়নকারী সামাজিক মাধ্যমটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাঁধনকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাঁধন ও কাজল ভিন্ন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত— যুক্তি দেখাও। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** যখন একজন অপরজনের কাজ ও আচার-আচরণ হুবহু নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে।

**খ** পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর আনয়নকারী সামাজিক মাধ্যমটি হলো ই-মেইল।

ই-মেইল হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মেইল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ও কম খরচে সহজে দেশে বিদেশে বার্তা, নথি, ছবি, ভিডিও, চিঠি ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এর ফলে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের বাঁধনকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার।

সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন হলো পরিবার। পরিবারে বাস করতে গিয়ে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ব্যক্তির ওপর সরাসরি পড়ে। বস্তুত সামাজিকীকরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যমে হচ্ছে পরিবার। কেননা পরিবারের মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যরা শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলেন শিশু সেভাবেই গড়ে উঠে। উদ্দীপকে বাঁধনের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়।

বাঁধন মেধাবী ছাত্র। সহপাঠীদের সাথে তার সদ্ভাব রয়েছে। পিতামাতা তাকে ধৈর্য ধরা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষকরাও অন্য শিক্ষার্থীদেরকে বাঁধনের উত্তম আচরণ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন। অর্থাৎ বাঁধনের সামাজিকীকরণে সমবয়সী সঙ্গী, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে পরিবার।

**ঘ** সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাঁধন গ্রামের পরিবেশ এবং কাজল শহরের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

গ্রাম ও শহর নিয়েই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। তাই তাদের সামাজিকীকরণ হয় গ্রামীণ পরিবেশে। আর বাকীদের সামাজিকীকরণ হয় শহুরে পরিবেশে। এদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবার কাঠামোর পার্থক্যের কারণে শিশুর সামাজিকীকরণও ভিন্ন হয়। উদ্দীপকেও আমরা এই বিষয়ের প্রতিফলন দেখতে পাই।

উদ্দীপকের বাঁধন গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ পরিবেশে সে নিজ পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বেড়ে উঠেছে। এতে পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণের সাথে তার আচরণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। এর মাধ্যমে সে সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করেছে। তার সামাজিকীকরণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে বাঁধনের বন্ধু কাজল



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



ঢাকা শহরে বাস করে। সে একক পরিবারে বেড়ে উঠেছে। কেননা শহরের অধিকাংশ শিশু একক পরিবারে বেড়ে ওঠে। আর শহরের শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের কাজলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাঁধন ও কাজল যথাক্রমে গ্রাম ও শহরে বাস করায় সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে তারা ভিন্ন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▶৩** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ১*

মিজান ও তাহমীদের বন্ধু তাফসীর ৮ম শ্রেণির ছাত্র। তাফসীর আন্তঃহাউস ইনডোর দাবা প্রতিযোগিতায় পর পর দুইবার প্রথম হয়েছে। তাহমীদ তাফসীরের অনুপ্রেরণায় দাবা শিখে এই বছর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। মিজান ইদানীং প্রায়ই স্কুলে দেরি করে আসে। বাড়ির কাজ ঠিকমতো করে নিয়ে আসে না। শিক্ষক মিজানের মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারেন সে রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। *◀ পার্ট-১ ৫৪; শিখনফল ১ ৫৩*

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তাহমীদের দাবায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মিজানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অপব্যবহার লক্ষ করা যায়"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যেসব মাধ্যমের সাহায্যে জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা হয় তাই গণমাধ্যম।

**খ** ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে শিশু অবগত হয়। এজন্যই বলা হয়, সামাজিকীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন হচ্ছে পরিবার।

**গ** তাহমীদের দাবায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গী প্রতিষ্ঠানটি প্রভাব বিস্তার করেছে।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গী এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। শৈশবে শিশুদের সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলার প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকে। এভাবে খেলার বা পড়ার সাথিরা একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কথাবার্তা, আচার আচরণ ও চালচলনের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। একে অন্যের সাথে মিশে তারা বিভিন্ন গুণের অধিকারী হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তাফসীর আন্তঃহাউজ ইনডোর দাবা প্রতিযোগিতায় দুইবার প্রথম স্থান পায়। তার অনুপ্রেরণায় বন্ধু তাহমীদ দাবা খেলা শেখে এবং পরবর্তী সময়ে সেও এক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। তাই বলা যায়, তাহমীদের মতো শিশু-কিশোরদের ভালো করার পেছনে সমবয়সী সঙ্গীদের প্রভাব লক্ষণীয়।

**ঘ** মিজানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের অপব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বর্তমান সময়ের তরুণ সমাজের ওপর তথ্যপ্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই দেখা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার দেশে বা দেশের বাইরে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগকে সহজ করে দিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সাথে ভাব বিনিময়, ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের সাথে পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা অথবা যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য ইন্টারনেট অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার সামাজিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; যেমনটি উদ্দীপকের মিজানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। মিজান শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে না। বরং রাত জেগে ইন্টারনেটে সে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। এতে তার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ফলে তার পড়াশোনার ক্ষতি হয় এবং সে তার বাড়ির কাজও ঠিকমতো করতে পারে না।

আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, মিজান প্রযুক্তির অপব্যবহার করেছে; যার নেতিবাচক প্রভাব তার পড়াশোনার ওপর পড়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▶৪** *রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা*

রোহান এবং তাবিবা দুই ভাই বোন। রোহান স্কুল থেকে এসেই মোবাইল নিয়ে বসে। মোবাইল রেখে আবার টেলিভিশন দেখে। সে মোবাইলে গেমস খেলে এবং টেলিভিশনে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান দেখে। অতিরিক্ত রাত জেগে টেলিভিশন দেখায় তার লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। রোহানের ছোটো বোন তাবিবা। তার বয়স ৩ বছর। সে টিভিতে কার্টুন ও স্পাইডারম্যান দেখে। তাবিবা স্পাইডারম্যান হয়ে সবাইকে চমকে দিতে চায়। সে আকাশে উড়ার চেষ্টা করে। এটা তার কাছে একটা বিনোদন। *◀ পার্ট-২ ৫৪; শিখনফল ১ ৫৩*

ক. মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম কী? ১

খ. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তাবিবার আচরণে সামাজিকীকরণের কোন উপাদানের প্রভাব পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রোহানের আচরণের জন্য তুমি কোনটিকে দায়ী বলে মনে কর? আলোচনা করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা।

**খ** পরিবার শিশুর সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন সরাসরি শিশুর ওপর পড়ে। এজন্য বলা হয়, শিশুর সামাজিকীকরণে প্রথম ও প্রধান বাহন পরিবার।

**গ** উদ্দীপকের তাবিবার আচরণে সামাজিকীকরণের 'অঙ্গীভূতকরণ' উপাদানের প্রভাব পড়েছে।

শৈশবে শিশু সচেতনভাবে বা সজ্ঞানে কিছুই করে না, সবকিছু এলোমেলোভাবে করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কোনটি তা সে বুঝতে পারে এবং এই জিনিসগুলো তার অঙ্গীভূতকরণের বিষয়ে পরিণত হয়। যেমন— শিশু অঙ্গীভূত করে নেয় তার বিভিন্ন খেলনা, ছবি, পড়ার বই ইত্যাদি। এছাড়া শিশুরা পছন্দমতো নিজেকে সাজাতে ভালোবাসে। যেমন— নিজেকে স্পাইডারম্যান বা সুপারম্যান সাজিয়ে সবাইকে চমকে দিতে চায়। এটি শিশুর এক ধরনের বিনোদন। অঙ্গীভূতকরণের এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে সামাজিক মানুষে পরিণত করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত, ৩ বছর বয়সী তাবিবা টিভিতে কার্টুন ও স্পাইডারম্যান দেখে নিজেকে স্পাইডারম্যান বানিয়ে সবাইকে চমকে দিতে পছন্দ করে। এছাড়া সে আকাশে উড়ারও চেষ্টা করে। এগুলোর মাধ্যমে সে বিনোদন লাভ করে। শিশুদের এরূপ আচরণ সামাজিকীকরণের অন্যতম উপাদান অঙ্গীভূতকরণের কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, তাবিবার আচরণে সামাজিকীকরণের অঙ্গীভূতকরণ উপাদানের প্রভাব পড়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত রোহানের আচরণের জন্য আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের নেতিবাচক দিক দায়ী বলে মনে করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সেই প্রযুক্তিকে বোঝায় যার মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ, বিনিময় এবং তা ব্যবহার করা যায়। যেমন— ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি। আর যেসব মাধ্যমে জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা হয় তাকেই গণমাধ্যম বলা হয়। যেমন— সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। তথ্য ও



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ইতিবাচক দিক যেমন মানুষকে আলোকিত করে তেমনি এর অপব্যবহার মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উদ্দীপকের রোহান মোবাইলে গেমস খেলে এবং অতিরিক্ত রাত জেগে টেলিভিশনে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র ও অনুষ্ঠান দেখে। ফলে তার সময় নষ্ট ও পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে। এখানে রোহানের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব নির্দেশিত হয়েছে। একদিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ, পণ্য কেনাবেচা, আকর্ষণীয় শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে সুফল লাভ করা যায়, অন্যদিকে এর অপব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আজকাল কিশোর ও তরুণ সমাজ প্রায়শই ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইলে গেমস খেলে এবং আকাশ সংস্কৃতির কারণে টেলিভিশনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। এতে তাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে। উদ্দীপকের রোহানের জীবনেও এরূপ নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে রোহানের অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্য আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের নেতিবাচক দিককে দায়ী বলে মনে করি।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *JSC দি. বো. ২০১৯*

সোমা ও নিলয় চাচাতো ভাই-বোন। সোমা গ্রামে বাবা-মা ও দাদা-দাদির সাথে থাকে। সে পড়াশোনায় বাবা-মায়ের সাহায্য নেয়। অবসরে দাদা-দাদির সাথে বেড়াতে যায়। অপরদিকে, নিলয় ঢাকায় থাকে। নিলয় ইন্টারনেটের ব্যবহার জানে। নিলয় ইন্টারনেট ব্যবহার করে লেখাপড়ায় সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হলেও ইদানীং ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে যথেষ্ট খারাপ ফল করেছে। *◀ পাঠ-৩ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৩*

ক. অনুকরণ কাকে বলে? ১

খ. সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সোমার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিলয়ের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যখন একজন আরেকজনের কাজ ও আচার-আচরণ হুবহু নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে।

**খ** সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সি সঙ্গীদের সাথে মেশার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সি বন্ধু বা সঙ্গীরা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। শৈশবে সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চালচলনের ক্ষেত্রে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মধ্যদিয়ে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

**গ** সোমার সামাজিকীকরণে গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রামীণ পরিবেশে শিশু নিজ পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বেড়ে ওঠে। এতে পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণের সাথে শিশুর আচরণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে শিশু সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে।

উদ্দীপকের সোমা গ্রামে বাবা-মা ও দাদা-দাদির সাথে বাস করে। সে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সাহায্য পায় এবং অবসরে দাদা-দাদির সাথে ঘুরতে পারে। এটি গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করছে। গ্রামের যৌথ পরিবারে অনেক সদস্য একসাথে থাকায় এবং আশেপাশের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে মেশার সুযোগ থাকায় শিশুর সামাজিকীকরণে এগুলোর প্রভাব পড়ে। এভাবে শিশুর মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক আচরণ গড়ে ওঠে। এছাড়াও গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং লোক-সংস্কৃতিও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকের সোমাও পরিবারের বাবা-মা, দাদা-দাদি ছাড়াও গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার এসব উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হবে। এভাবে সে বিভিন্ন গুণাবলি অর্জন করবে।

**ঘ** নিলয়ের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব ও ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, এমনকি ব্যবসায়িক আলোচনা ও চুক্তি করা যায়। কিন্তু এর অপব্যবহার মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও জীবন নষ্ট করছে।

উদ্দীপকের নিলয় ঢাকায় বাস করে। সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেখাপড়ায় সুবিধা অর্জন না করে ফেসবুকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গত বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফলাফল অনেক খারাপ হয়েছে। এখানে নিলয়ের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব নির্দেশিত হয়েছে। একদিকে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন যোগাযোগ, চিঠি আদান-প্রদান, পণ্য কেনাবেচা ও পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া যায়, অন্যদিকে এর অপব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আজকাল তরুণ সমাজ প্রায়ই ইন্টারনেট ও ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। অথচ পড়াশোনার পেছনে কম সময় দেয়। ফলে তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। এতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। নিলয়ের জীবনেও এমন নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

পরিশেষে বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অতিরিক্ত ও অপব্যবহার নিলয়ের জীবনে মন্দ প্রভাব বিস্তার করছে। যার কারণে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৬** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৫*

জামান ও সায়মা চাচাতো ভাই-বোন। সায়মা গ্রামে বাবা-মা ও দাদা-দাদির সাথে থাকে। সে পড়াশোনায় বাবা-মায়ের সাহায্য নেয়। অবসরে দাদা-দাদির সাথে বেড়াতে যায়। অপরদিকে, জামান ঢাকায় থাকে। সে ইন্টারনেটের ব্যবহার জানে। জামান ইন্টারনেট ব্যবহার করে লেখাপড়ায় সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হলেও ইদানীং ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে যথেষ্ট খারাপ ফল করেছে। *◀ পাঠ-৩ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৩*

ক. অনুকরণ কাকে বলে? ১

খ. সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সায়মার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামানের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৭** *JSC সি. বো. ২০১৮*

শীলা ৮ম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সে টিভিতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে ও দেশ-বিদেশের খবর শোনে। যা তার মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। অপরদিকে তার চাচাতো বোন মিনা পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে মোবাইলে সারাদিন ভিডিও গেম খেলে। তাই মিনা পরীক্ষায় শীলার মতো ভালো ফল করতে পারছে না। ফলে তার মধ্যে সব সময় হতাশা বিরাজ করছে। *◀ পাঠ-৪; শিখনফল ৩*

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. আমাদের প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. শীলার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের কোন উপাদানটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিনার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকটি প্রতিফলিত হলেও এর অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর — সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** সামাজিকীকরণ কী? *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]*
**উত্তর:** সমাজের নিয়মকানুন, রীতিনীতি এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে চলার প্রক্রিয়াই হলো সামাজিকীকরণ।

**প্রশ্ন-২.** সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কী? *[JSC ম. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ জীবনের কাঙ্ক্ষিত আচরণ উপযোগী হয়ে উঠে তাই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া।

**প্রশ্ন-৩.** সামাজিকীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন কী? *[নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]*
**উত্তর:** সামাজিকীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন হলো পরিবার।

**প্রশ্ন-৪.** শিশুর শিক্ষার প্রথম মাধ্যম কোনটি? *[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** শিশুর শিক্ষার প্রথম মাধ্যম হচ্ছে পরিবার।

**প্রশ্ন-৫.** অভিভাবন কী?
**উত্তর:** অভিভাবন হলো এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বা প্রক্রিয়া।

**প্রশ্ন-৬.** মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম কোনটি? *[JSC দি. বো. ২০১৭]*
**উত্তর:** মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা।

**প্রশ্ন-৭.** ভাষা কী?
**উত্তর:** একজনের সাথে অপরজনের যোগাযোগের মাধ্যমই হলো ভাষা।

**প্রশ্ন-৮.** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ হয় কোথায়?
**উত্তর:** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ হয় গ্রামীণ পরিবেশে।

**প্রশ্ন-৯.** লোক সংস্কৃতির একটি উপাদানের নাম লেখো। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** লোক সংস্কৃতির একটি উপাদানের নাম হলো যাত্রা।

**প্রশ্ন-১০.** শহরের মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রথম ও প্রধান মাধ্যম কোনটি?
**উত্তর:** শহরের মানুষের সামাজিকীকরণ-প্রক্রিয়ায় প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হলো পরিবার।

**প্রশ্ন-১১.** ই-কমার্স এর পূর্ণরূপ কী? *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** ই-কমার্সের পূর্ণরূপ হলো 'ইলেকট্রনিক কমার্স'।

**প্রশ্ন-১২.** ই-মেইল কী? *[JSC কু. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** ই-মেইল হলো ইলেকট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

**প্রশ্ন-১৩.** ই-মেইল-এর পূর্ণরূপ লেখো। *[JSC য. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** ই-মেইলের পূর্ণরূপ ইলেকট্রনিক মেইল।

**প্রশ্ন-১৪.** ফেসবুক কী? *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*
**উত্তর:** আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে 'ফেসবুক'।

**প্রশ্ন-১৫.** কোন ভাষাটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত?
**উত্তর:** ইংরেজি ভাষাটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

**প্রশ্ন-১৬.** কীসের উন্নয়নে স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই পৃথিবীর নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে?
**উত্তর:** গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই পৃথিবীর নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** সামাজিকীকরণকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? *[JSC য. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ কারণে একে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ জীবনের কাঙ্ক্ষিত আচরণ শেখে এবং সমাজ উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিজের এবং সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ কারণে একে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলা হয়।

**প্রশ্ন-২.** অনুকরণ বলতে কী বোঝায়? *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** যখন একজন অপরজনের কাজ ও আচার-আচরণ হুবহু নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে।

অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা বড়োদের থেকে ভাষা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে থাকে। বড়োরাও অনেক সময় অন্যকে অনুকরণের মাধ্যমে অচেনা পরিবেশের উপযোগী করে নিজেকে খাপ খাওয়ায়।

**প্রশ্ন-৩.** শিশুর সামাজিকীকরণে অনুকরণের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা করো। *[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** শিশুর সামাজিকীকরণে অনুকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যখন একজন অপরজনের কাজ ও আচার-আচরণ হুবহু নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে। শিশুরা সবসময় বড়োদের অনুকরণ করে। অনুকরণের মাধ্যমে শিশু ভাষা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে থাকে।

**প্রশ্ন-৪.** নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী অপরকে পরিচালিত করার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করো। *[নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]*
**উত্তর:** নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী অপরকে পরিচালিত করার প্রক্রিয়াকে অভিভাবন বলে।

অভিভাবন এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তাব বা তথ্যাদি অপরের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের পরিপক্বতা না থাকায় তারা সহজেই অভিভাবিত হয়ে যায়।

**প্রশ্ন-৫.** বাংলাদেশে গ্রাম এবং শহরের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় কেন? *[JSC কু. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবার এবং সমাজকাঠামো আলাদা হওয়ার কারণে সামাজিকীকরণে পার্থক্য দেখা যায়।

গ্রামীণ পরিবেশে শিশু যৌথ পরিবারে বা নিজ পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বেড়ে উঠার মাধ্যমে সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। কিন্তু শহরের অধিকাংশ শিশু একক পরিবারে বেড়ে উঠে। যার ফলে অনেক সময় শিশুদের আচরণে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আচরণ গড়ে উঠে না। গ্রামে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, পালাগান, লোক নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতি ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখলেও শহরে এ স্থান দখল করে আছে ইন্টারনেট, ফেসবুক, কম্পিউটার গেমস প্রভৃতি।

**প্রশ্ন-৬.** টেলিভিশনকে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম বলা হয় কেন? *[JSC য. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** মানুষের ওপর টেলিভিশনের প্রভাব খুব বেশি হওয়ায় এটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম বলা হয়।

টেলিভিশন মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এটি বিনোদন এবং তথ্য ও শিক্ষামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে নাগরিকদের আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। এটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করতে পারে। এসব কারণে টেলিভিশনকে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম বলা হয়।

**প্রশ্ন-৭.** ফেসবুক ও টুইটার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে কেন? *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** ফেসবুক ও টুইটারের কিছু মন্দ বা নেতিবাচক দিক থাকায় এগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

আধুনিক বিশ্বে ফেসবুক ও টুইটার সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম। তবে এগুলোর অপব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফেসবুক ও টুইটারে শিশু-কিশোরদের অতিরিক্ত



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



আসক্তি পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি করে। এছাড়া ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে অসৎ বন্ধুর সঙ্গে কিশোরেরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই এসব সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

**প্রশ্ন-৮. পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর আনয়নকারী সামাজিক মাধ্যমটি ব্যাখ্যা করো।** *[JSC দি. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর আনয়নকারী সামাজিক মাধ্যমটি হলো ই-মেইল।

ই-মেইল হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মেইল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ও কম খরচে সহজে দেশে বিদেশে চিঠি ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এর ফলে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

**প্রশ্ন-৯. "আধুনিক যুগে বিশ্বায়নের প্রভাব ছাড়া সামাজিকীকরণ অসম্ভব"— ব্যাখ্যা করো।** *[JSC ব. বো. ২০১৬]*

**উত্তর:** আধুনিক যুগে বিশ্বায়নের অকল্পনীয় প্রভাবের কারণে এটি ছাড়া সামাজিকীকরণ প্রায় অসম্ভব।

আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। বিশ্বায়নের ফলে নিজ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্য দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি রপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও ভাষার সাথে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সক্ষম হয়ে উঠছে। তাই বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া সামাজিকীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

# অষ্টম অধ্যায় — বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী

**★ প্রশ্ন ▸ ১** *অনন্য প্রশ্ন ১*

'ক' নৃগোষ্ঠীর সমাজ পিতৃপ্রধান। তাদের জনপ্রিয় উৎসব বিজু এবং শিক্ষার দিক থেকে তারা বেশ অগ্রসর। অন্যদিকে, 'খ' নৃগোষ্ঠী সমুদ্র উপকূলে সমতল ভূমিতে বাস করে। তারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে এবং কাপড় তৈরিতে হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করে। *◄ পাঠ-২ ও ৫; শিখনফল ২*

ক. ওয়ানগালা কী? ১
খ. বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে সুষম যোগাযোগ স্থাপিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' কোন নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে? তাদের ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'ওয়ানগালা' হলো গারোদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব।

**খ** বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নানা উপাদান বিনিময়ের মাধ্যমে সুষম যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিনিময়ের ফলে তৈরি হয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, যা মানুষে-মানুষে সাংস্কৃতিক আন্তঃসম্পর্কের ভিত রচনা করে। এই আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সুষম যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' চাকমা নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের অধিকাংশ গ্রামেই 'কিয়াং' বা বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনকে ভক্তি সহকারে পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' নৃগোষ্ঠীর সমাজ পিতৃপ্রধান। তাদের জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসব 'বিজু' এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর তুলনায় এদের শিক্ষার হার বেশি। এখানে চাকমা নৃগোষ্ঠী নির্দেশিত হয়েছে। ধর্মীয় জীবনে চাকমারা গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিনটি সাড়ম্বরে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' হিসেবে পালন করে। এছাড়া 'মাঘী পূর্ণিমা'র রাতে কিয়াং বা প্যাগোডার প্রাঙ্গণে গৌতম বুদ্ধের সম্মানে ফানুস উড়ায়। চাকমা সমাজে মৃতদেহ দাহ করা অর্থাৎ পোড়ানো হয়ে থাকে।

**ঘ** 'ক' ও 'খ' নৃগোষ্ঠীর অর্থাৎ চাকমা ও রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকের 'ক' নৃগোষ্ঠী চাকমা নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করছে। আর 'খ' নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমুদ্র উপকূলে সমতল ভূমিতে এদের বাস। সাধারণত নদীর পাড় ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনদের গ্রামগুলো অবস্থিত থাকে। তাই বলা যায়, 'খ' নৃগোষ্ঠী দ্বারা রাখাইনদের নির্দেশ করা হয়েছে।

চাকমা ও রাখাইনদের সামাজিক জীবন অনেকটা একই ধরনের হলেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। চাকমা সমাজের মূল অংশ পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে 'আদাম' বা 'পাড়া' গঠিত হয়। আর কয়েকটি পাড়া নিয়ে মৌজা এবং কয়েকটি মৌজা মিলে গঠিত হয় সার্কেল। চাকমা সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সার্কেলের প্রধান হিসেবে চাকমা রাজা দায়িত্ব পালন করেন। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। অন্যদিকে রাখাইন পরিবারও প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক। পিতা পরিবারের প্রধান। তবে মেয়েদেরকে তারা শ্রদ্ধা করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চাকমা ও রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চাকমাদের সামাজিক জীবন বেশি বৈচিত্র্যময়।

**★★ প্রশ্ন ▸ ২** *অনন্য প্রশ্ন ২*

প্রমোদ মানকিন তার বাবা-মার সাথে ময়মনসিংহ জেলায় বাস করে। সে নিজেকে 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। সে সমতলে বসবাস করে। তার কিছু আত্মীয়-স্বজন ভারতের মেঘালয়ে বাস করেন। *◄ পাঠ ৩; শিখনফল ২*

ক. চাকমারা ভাতের সাথে কী খেতে ভালোবাসে? ১
খ. সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখো। ২
গ. প্রমোদ মানকিনের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. "প্রমোদ মানকিনের সামাজিক জীবন অন্যান্য সকলের চেয়ে আলাদা"— মূল্যায়ন করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** চাকমারা ভাতের সাথে মাছ, মাংস এবং শাকসবজি খেতে ভালোবাসে।

**খ** সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

ঔপনিবেশিক শাসক, নিপীড়নকারী জমিদার, মহাজন ও পুলিশের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সুসংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। নিজেদের জমির মালিকানার ওপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনামলে সাঁওতালরা দফায় দফায় বিদ্রোহ করেছিল। এ বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসেবে ভক্তি করে।

**গ** উদ্দীপকের প্রমোদ মানকিন গারো নৃগোষ্ঠীর সদস্য।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রমোদ মানকিন নিজেকে 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, যা গারো নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। কেননা গারোরা সাধারণত নিজেদের 'মান্দি' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মেঘালয়েও গারোরা বসবাস করে। বাংলাদেশের গারোরা সাধারণত সমতলের বাসিন্দা, যেমনটি প্রমোদ মানকিনের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের আদি ধর্মের নাম ছিল 'সাংসারেক'। অতীতে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'তাতারা রাবুগা'। এছাড়া তারা 'সালজং', 'সুসিমে', 'গোয়েরা',



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



'মেন' ইত্যাদি দেব-দেবীরও পূজা করত। নাচ-গান ও পশু বলিদানের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। বর্তমানে গারোদের অধিকাংশ লোক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তারা এখন বড়দিনসহ খ্রিস্ট ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

**ঘ** উদ্দীপকের প্রমোদ মানকিন তথা গারোদের সামাজিক জীবন অন্য সকলের চেয়ে আলাদা।

গারোদের সমাজ মাতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান এবং সন্তানেরা মায়ের উপাধি ধারণ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদিতে এই মাহারির গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। এছাড়াও গারো সমাজে বেশ কয়েকটি দল আছে। যার মধ্যে পাঁচটি প্রধান দল হলো সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং। চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, রাখাইনদের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সবগুলো নৃগোষ্ঠীর পরিবার প্রথা পিতৃতান্ত্রিক। পিতার সূত্র ধরেই সন্তানের গোত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়। গারো নৃগোষ্ঠীর সমাজ এদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের সাথে গারোদের সামাজিক জীবনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৩** *JSC চ. বো. ২০১৮*

পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা শোভন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে সে দেখতে পায়, পুরুষ-মহিলারা একসাথে জমিতে কাজ করছে। সেখানে অবস্থানকালে সে একটি অনুষ্ঠানে ঝুমুর নাচ উপভোগ করে। অন্যদিকে তার নিজ এলাকার লোকেরা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত। শোভনের বোন এথিনা পিনোন ও হাদি পরিধান করে। *◀ পাঠ ২ ও ৪; পিরিয়ড ২ ও ৩*

ক. রোয়াজা কাকে বলে? ১

খ. সাংগ্রাই উৎসব কীভাবে পালিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শোভনের ভ্রমণকৃত এলাকার বাসিন্দারা কোন নৃগোষ্ঠীর সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শোভনের নিজ এলাকার প্রধান নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মারমারা গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে।

**খ** মারমাদের সামাজিক উৎসবের মধ্যে প্রধান হলো 'সাংগ্রাই'।

মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষ্যে 'সাংগ্রাই' উৎসব উদযাপন করে। এ সময় তাঁরা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'-এ মেতে উঠে। এই উৎসবে পানিখেলার নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড়ো পাত্রে পানি রাখা হয়। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

**গ** শোভনের ভ্রমণকৃত এলাকার বাসিন্দারা সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সদস্য।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রধান হলো সাঁওতাল। তাঁরা রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বাস করে। সাঁওতাল সমাজ হলো পিতৃতান্ত্রিক। তাঁদের প্রধান জীবিকা কৃষি। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় তাঁরা মূলত কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করে। সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসবের মধ্যে 'সোহরাই' এবং 'বাহা' উল্লেখযোগ্য। তাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো 'ঝুমুর নাচ'।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী শোভন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াতে যায়। ঐ অঞ্চলে সে দেখে যে, নারী-পুরুষ একসাথে জমিতে কাজ করে। তাদের বিশেষ নৃত্য 'ঝুমুর নাচ' সে উপভোগ করে। অতএব বলা যায়, শোভন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিল।

**ঘ** শোভনের নিজ এলাকার প্রধান নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা। চাকমাদের সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালি সংস্কৃতির চেয়ে অনেক ভিন্ন।

চাকমাদের পোশাকের বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁরা নিজেদের তাঁতে কাপড় তৈরি করে। এই ব্যবস্থা বাঙালিদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। পূর্বে চাকমা পুরুষেরা এক ধরনের মোটা সুতার জামা, ধুতি ও গামছা পরত এবং মাথায় এক ধরনের পাগড়ি বাঁধতো। তবে বর্তমানে তাঁরা বাঙালিদের মতই শার্ট, প্যান্ট ও লুঙ্গি পরিধান করে। চাকমা মহিলাদের বিভিন্ন পোশাক দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, পাখা, চিরুনি, বাঁশি এবং বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। বাঙালির মধ্যেও এ ধরনের লোকশিল্প ও হস্তশিল্প দেখা যায়। চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। পাশাপাশি তাঁরা মাছ, মাংস ও শাকসবজি খায়। তবে খাদ্যাভ্যাসে বাঙালির সাথে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের প্রচলিত খেলা হলো হা-ডু-ডু, কুস্তি এবং ঘিলাখারা ও বউচি। এর মধ্যে কিছু কিছু বাঙালির সাথে মিল রয়েছে, আবার কোনোটির বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের সাথে চাকমাদের নববর্ষ পালনের পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা বাংলা বর্ষের শেষ দুইদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনে 'বিজু' উৎসব পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, চাকমা নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির বেশ পার্থক্য রয়েছে, আবার কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা*

| নৃগোষ্ঠী | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| ? | নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় |
| | গোলাকার মুখ, কালো এবং সোজা চুল |
| | প্রিয় খাবার- বাঁশ কোড়ল |
| | সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব- বিজু |

*◀ পাঠ ২ ও ৭; পিরিয়ড ২ ও ৩*

ক. 'জুম' কী? ১

খ. "গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন নৃগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'জুম' হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি কৃষি চাষ পদ্ধতি।

**খ** গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র।

গারোদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বর ও কনেকে ভিন্ন ভিন্ন মাহারির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। তাই বলা যায়, গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়।

**গ** উদ্দীপকে চাকমা নৃগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। চাকমাদের প্রিয় খাবার বাঁশ কোড়ল। বাঁশ কোড়ল দিয়ে চাকমা মেয়েরা বেশ কয়েক ধরনের রান্না করে। চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসব হলো 'বিজু'। বাংলা বছরের শেষ দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা 'বিজু' উৎসব পালন করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার। এছাড়া তাদের চুলের রং কালো এবং সোজা। বাঁশ কোড়ল তাদের প্রিয় খাবার। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম বিজু। উদ্দীপকের নৃগোষ্ঠীর এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে চাকমা নৃগোষ্ঠীর মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক দ্বারা চাকমা নৃগোষ্ঠীকেই নির্দেশ করা হয়েছে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত চাকমা নৃগোষ্ঠীসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে চাকমা নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। চাকমাদের পাশাপাশি আরও বেশকিছু নৃগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করছে। যেমন— গারো, সাঁওতাল, মারমা, রাখাইন প্রভৃতি। এসব নৃগোষ্ঠীর জনগণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর জনগণের উৎপাদিত শস্য ও দ্রব্যাদি সারা দেশের মানুষের প্রয়োজন মিটাতে ভূমিকা রাখছে। খাসিয়াদের পান, খাসিয়া ও মণিপুরিদের কমলা, পাহাড়ের মসলা, উত্তরবঙ্গের ধান, গারোদের আনারস সবার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। সিলেটের মণিপুরিদের উৎপাদিত মণিপুরি শাড়ি ও শাল দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে আমাদের বৈদেশিক আয়ের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত চাকমা নৃগোষ্ঠীসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা রয়েছে। কেননা তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়*

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে মুকুল বাবা-মায়ের সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বেড়াতে যায়। সেখানে কিয়াং প্রাঙ্গণে নাক চ্যাপ্টা, মুখমণ্ডল গোলাকার এবং চুল সোজা ও কালো এমন নৃগোষ্ঠীর সাথে দেখা হয়। তারা 'ঘিলাখারা' খেলতে ভালবাসে।

◄ পৃষ্ঠা ২৩৫; শিখনফল ২৩৩

ক. সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা কী? ১
খ. গারোদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মুকুলের সাথে কোন নৃগোষ্ঠীর দেখা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে মুকুলের দেখা জাতিগোষ্ঠীগুলোর অবদান আছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি।

**খ** গারোদের অর্থনৈতিক জীবন কৃষিনির্ভর।

গারোদের অর্থনৈতিক জীবন প্রধাণতভাবে জুম চাষ ও বনজ সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন নেই। তারা এখন হাল চাষের মাধ্যমে প্রধানত ধান, নানা জাতের সবজি ও আনারস উৎপাদন করে। বর্তমানে শিক্ষিত অনেক গারো শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত।

**গ** মুকুলের সাথে চাকমা নৃগোষ্ঠীর দেখা হয়।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীগুলোর একটি প্রধান অংশ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাস করে। এদের মধ্যে চাকমা সর্ববৃহৎ নৃগোষ্ঠী। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, চুল সোজা এবং কালো। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের অধিকাংশ গ্রামে কিয়াং বা বৌদ্ধ মন্দির আছে। চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষিকাজ। তারা হা-ডু-ডু, কুস্তি ও ঘিলাখারা খেলতে ভালোবাসে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মুকুল তার বাবা-মায়ের সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বেড়াতে গেলে সেখানকার গ্রামের কিয়াং প্রাঙ্গণে বিশেষ নৃগোষ্ঠীর লোকের সাথে দেখা হয়। তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে উপরে আলোচিত চাকমা নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, মুকুলের সাথে দেখা হওয়া নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে মুকুলের দেখা জাতিগোষ্ঠীগুলোর অবদান আছে।

বাংলাদেশ বহুজাতি, বহুভাষা ও বহুসংস্কৃতির এক বৈচিত্র্যময় দেশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, মণিপুরি, গারো, হাজংসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাস আমাদের দেশে। ফলে স্বভাবতই বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এসব নৃগোষ্ঠীর লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এদেশের নৃগোষ্ঠীর মানুষদের উৎপাদিত শস্য ও দ্রব্যাদি সারা দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। খাসিয়াদের পান, মণিপুরিদের কমলা, পাহাড়ের মসলা, উত্তরবঙ্গের ধান, গারোদের আনারস ইত্যাদি সবার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অবদান রাখছে জাতীয় অর্থনীতিতে। সিলেটের মণিপুরিদের উৎপাদিত মণিপুরি শাড়ি ও শাল আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা বৈদেশিক আয়ের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে এখানকার নৃগোষ্ঠীগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

**★ প্রশ্ন ▸ ৬** *JSC য. বো. ২০১৯*

ইভা ও ইরা দুই বোন। তারা বার্ষিক পরীক্ষার পরে তাদের বাবার সাথে নেত্রকোণা জেলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিরিশিরিতে ঘুরতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা এক ধরনের নৃগোষ্ঠীর লোকদের সাথে পরিচয় হলো। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারল ঐ নৃগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। ইভা ও ইরা তাদের বাবার সাথে কথা বললে বাবা বলেন, আমাদের দেশে এমন অনেক নৃগোষ্ঠীর লোক আছে যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

◄ পৃষ্ঠা ৩৩৫; শিখনফল ২৩৪

ক. 'জুম' কী? ১
খ. মারমারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে কেন? ২
গ. ইভা ও ইরার দেখা নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ইভা ও ইরার বাবার কথার সাথে তুমি কি একমত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'জুম' হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি কৃষি চাষ পদ্ধতি।

**খ** পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ করার জন্য মারমারা সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে।

সাংগ্রাই মারমাদের প্রধান অনুষ্ঠান। এ সময় মারমারা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব' এ মেতে উঠে। পানিখেলার নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড়ো পাত্রে পানি রাখা হয়। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

**গ** ইভা ও ইরার দেখা নৃগোষ্ঠী তথা গারোদের সাংস্কৃতিক জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গারোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে টাঙ্গাইলের মধুপুর, নেত্রকোণাসহ বিভিন্ন স্থানে এদের বাস রয়েছে। ইভা ও ইরার পরিচিত হওয়া মানুষ এদেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ইভা ও ইরা যাদের সাথে পরিচিত হয়েছে তারা নিজেদেরকে 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। এ বিষয়টি গারোদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ নৃগোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের তৈরি পোশাক 'দকমান্দা' ও 'দকশাড়ি' পরিধান করে। পুরুষরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'গান্দো' পরিধান করে। গারোরা ভাতের সাথে মাছ ও শাকসবজি খায়। তাদের একটি বিশেষ খাদ্য হচ্ছে কচি বাঁশের গুঁড়ি। এর জনপ্রিয় নাম 'মেওয়া'। এছাড়াও তারা কলাপাতা মোড়ানো পিঠা, মেরা পিঠা এবং তেলের পিঠা খেতে পছন্দ করে। গারোদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'। এ দেশের গারোরা 'আচিক' ভাষায় কথা বলে। সুতরাং বলা যায়, ইভা ও ইরার দেখা নৃগোষ্ঠী অর্থাৎ গারো সম্প্রদায় বৈচিত্র্যপূর্ণ নিজস্ব সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত।

**ঘ** ইভা ও ইরার বাবার কথার সাথে আমি একমত পোষণ করি।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহ বহুকাল থেকে বাঙালিদের সাথে এই ভূখণ্ডে বাস করে আসছে। জীবনের প্রয়োজনে একে অপরের সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করেছে। এ আদান-প্রদান বাঙালির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। ইভা ও ইরার বাবার কথায় এ বিষয়টি উঠে এসেছে।



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



ইভা ও ইরার বাবার মতে, অনেক নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষেই বাঙালির ভাষা, উৎসব, খেলাধুলা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। যেমন- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ কুড়ি, গন্ডা, পণ, গোলমাল, হৈ-চৈ, আবোল-তাবোল ইত্যাদি শব্দ নৃগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডার থেকে এসেছে। নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি বা বিজু আর বাঙালিদের পহেলা বৈশাখ একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। নৃগোষ্ঠীদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। যা আমাদের বৈদেশিক আয়ের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। নৃগোষ্ঠীদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, নাচ-গান বর্তমানে বাঙালিরাও চর্চা করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক নৃগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা ফুটবল ও হকি দলে নৃগোষ্ঠীর নারী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের সংমিশ্রণ ও সমৃদ্ধতাকে তুলে ধরে। এসব কারণে আমি ইভা ও ইরার বাবার মতের সাথে একমত পোষণ করি।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৭** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ২*

নাসরিন, মাথিন চাকমা ও অন্তরা সাহা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তিন বন্ধু এক সাথে বসে রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান দেখছিল। একটু পরেই তারা লক্ষ করল ছায়ানটের শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর খাগড়াছড়ি থেকে আগত চারজন নৃত্য শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করছে। তাঁদের পরনে ছিল- আঞ্জি ও থামি। *◄ পার্ট ৫ ও ৭; শিখনফল ২ ও ৪*

ক. চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব কী? ১
খ. 'মিউয়া' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চারজন নৃত্য শিল্পী কোন নৃগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বৈসাবি আর পহেলা বৈশাখ আজ একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে"— এই উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো 'বিজু'।

**খ** 'মেউয়া' হলো গারোদের জনপ্রিয় একটি খাদ্য।

অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মতো গারোদেরও নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস রয়েছে। তারা ভাতের সাথে মাছ ও শাকসবজি খেয়ে থাকে। তবে তাদের একটি বিশেষ খাদ্য হচ্ছে কচি বাঁশের গুঁড়ি। এই খাদ্যটিই তাদের ভাষায় 'মেউয়া' নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকের চারজন নৃত্য শিল্পী বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠী মারমাদের পরিচয় বহন করছে।

মারমা নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাস করে। উদ্দীপকের চারজন নৃত্যশিল্পীও খাগড়াছড়ি থেকে আগত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা বেশ বৈচিত্র্যময়। তাঁদের ঘর-বাড়ি বাঁশ, কাঠ ও ছনের তৈরি। মারমা পুরুষেরা মাথায় 'পবং' (পাগড়ি বিশেষ), গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। মারমা মহিলারা গায়ে যে ব্লাউজ পরে তার নাম 'আঞ্জি'। এছাড়া তাঁদের পোশাকের নিচের অংশের নাম 'থামি'। মারমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো সাংগ্রাই।

উদ্দীপকের চারজন নৃত্যশিল্পীর পরনে ছিল বিশেষ ধরনের পোশাক, যার নাম যথাক্রমে আঞ্জি ও থামি। চারজন নৃত্যশিল্পীর বাসস্থান ও তাদের পরিহিত পোশাকের সাথে উপরের মারমা নৃগোষ্ঠীর মিল আছে। তাই বলা যায়, নৃত্যশিল্পীরা মারমা নৃগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করছে।

**ঘ** নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য পালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি আর বাঙালির পহেলা বৈশাখ একসূত্রে গাঁথা।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীরা বহুকাল থেকে বাঙালিদের সাথে এই ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে। জীবনের প্রয়োজনে নৃগোষ্ঠীরা যেমন বাঙালি সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে তেমনি বাঙালিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। উৎসব পালনেও এ ধারা বহমান আছে।

পহেলা বৈশাখ বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বাঙালিদের সর্বজনীন উৎসব। অন্যদিকে বৈসাবি পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার উৎসব। উদ্দেশ্যগত দিক বিবেচনায় এ দুটি উৎসব একই ধরনের। শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই উৎসব পালনের ধরনে। কিন্তু সংস্কৃতির আন্তঃবিনিময়ের ফলে এই পার্থক্য যেন গৌণ হয়ে পড়ছে। যেমন উদ্দীপকে দেখা যায়, বাঙালির পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে মারমারা নৃত্য পরিবেশন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় যথার্থ।

**★ প্রশ্ন ▸ ৮** *JSC চ. বো. ২০১৯*

শিপনের নতুন পোস্টিং বরগুনা জেলা। এখানে নৃগোষ্ঠীদের অনুষ্ঠানে তিনি নিমন্ত্রিত হন। পাগড়ি মাথায় নৃত্যটি দেখে তিনি মুগ্ধ হন। আর শিপনের বন্ধু রিপন বান্দরবানে চাকরি করেন। সেখানে তিনি এক নৃগোষ্ঠীর 'জলোৎসব' খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। *◄ পার্ট ৬ ও ৭; শিখনফল ২ ও ৪*

ক. 'হেডম্যান' কাকে বলে? ১
খ. 'গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিপনের দেখা নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রিপন যে নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হন তার সাথে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

**৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** চাকমা সমাজের মৌজার প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হয়।

**খ** 'গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি'— উক্তিটি যথার্থ।

গারোদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদি মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বর ও কনেকে ভিন্ন ভিন্ন মাহারির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। তাই গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়।

**গ** উদ্দীপকের শিপনের দেখা নৃগোষ্ঠীর অর্থাৎ রাখাইনদের সামাজিক জীবনে পুরুষরা পরিবার ও সমাজের প্রধান।

রাখাইন পরিবার প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। তবে তারা মেয়েদেরকে যথেষ্ট সম্মান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিপনের নতুন পোস্টিং বরগুনা জেলায়। এখানে নৃগোষ্ঠীদের অনুষ্ঠানে পাগড়ি মাথায় একটি নৃত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। এটি রাখাইন নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করছে। কারণ বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় রাখাইনরা বাস করে। পাগড়ি তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। সামাজিক জীবনে তাদের পুরুষদের আধিপত্য দেখা যায়। পরিবারে পিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করলেও মেয়েদেরকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের রিপন যে নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হন অর্থাৎ মারমা নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীসমূহ জীবনের প্রয়োজনে যেমন বাঙালিদের অনেক কার্যাবলি গ্রহণ করেছে, তেমনি বাঙালিরাও নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মারমা অন্যতম। মারমাদের ঘরবাড়ি, বাঁশ, কাঠ ও ছনের তৈরি। অন্যদিকে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর ঘরবাড়ি আধুনিক ব্যবস্থায় টিন, কাঠ বা ইটের তৈরি। মারমারা ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও নানা ধরনের শাকসবজি খায়। বাঙালিরাও তাদের প্রধান খাদ্য ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও শাকসবজি খেয়ে অভ্যস্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিপন বান্দরবানে চাকরি করেন। তিনি এক নৃগোষ্ঠীর 'জলোৎসব' খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি মারমা নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করছে। কারণ মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



'সাংগ্রাই উৎসব' উদযাপন করে। এ সময় তারা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'-এ মেতে উঠে। অন্যদিকে বাঙালিরা বর্ষবরণ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ পালন করলেও জলোৎসবের মতো খেলা দেখা যায় না। মারমা পুরুষরা মাথায় 'গবং' (পাগড়ি বিশেষ), গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। নারীরা 'আঙ্গি'-নামের ব্লাউজ ও 'থামি' পরিধান করে। অন্যদিকে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর পুরুষেরা পায়জামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি এবং শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে। বাঙালি নারীরা শাড়ি, ব্লাউজ এবং সালোয়ার-কামিজ পরিধান করে। তবে ক্রমাগত একে অপরের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের আদান-প্রদান হচ্ছে।

অতএব বলা যায়, মারমা নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু মিল থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল রয়েছে।

## প্রশ্নব্যাংক

### প্রশ্ন ▶ ৯ — *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ২*

সুভাষ জেংচাম তার বাবা-মার সাথে ময়মনসিংহ জেলায় বাস করে। সে নিজেকে 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। সে সমতলে বসবাস করে। তার কিছু আত্মীয়-স্বজন ভারতের মেঘালয়ে বাস করেন।

*◀ পাঠ ৩; শিখনফল ২*

ক. চাকমারা ভাতের সাথে কী খেতে ভালোবাসে? ১
খ. সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখো। ২
গ. সুভাষ জেংচামের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. "সুভাষ জেংচামের সামাজিক জীবন অন্যান্য সকলের চেয়ে আলাদা"— মূল্যায়ন করো। ৪

### প্রশ্ন ▶ ১০ — *অনন্য প্রশ্ন*

তিয়াশার মামার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে। সে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেলে, এমন কিছু লোকজন দেখতে পায়; যাদের গায়ের রং কালো, চুল ঢেউ খেলানো। ছেলেরা লুঙ্গি পরে আর মেয়েরা পিতল ও কাঁসার গয়না পরে। অন্যদিকে, রিয়ানো পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে গিয়ে কিছু লোকের দেখা পায়, যাদের গায়ের রং ফর্সা, চুল সোজা, মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পড়ে।

*◀ পাঠ ৪ ও ৬; শিখনফল ২*

ক. জুম কী? ১
খ. আমরা নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব কেন? ২
গ. তিয়াশা কোন নৃগোষ্ঠীকে দেখেছিল? তাদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তিয়াশা ও রিয়ানার নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন ভিন্ন— তোমার মতামত দাও। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর — সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** চাকমা সমাজের মূল অংশ কী?
**উত্তর:** চাকমা সমাজের মূল অংশ পরিবার।

**প্রশ্ন-২.** আদাম কাকে বলে? ◘ *[JSC ঢা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** চাকমা সমাজের কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত পাড়া বা মহল্লাকে 'আদাম' বলে।

**প্রশ্ন-৩.** 'আদাম' কীভাবে গঠিত হয়? ◘ *[JSC ঢা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** কয়েকটি চাকমা পরিবারের সমন্বয়ে আদাম গঠিত হয়।

**প্রশ্ন-৪.** চাকমা পরিবারের প্রধান কে?
**উত্তর:** চাকমা পরিবারের প্রধান হচ্ছে পিতা।

**প্রশ্ন-৫.** চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় কী? *[JSC রা. বো. ২০১৭]*
**উত্তর:** চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হলো কৃষিকাজ।

**প্রশ্ন-৬.** চাকমাদের প্রধান খাদ্য কী? ◘
**উত্তর:** চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত।

**প্রশ্ন-৭.** চাকমাদের জনপ্রিয় উৎসবের নাম কী? *[JSC য. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** চাকমাদের জনপ্রিয় উৎসবের নাম 'বিজু'।

**প্রশ্ন-৮.** বিজু কী? *[JSC ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** বিজু হলো চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসব।

**প্রশ্ন-৯.** গারোদের আদি ধর্মের নাম কী ছিল? ◘ *[JSC কু. বো. ২০১৭]*
**উত্তর:** গারোদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'।

**প্রশ্ন-১০.** দকমান্দা কী? *[জামালপুর জিলা স্কুল]*
**উত্তর:** গারো মহিলাদের নিজেদের তৈরি পোশাকের নাম 'দকমান্দা'।

**প্রশ্ন-১১.** গারো পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম কী?
**উত্তর:** গারো পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম হলো 'গান্দো'।

**প্রশ্ন-১২.** গ্রাম পঞ্চায়েত কী? *[JSC দি. বো., কু. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** গ্রাম পঞ্চায়েত হলো সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তি।

**প্রশ্ন-১৩.** সাঁওতালরা কোন নৃগোষ্ঠীভুক্ত লোক?
*[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেড়া, পাবনা]*
**উত্তর:** সাঁওতালরা অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীভুক্ত লোক।

**প্রশ্ন-১৪.** সাঁওতাল বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়? ◘
**উত্তর:** ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

**প্রশ্ন-১৫.** মারমাদের গ্রামের প্রধানকে কী বলা হয়?
**উত্তর:** মারমাদের গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলা হয়।

**প্রশ্ন-১৬.** মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান কে? *[JSC য. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা।

**প্রশ্ন-১৭.** মারমা সমাজে কীসে মেয়েদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়?
*[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]*
**উত্তর:** মারমা সমাজে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**প্রশ্ন-১৮.** বৈসাবি কী? ◘ *[JSC রা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য পালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের উৎসব হলো 'বৈসাবি'।

**প্রশ্ন-১৯.** কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বৌদ্ধবিহারটির নাম কী?
*[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বৌদ্ধবিহারটির নাম 'চিৎমরম বৌদ্ধবিহার'।

**প্রশ্ন-২০.** 'রাখাইন' শব্দটির অর্থ কী? *[JSC ব. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** রাখাইন শব্দের অর্থ রক্ষণশীল জাতি।

**প্রশ্ন-২১.** রাখাইনদের সবচেয়ে বড়ো উৎসবের নাম কী? ◘
*[বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** রাখাইনদের সবচেয়ে বড়ো উৎসবের নাম হলো 'সাংগ্রাই'।

**প্রশ্ন-২২.** 'ওয়ানগালা' উৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাঙালি উৎসবের নাম কী?
**উত্তর:** 'ওয়ানগালা' উৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাঙালি উৎসবের নাম হলো 'নবান্ন'।

**প্রশ্ন-২৩.** কোন নৃগোষ্ঠীর পণ্য আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে?
**উত্তর:** সিলেটের মণিপুরিদের উৎপাদিত শাড়ি ও শাল আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** চাকমাদের ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো। *[JSC ঢা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
চাকমারা বৌদ্ধ হওয়ায় তাদের অধিকাংশ গ্রামে 'কিয়াং' বা বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনকে ভক্তি সহকারে পালন করে। এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিনটি তারা সাড়ম্বরে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' হিসেবে পালন করে। তাছাড়া 'মাঘী পূর্ণিমার' রাতে 'কিয়াং' বা প্যাগোডার প্রাঙ্গণে গৌতম বুদ্ধের সম্মানে ফানুস উড়ায়। চাকমা সমাজে মৃতদেহ দাহ করা বা পোড়ানো হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-২. 'ওয়ানগালা' বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর:** 'ওয়ানগালা' বলতে গারোদের প্রধান উৎসবকে বোঝায়।

গারোরা খুব আমোদ-প্রমোদ প্রিয়। তাদের সামাজিক উৎসবগুলো কৃষিকেন্দ্রিক। তাদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'। বাঙালিদের নবান্ন উৎসবটির সাথে এই উৎসবটির সাদৃশ্য রয়েছে।

**প্রশ্ন-৩. মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব ব্যাখ্যা করো।** *[JSC রা. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব হলো সাংগ্রাই উৎসব।

মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। এ সময়ে তারা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'-এ মেতে উঠে। এই উৎসবে পানিখেলার নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড়ো পাত্রে পানি রাখা হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে এ উৎসব বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন-৪. জলোৎসব কীভাবে উদযাপন করা হয়? ব্যাখ্যা করো।** *[JSC ব. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** জলোৎসব হচ্ছে মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি উৎসব।

মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষ্যে সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। এ সময় তারা নৌকা বা বড়ো পাত্রে পানি রেখে পানিখেলা বা জলোৎসবে মেতে ওঠে।

**প্রশ্ন-৫. রাখাইনদের ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** রাখাইনদের ধর্মীয় জীবন বৌদ্ধ ধর্মের নানা আচার দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাখাইন শিশু-কিশোরদের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে ধর্মীয় শিষ্টাচারে দীক্ষিত করা হয়। এদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-বার্ষিকী, বৈশাখী পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি।

**প্রশ্ন-৬. বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতির দেশ বলা হয় কেন?**

*[সিলেটবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আদর্শ বিদ্যালয়]*

**উত্তর:** বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হওয়ায় বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতির দেশ বলা হয়।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহ অনেকদিন থেকেই বাঙালিদের সাথে এদেশে বসবাস করছে। জীবনের প্রয়োজনে নৃগোষ্ঠীসমূহ যেমন বাঙালিদের অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে, তেমনি বাঙালিরাও তাদের সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। ফলে এদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। এজন্য বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতির দেশ বলা হয়।

**প্রশ্ন-৭. বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার উপায় ব্যাখ্যা করো।** *[JSC দি. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় করা যায়।

এদেশের বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সংস্কৃতির উপাদানগুলোর যদি সংমিশ্রণ ঘটানো যায় তাহলে বাঙালি ও নৃগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এতে এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

# নবম অধ্যায় — বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

**★★ প্রশ্ন ▸ ১** *JSC দি. বো. ২০১৯*

নিলয় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ছোটোবেলা থেকেই বাবা-মা নিলয়ের কোনো চাওয়া অপূর্ণ রাখেননি। কিন্তু ইদানীং লক্ষ করলে দেখা যায়, নিলয়ের আচরণে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে এবার পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে তাকে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে দেখা যায়। অবস্থা জেনে তার বাবা তাকে ঢাকার একটি কঠোর শৃঙ্খলার আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেন।

*◄ পৃষ্ঠা ১৪ ও ২; শিখনফল ১ ও ৩*

ক. মাদকাসক্তির সূত্রপাত প্রধানত কীভাবে ঘটে? ১

খ. শিশু-কিশোরদের বাসস্থানের বার বার পরিবর্তন তাদেরকে কেন অপরাধপ্রবণ করে তোলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিলয়ের কর্মকাণ্ড কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, নিলয়ের বাবার কার্যক্রমে নিলয় সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্যদিয়েই প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটে।

**খ** শিশু-কিশোরদের বাসস্থানের বার বার পরিবর্তনের ফলে নতুন পরিবেশ ও সঙ্গদোষ তাদেরকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

যেসব বাবা-মা বার বার কর্মস্থল পরিবর্তন করেন তাদের সন্তানরা অনেক সময় নতুন পরিবেশের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বন্ধু বা সঙ্গী নির্বাচনে তাদের সমস্যা হয়। সঙ্গদোষে অপরাধ করার প্রবণতাও তৈরি হয়।

**গ** উদ্দীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ড সামাজিক সমস্যা কিশোর অপরাধকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অর্থাৎ কিশোর বয়সে এরা রাষ্ট্র ও সমাজের আইন ও নিয়ম ভাঙে বলেই তারা কিশোর অপরাধী। নিলয় পরীক্ষায় নকল ও ধূমপান করায় সে সমাজের আইন ও নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাই নিলয়ের কর্মকাণ্ড কিশোর অপরাধ নামের সামাজিক সমস্যাকেই নির্দেশ করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিলয় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ইদানীং তার আচরণ পরিবর্তন হয়েছে। সে পরীক্ষায় নকল করে এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে সিগারেট খায়। তার এ কর্মকাণ্ডগুলো কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ** না, আমি মনে করি, নিলয়ের বাবার কার্যক্রমে অর্থাৎ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিলয় সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে না বরং তার জন্য কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বাংলাদেশের কিশোর অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ সমস্যা প্রতিরোধে অভিভাবকের সচেতনতা ও যথাযথ দায়িত্ব পালন, শিক্ষার সঠিক সুযোগ প্রদান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। সন্তানদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিলয় বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থা জেনে তার বাবা তাকে ঢাকার একটি কঠোর শৃঙ্খলার আবাসিক স্কুলে ভর্তি করান। নিলয়ের বাবার এ কার্যক্রমে সে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে না। বরং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারে সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে। টেলিভিশন এবং অন্যান্য মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যমূলক এবং সুস্থ আনন্দদায়ক বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নিলয়ের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নয় বরং উপরে আলোচিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন ▸ ২** | *গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃউচ্চ বিদ্যালয়*

পল্টন একটি বস্তি এলাকায় বসবাস করে। তার বাবা-মা দুজনই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সে প্রায়শই স্কুল থেকে পালায় এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশে। ক্রমেই সে খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

*◀ পাঠ ১ ও ২; পৃষ্ঠাক্রম ১৫৩*

ক. থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা কত? ১

খ. কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রগুলো কী কী? ২

গ. পল্টনের মতো ছেলেদের অপরাধ জগতে প্রবেশের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অপরাধ দমনে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা ৭ থেকে ১৮ বছর।

**খ** অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলা হয়।

কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রগুলো হলো— চুরি, পকেটমার, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ; মানুষ, দোকানপাট, বাড়িঘর ও যানবাহনের উপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য নাশকতামূলক কাজ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি।

**গ** পল্টনের মতো ছেলেদের অপরাধ জগতে প্রবেশের অর্থাৎ কিশোর অপরাধের কতগুলো কারণ রয়েছে।

শিশু-কিশোররা নানা কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। এছাড়া সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের অভাবেও শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। পিতা-মাতার ব্যস্ততা এবং চিত্তবিনোদনের অভাবে অনেক কিশোর-কিশোরী অপরাধী হয়ে ওঠে। আবার বস্তির পরিবেশ ও সেখানকার নানা খারাপ অভিজ্ঞতা এবং সঙ্গদোষ শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে। বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলেও সমাজে এক ধরনের কিশোর অপরাধ দেখা যাচ্ছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পল্টন প্রায়ই স্কুল থেকে পালিয়ে যায় এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করে। অর্থাৎ পল্টন কিশোর অপরাধে জড়িত। আর পল্টনের মতো ছেলেদের কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণগুলো ভূমিকা রাখে।

**ঘ** কিশোর অপরাধ দমনে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম— উক্তিটি যথার্থ।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে বের হয়ে পড়ে আসা কঠিন হয়। তাই কিশোর অপরাধ দমনে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম পদক্ষেপ।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় হলো পারিবারিক উদ্যোগ। সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠ সামাজিক পরিবেশ কিশোর অপরাধকে দমন করতে সক্ষম। পিতামাতার সাথে সন্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারিবারিক পরিবেশ আনন্দময় হলে শিশু-কিশোররা সহজে অপরাধী হয় না। তাই মাতাপিতার উচিত সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। সন্তানের চলাফেরার ওপর নজর রাখা ও তার বন্ধুমহলের খোঁজখবর রাখা। যেহেতু কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। তাই অভিভাবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। সব শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল কাজে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠ থাকতে হবে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, অভিভাবকদের সচেতনতা, সুষ্ঠ সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। যা নিঃসন্দেহে প্রতিকারের চেয়ে উত্তম পদক্ষেপ।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৩** | *অনন্য প্রশ্ন ১*

সুমন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আজকাল প্রায়ই সে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, অশোভন ছবি দেখে, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। বিষয়টি বাবার নজরে আসলে তিনি সুমনকে এসব থেকে দূরে রাখতে তার সাথে সময় কাটাতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেলেন।

*◀ পাঠ ১ ও ২; পৃষ্ঠাক্রম ১৫৩*

ক. জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণের কয়টি কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে? ১

খ. কিশোর অপরাধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুমনের কর্মকাণ্ড কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সুমনের বাবা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপই উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পদক্ষেপ"— তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণের ৩টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

**খ** অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে বলা হয় কিশোর অপরাধ।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা ৭ থেকে ১৬ বছর। কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রগুলো হলো— চুরি, পকেটমার, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ; মানুষ, দোকানপাট, বাড়িঘর ও যানবাহনের উপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য নাশকতামূলক কাজ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, মাদক গ্রহণ প্রভৃতি।

**গ** উদ্দীপকের সুমনের কর্মকাণ্ড কিশোর অপরাধ নামক সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। কিশোর অপরাধীরা রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ম ভাঙে বলেই তারা কিশোর অপরাধী। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, অশোভন ছবি দেখে এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। কিশোর অপরাধের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মকাণ্ডগুলো কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকের সুমনের বাবা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখলেও এক্ষেত্রে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সন্তান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ও যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সকল শিশু-কিশোরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাদের মানসিক বিকাশের জন্য পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ তৈরি ও সুস্থ ধারার নাচ, গান, নাটক, ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্দীপকের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সুমন বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, অশোভন ছবি দেখে, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। বিষয়টি বাবার নজরে আসলে তিনি সুমনকে এসব থেকে দূরে রাখতে তার সাথে সময় কাটাতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেলেন। তার এ কাজ মা-বাবার যথাযথ দায়িত্ব পালন এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করাকে নির্দেশ করছে। তবে কিশোর অপরাধ রোধে এ পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি আরও বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সুমনের বাবার পদক্ষেপ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। তবে উপরে আলোচিত অন্যান্য পদক্ষেপগুলোও গ্রহণ করা প্রয়োজন।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



★★ প্রশ্ন ▸ ৪ — JSC ঢা. বো. ২০১৯

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রুপম প্রায়ই স্কুলের প্রথম ঘণ্টার পর স্কুলের বাইরে এসে দোকানে 'ভিডিও গেম' খেলে। ছগির প্রায়ই বড়ো ভাইয়ের পকেট থেকে সরকার নিষিদ্ধ ক্ষতিকর দ্রব্য চুরি করে পান করে। তাদের বাবা-মা অভ্যাসটি দূর করতে অবসর সময়ে তাদেরকে খেলাধুলা করার সুযোগ দেন। মাঝে মধ্যে তাদের নিয়ে ঘুরতে যান।

◀ পাঠ ১ ও ৪; শিখনফল ১ ও ৬

ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১

খ. অপসংস্কৃতি কীভাবে মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রুপম কোন ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছগিরের সামাজিক সমস্যাটি মোকাবিলায় বাবা-মায়ের গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কি উত্তম ছিল? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** সামাজিক সমস্যা হলো সমাজে বিরাজিত একটি অবস্থা, যা জনগণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

**খ** অপসংস্কৃতি মানসিক বিকৃতি ঘটানোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটায়।

অপসংস্কৃতি হলো নেতিবাচক সংস্কৃতি, যা মানুষের মনকে খারাপ পথে ধাবিত করে। চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে পড়ে যুব সমাজের একটি অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাদকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এভাবে অপসংস্কৃতি মানুষকে মাদকের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

**গ** রুপম কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের মাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে বলা হয় কিশোর অপরাধ। চুরি, পকেটমার, বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ, বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ, মেয়েদের উত্যক্ত করা প্রভৃতি কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত। উদ্দীপকের রুপমের কাজটি এ ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রুপম প্রায়ই প্রথম ঘণ্টার পর স্কুলের বাইরে এসে দোকানে ভিডিও গেম খেলে। অথচ স্বাভাবিক নিয়ম হলো ছুটির ঘণ্টা ছাড়া শিক্ষকের অনুমতি না নিয়ে কোনো শিক্ষার্থী বাইরে যেতে পারবে না। আর পাঠ গ্রহণ না করে ভিডিও গেম খেলা মোটেও ইতিবাচক নয়। আমাদের দেশে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে এ ধরনের কাজে সংযুক্ত থাকলে তা কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তাই বলা যায়, রুপম কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত।

**ঘ** ছগিরের সামাজিক সমস্যা তথা মাদকাসক্তি মোকাবিলায় বাবা-মায়ের গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই উত্তম ছিল বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সরকার নিষিদ্ধ ক্ষতিকর নেশাজাতীয় পানীয় বা দ্রব্যই মাদক। যারা এগুলো গ্রহণ করে তারা হলো মাদকাসক্ত। ছগিরও একজন মাদকাসক্ত কিশোর।

ছগির তার বড়ো ভাইয়ের পকেট থেকে সরকার নিষিদ্ধ ক্ষতিকর দ্রব্য চুরি করে পান করে, অর্থাৎ সে নেশা করে। তার মা-বাবা এ ব্যাপারে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। অথচ মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর। সন্তানদেরকে ছোটোবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো উচিত। সন্তানরা যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। মসজিদ, মন্দির, ক্লাব-সমিতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থাগুলো নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া সুস্থ বিনোদন চালু ও অশোভন চলচ্চিত্রের প্রচার বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালালে শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অপরপক্ষে মাদকাসক্ত হওয়ার পরে যত ভালো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন এ অন্ধকার পথ পরিত্যাগ করা বড়ো কঠিন। এ কারণে মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।

★ প্রশ্ন ▸ ৫ — জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৩

দৃশ্যপট-১: ৮ম শ্রেণির ছাত্র রাজু ক্লাসে না গিয়ে কয়েকজন বখাটে বন্ধুর সাথে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। ছুটির সময় মেয়েদের দেখলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে শীশ দিয়ে বিরক্ত করে।

দৃশ্যপট-২: দশম শ্রেণির ছাত্র লাবিব ইদানিং মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোনো কিছুই তার ভালো লাগে না। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার হৃদরোগ ধরা পড়েছে। সাথে শ্বাসকষ্টও আছে।

◀ পাঠ ১ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৬

ক. অপরাধ কাকে বলে? ১

খ. সৃজনশীল কাজের সুযোগের অভাবে কীভাবে কিশোর কিশোরীরা অপরাধী হয়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ রাজুর আচরণে যে সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিত হয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ লাবিব যে সমস্যায় প্রভাবিত হয়েছে তা নিরসনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** সাধারণভাবে রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃত নয় এমন কাজকে অপরাধ বলে।

**খ** সৃজনশীল কাজের সুযোগের অভাবে অনেক কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যা তাদেরকে অপরাধী করে তোলে।

ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলা, সংগীত, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যাবলির সাথে জড়িত শিশু-কিশোররা সাধারণত আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে ওঠে। এতে তাদের মানসিক বিকাশও ঘটে। যারা এসবের সুযোগ পায় না তারা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্য পথ খোঁজে। তারাই পরে নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

**গ** উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এ রাজুর আচরণে যে সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিত হয়েছে অর্থাৎ কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য।

শিশু-কিশোররা নানা কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের অনেক সাধ বা ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে বাড়ে হতাশা এবং এ হতাশাই তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। দরিদ্র পরিবারের শিশু-কিশোররা অল্পবয়সেই নানা রকম কাজ করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়। এই টাকায় কখনো কখনো তারা জুয়া খেলে, মাদক সেবন করে এবং সংঘবদ্ধ অপরাধে জড়ায়। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে বা লোভে পড়েও তারা অনেক সময় অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের অভাবেও শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। পিতা-মাতার ব্যস্ততা এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাবে অনেক কিশোর-কিশোরী অপরাধী হয়ে ওঠে। বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলেও সমাজে এক ধরনের কিশোর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এ লক্ষ করা যায়, ৮ম শ্রেণির ছাত্র রাজু ক্লাসে না গিয়ে কয়েকজন বখাটে বন্ধুর সাথে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। ছুটির সময় মেয়েদের দেখলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে শীশ দিয়ে বিরক্ত করে। অর্থাৎ রাজু কিশোর অপরাধে জড়িত। আর এ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য।

**ঘ** উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ লাবিব মাদকাসক্তি সমস্যায় প্রভাবিত হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে বলে আমি মনে করি।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



সমাজের অনেক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মাদক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের জীবন ধ্বংসের পথে চলে যায়। তবে সবাই মিলে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব। মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ দেখা যায়, লাবিব ইদানিং মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে ও কোনো কিছুই তার ভালো লাগে না। ডাক্তারি পরীক্ষায় হৃদরোগ ধরা পড়েছে ও শ্বাসকষ্টও আছে। অর্থাৎ লাবিব মাদকাসক্তি সমস্যায় প্রভাবিত হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে প্রথমত সমাজে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ছোটোবেলা থেকেই সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের সচেষ্ট হতে হবে। শুধু পরিবার নয়, সর্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকেও এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে অশোভন চলচ্চিত্র প্রচার বন্ধ করতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মাদকাসক্তি সমস্যা নিরসনে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনি পদক্ষেপগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৬** *JSC ব. বো. ২০১৯*

রাফি খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। ধূমপান করতে করতে একসময় একটি খুব ক্ষতিকর নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করায় সে এখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। অন্যদিকে চাকরিজীবী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান কাশফি। স্কুল পালিয়ে সে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয়, স্কুলগামী মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে। প্রায় সময়ই সে স্কুলে দেরিতে যায়। ◂ পাঠ ২ ও ৩; শিখনফল ৩ ও ৪

ক. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১
খ. অপসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাফির সমস্যা কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কাশফির কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের যে সামাজিক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে তার প্রতিরোধে সমাজের করণীয় দিক বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** সামাজিক সমস্যা হলো সমাজে বিরাজিত একটি অবস্থা, যা জনগণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

**খ** এক দেশের সংস্কৃতি অন্যদেশের মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেললে তাকে অপসংস্কৃতি বলা হয়।

চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্যদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে এক দেশের সংস্কৃতি দ্বারা অন্য দেশের জনগণ প্রভাবিত হয়ে যদি বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তখন তাকে অপসংস্কৃতি বলে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত রাফির সমস্যা মাদকাসক্তিকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো মাদকাসক্তি। মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্যদিয়েই প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটে। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো না জেনেই কেবল সাময়িক উত্তেজনা লাভের জন্য ও বন্ধুদের প্ররোচনায় কিশোর-কিশোরীরা মাদকদ্রব্য সেবন করে। তারা কৌতূহলবশত প্রথমদিকে ধূমপান করে। এই ধূমপান থেকেই পরে বিভিন্ন নেশাদ্রব্য যেমন— গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক গ্রহণকারীরা হৃদরোগ, যক্ষা, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাফি খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। একসময় সে একটি ক্ষতিকর নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে। ফলে সে এখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। রাফির এ সমস্যাটি উপরে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা মাদকাসক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** কাশফির কর্মকাণ্ডে কিশোর অপরাধ নামক সামাজিক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে এবং এটি প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। বিভিন্ন ধরনের কিশোর অপরাধের মধ্যে রয়েছে— চুরি, বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, যৌন নিপীড়ন, এসিড নিক্ষেপ, মাদক গ্রহণ প্রভৃতি। উদ্দীপকের কাশফি স্কুলগামী মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে, যা কিশোর অপরাধকেই নির্দেশ করে।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সর্বোত্তম উপায় হলো পারিবারিক উদ্যোগ। সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ কিশোর অপরাধকে দমন করতে সক্ষম। পিতামাতার সাথে সন্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারিবারিক পরিবেশ আনন্দময় হলে শিশু-কিশোররা সহজে অপরাধে জড়ায় না। তাই অভিভাবকদের উচিত সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। তার চলাফেরার ওপর নজর রাখা ও তার বন্ধুমহলের খোঁজখবর রাখা। যেহেতু কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। তাই অভিভাবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। সব শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠ থাকতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অভিভাবকদের সচেতনতা, সুষ্ঠু পরিবেশ ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৭** *রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা*

হিমেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার মা-বাবা দুজনই ডাক্তার। সন্তানকে দেয়ার মতো কোনো সময় তাদের ছিল না। হিমেল প্রায়ই স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি ও ধূমপান করত। তার এই অভ্যাস তাকে বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে নিয়ে যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জানতে পারলে হিমেলের মা-বাবাকে ডেকে পাঠান। তাদেরকে তিনি হিমেলকে নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দেন। ◂ পাঠ ৩ ও ৪; শিখনফল ৫ ও ৬

ক. মাদকাসক্তি শুরু হয় কীভাবে? ১
খ. 'অপসংস্কৃতি মাদকাসক্তির প্রধান কারণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

**৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্যদিয়েই মাদকাসক্তি শুরু হয়।

**খ** অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির প্রধান কারণ।

চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে পড়ে যুব সমাজের একটি অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাদকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই বলা যায়, 'অপসংস্কৃতি মাদকাসক্তির প্রধান কারণ'।

**গ** উদ্দীপকে মাদকাসক্তি সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এ সমস্যাটির নানাবিধ কারণ রয়েছে।

উদ্দীপকের হিমেল স্কুল পালিয়ে ধূমপান করত। তার এই অভ্যাস তাকে বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, হিমেল মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে।

মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্যদিয়েই প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটে। অনেক সময় মাদকের ক্ষতির দিকগুলো না জেনেই কেবল সাময়িক উত্তেজনা লাভের জন্য ও বন্ধুদের প্ররোচনায় কিশোর-কিশোরীরা মাদকদ্রব্য সেবন করে। অনেকে স্রেফ কৌতূহলের বশেও মাদক গ্রহণ



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



করে। বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে শুরু করে। পরে এটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। আবার অপসংস্কৃতির প্রভাবও মাদকাসক্তির পিছনে একটি বড়ো কারণ। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার কারণে যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।

**ঘ** উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশিত সমস্যা তথা মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য নানান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর। এজন্য সমাজে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তানদের ছোটোবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর জন্য অভিভাবক ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সচেষ্ট হতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থাগুলো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মাদককে না বলুন' এই প্রতিজ্ঞায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এছাড়া সংবাদপত্র রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পোস্টার, বিলবোর্ড ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। পাশাপাশি সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে শিশু-কিশোরদের সেদিকে আকর্ষণ করতে হবে, যাতে তারা মাদক গ্রহণ ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। একই সঙ্গে অশোভন চলচ্চিত্র প্রচার বন্ধ করা দরকার। এছাড়াও মাদকাসক্তির প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে কার্যকর।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৮** | *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ২*

হানিফ একটি বস্তি এলাকায় বসবাস করে। তার বাবা-মা দুজনই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সে প্রায়শই স্কুল থেকে পালায় এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশে। ক্রমেই সে খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

*◀ পার্ট ১ ও ২: শিখনফল ১ ও ৩*

ক. থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা কত? ১
খ. কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রগুলো কী কী? ২
গ. হানিফের মতো ছেলেদের অপরাধ জগতে প্রবেশের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত অপরাধ দমনে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম— বিশ্লেষণ করো। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৯** | *JSC দি. বো. ২০১৮*

নাফি দশম শ্রেণির ছাত্র। সে তার শিল্পপতি মা ও বাবার সাথে ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকায় নিজ বাড়িতে থাকে। তার বাবা ব্যবসায়ের কাজে বেশিরভাগ সময় দেশের বাহিরে থাকেন। তার মা সামাজিক কাজে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। নাফি একা একা অসহায় বোধ করে। ইদানীং তার কিছু বন্ধু তাকে নিয়ে ক্লাবে যায় এবং বিভিন্ন দ্রব্য খেয়ে আস্তে আস্তে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাফির বন্ধু শাফি পরীক্ষায় নকল করে শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ে। লজ্জায় সে বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে চড়ে নানাবাড়ি যায়। সে ট্রেনের টিকেট কাটেনি। *◀ পার্ট ২ ও ৩: শিখনফল ২ ও ৫*

ক. জনসংখ্যা নীতি কী? ১
খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একটি সরকারি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নাফি যে সামাজিক সমস্যায় পড়েছে তার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শাফি যে ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত, সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** অপরাধ কাকে বলে? *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]*
**উত্তর:** সাধারণভাবে রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃত নয় এমন কাজকে অপরাধ বলে।

**প্রশ্ন-২.** কিশোর অপরাধ কাকে বলে? *[JSC য. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে।

**প্রশ্ন-৩.** কিশোর অপরাধী কারা? *[JSC কু. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** বাংলাদেশে সাধারণত অপরাধীর বয়স ৭ থেকে ১৬ বছর হলে, তাদের কিশোর অপরাধী বলা হয়।

**প্রশ্ন-৪.** জাপানে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা কত বছর? *[JSC রা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** জাপানে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা ১৪ থেকে ২০ বছর।

**প্রশ্ন-৫.** কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ কী?
**উত্তর:** দারিদ্র্য কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ।

**প্রশ্ন-৬.** বিনা টিকেটে কিশোরদের রেলভ্রমণ কোন ধরনের অপরাধ?
**উত্তর:** বিনা টিকেটে কিশোরদের রেলভ্রমণ কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন-৭.** শারীরিক-মানসিক ত্রুটি শিশুমনে কীসের জন্ম দেয়? *[বগুড়া জিলা স্কুল]*
**উত্তর:** শারীরিক-মানসিক ত্রুটি শিশুমনে হীনমন্যতার জন্ম দেয়।

**প্রশ্ন-৮.** মাদকাসক্তির বড়ো কারণ কোনটি?
**উত্তর:** অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির বড়ো কারণ।

**প্রশ্ন-৯.** মাদকাসক্তির শারীরিক সমস্যা কী? *[JSC ঢা. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** মাদকাসক্তির শারীরিক সমস্যার মধ্যে মাদক গ্রহণকারীর হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

**প্রশ্ন-১০.** বাংলাদেশ সরকার কত সালে মাদক বিরোধী সার্ক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে? *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে মাদক বিরোধী সার্ক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** সৃজনশীল কাজের সুযোগের অভাবে কীভাবে কিশোর-কিশোরীরা অপরাধী হয়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]*
**উত্তর:** সৃজনশীল কাজের সুযোগের অভাবে অনেক কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যা তাদেরকে অপরাধী করে তোলে। ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলা, সংগীত, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যাবলির সাথে জড়িত শিশু-কিশোররা সাধারণত আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে ওঠে। এতে তাদের মানসিক বিকাশও ঘটে। যারা এসবের সুযোগ পায় না তারা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্য পথ খোঁজে। তারাই পরে নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

**প্রশ্ন-২.** মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার কীভাবে কিশোর অপরাধের বিস্তার ঘটায়? *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
**উত্তর:** মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে কিশোর অপরাধের বিস্তার ঘটে।

মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের মাধ্যমে কিশোররা অশোভন ছবি দেখা, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, পরীক্ষায় নকল করার মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

**প্রশ্ন-৩.** শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা করো। *[JSC চ. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ও অপরাধ থেকে দূরে রাখতে সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলা জরুরি।

শিশু-কিশোরেরা ছোটোবেলা থেকে খেলাধুলা, সংগীত, ছবি আঁকা, শরীর চর্চাসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত থাকলে



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



সাধারণত আনন্দময় সুষ্ঠু পরিবেশে বেড়ে উঠে। শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চার সাথে যুক্ত থাকলে এদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ঘটে এবং সঠিক চিত্তবিনোদন নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে যারা এসবের সুযোগ পায় না তারা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্য পথ খোঁজে। তাই শিশু-কিশোররা যাতে অপরাধী না হয়ে ওঠে, সেজন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদেরকে যুক্ত রাখতে হবে।

**প্রশ্ন-৪. আমাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন কেন?**

*[JSC ম. বো., রা. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** নৈতিক শিক্ষা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমাদের সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নৈতিক শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন— মাদক গ্রহণ, চুরি, খুন, জুয়া খেলা, স্কুল পালানো, পরীক্ষায় নকল করা প্রভৃতিসহ সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখে। পাশাপাশি এ শিক্ষা মানুষকে ভালো কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষের জীবনযাপন সুস্থ ও সুন্দর হয়। তাই আমাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।

**প্রশ্ন-৫. "হতাশা মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ"— বুঝিয়ে লেখো।**

*[JSC রা. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** হতাশা থেকে মুক্তির আশায় অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রথমে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে বা তাদের দেখাদেখি অনেকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে শুরু করে। পরে এটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। মাতাপিতার স্নেহ ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিংবা পারিবারিক অশান্তি ও ঝগড়াবিবাদ থেকেও অনেক সময় শিশু-কিশোরদের মনে হতাশা জন্ম নেয় এবং তারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

**প্রশ্ন-৬. কৌতূহল থেকে কীভাবে কিশোররা মাদকাসক্ত হয়? ব্যাখ্যা করো।** *[JSC চ. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** কিশোরদের মাদকাসক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো কৌতূহল। কিশোরমন স্বভাবতই কৌতূহলপ্রবণ। ফলে শুধু কৌতূহলের বশেও অনেকে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে। বাড়ির বয়স্কদের পকেট থেকে বিড়ি-সিগারেট চুরি করে শিশু-কিশোররা অনেক সময় তাদের কৌতূহল মেটায়। এই কৌতূহল থেকে একসময় তাদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই ধূমপান থেকেই তারা পরবর্তীতে অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন— গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

# দশম অধ্যায় — বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

**★★ প্রশ্ন ▸ ১** *কুমিল্লা জিলা স্কুল*

জাহিদেরা সাত ভাইবোন। তার বাবা ভালো বেতনে চাকরি করলেও পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। সকলের মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ করা যায় না। *◀ পাঠ ১ ও ২; শিখনফল ১ ও ২*

ক. প্রতি বছর কোন তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়? ১

খ. সরকার কীভাবে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়।

**খ** সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে।

সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন— প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা। তাছাড়া ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিটি হলো জনসংখ্যানীতি।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করেছে। সরকারের জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন— দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা। শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জাহিদের বাবা ভালো বেতনে চাকরি করলেও জাহিদরা সাত ভাইবোন হওয়ার কারণে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে জনসংখ্যা সমস্যার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি হিসেবে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

**ঘ** উক্ত সমস্যা অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের বলে আমি মনে করি না।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও (NGO) নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করেছে। এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোটো রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টীকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়। NGO গুলো দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সচেতনতা কার্যক্রম ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বা NGO জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ২** *JSC য. বো. ২০১৯*

লিলি ও মিলি দুই বোন। লিলি উচ্চ শিক্ষিত। সে বর্তমানে একটি NGO তে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে কাজ করছে। তার একটি মাত্র সন্তান। তার পরিবার একটি সুখী পরিবার। অন্যদিকে মিলি ৪ সন্তান নিয়ে খুব কষ্ট করে দিনযাপন করছে। স্বামীর একা আয় দিয়ে পরিবারের ব্যয় কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না। *◀ পাঠ ২; শিখনফল ২*

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগানটি কী? ১

খ. কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়? একটি কৌশল ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে লিলির সংস্থাটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিলির পরিবারের সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের সরকারি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগানটি হলো 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের একটি কৌশল হলো কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি হবে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে জনশক্তি বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা যাবে। এভাবে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে, বেকারত্ব কমবে এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।

**গ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে লিলির সংস্থা বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের কাজ শুরু করে। বর্তমানে এ সংস্থাগুলোর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। উদ্দীপকে লিলি এ ধরনের একটি সংস্থার আওতায় কাজ করছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করেছে। এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোটো রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টীকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়। NGO গুলো দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সচেতনতা কার্যক্রম ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে লিলির কর্মরত সংস্থা বা (NGO) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

**ঘ** উদ্দীপকের মিলির পরিবারের সমস্যা সমাধানে 'সরকারের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ' উদ্যোগটি নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এই উদ্যোগটিও রয়েছে। উদ্দীপকের মিলির ক্ষেত্রে এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

মিলি ৪ সন্তানের মা। স্বামীর একার আয় দিয়ে পরিবারের ব্যয় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে মিলির অংশগ্রহণ। সরকার বর্তমানে হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো অনেক কার্যক্রম চালু করেছে। তাছাড়া পোশাক শিল্প, কারুশিল্প এবং অন্যান্য হস্ত ও কুটিরশিল্পেও নারীরা বেশি সংখ্যায় অংশ নিচ্ছে। এগুলো একদিকে যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করছে অন্যদিকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে।

পরিশেষে বলা যায়, মিলি যদি উক্ত উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তার পরিবারের অভাব মিটবে। শুধু তাই নয়, তার পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগও কমে যাবে। ফলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৩** *JSC য. বো. ২০১৮*

| | | |
|---|---|---|
| ক | → | বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম |
| | | ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি |
| খ | → | নিরক্ষরতা দূরীকরণ |
| | | নারীশিক্ষার প্রসার |

◀ পার্ট ২ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৩

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান কী? ১
খ. জনসংখ্যানীতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উল্লিখিত 'ক' ছকের কার্যক্রমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' ছকে উল্লিখিত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব— মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হলো— 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'।

**খ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিই হলো জনসংখ্যানীতি।

সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় তাকেই জনসংখ্যানীতি বলে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

**গ** উল্লেখিত 'ক' ছকের কার্যক্রমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম হলো— কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদান, দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বাল্যবিবাহ রোধে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় নেতাদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান এবং কর্মশালার আয়োজন করে তাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

উদ্দীপকের 'ক' ছকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বেসরকারি উদ্যোগ। বেসরকারি সংস্থাগুলো বাংলাদেশে তাদের নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

**ঘ** 'খ' ছকে উল্লেখিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নারীশিক্ষার প্রসারের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অধিক জনসংখ্যা। তবে দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ ইতোমধ্যে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন— নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা, দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার, উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ, কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ, তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তি ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ইত্যাদি।

উদ্দীপকে 'খ' ছকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নারীশিক্ষার প্রসারের কথা বলা হয়েছে। যা সরকারের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগের আওতাধীন।

সুতরাং বলা যায়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নারীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *JSC চ. বো. ২০১৯*

একটি সংস্থার দুজন কর্মকর্তা বস্তি এলাকায় জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ করতে এসে দেখে অনেক দম্পতিরই বিয়ের বৈধ কাগজ নেই। তারা আরও জানতে পারে কোনো কাজ না জানার জন্য অনেকেই অভাবে দিন কাটাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে কর্মকর্তাদ্বয় তাদেরকে কাজ শেখার জন্য ও আয় বাড়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

◀ পার্ট ২ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৪

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগানটি কী? ১
খ. জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য কর্মকর্তাদ্বয়ের ২য় কার্যক্রম যথার্থ? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগানটি হলো 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়'।

**খ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাগরিকের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই দুটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি দেশের জনসংখ্যার ওপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি করা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের তথ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগকে নির্দেশ করছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে— নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, পরিবার ছোটো রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধের জন্য সরকার কাজি অফিসে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর দিয়েছে। কারণ কাজি অফিসে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য বয়সসীমা আইনত বৈধ হতে হয়। আর বৈধ বয়সসীমার পর বিবাহ হলে জনসংখ্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এজন্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি সংস্থার দুজন কর্মকর্তা বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগকেই নির্দেশ করছে।

**ঘ** হ্যাঁ, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য কর্মকর্তাদ্বয়ের ২য় কার্যক্রম যথার্থ বলে আমি মনে করি।

জনসংখ্যা একটি দেশের জন্য বিশাল সমস্যা। তবে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। উদ্দীপকে কর্মকর্তাদ্বয় তাই অভাবী ও কর্মহীন জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের সরকারি উদ্যোগের আওতায় আসার পরামর্শ দিয়েছে।

উদ্দীপকের কর্মকর্তারা বস্তি এলাকায় গিয়ে অনেক মানুষকে কাজ না জানার জন্য অভাবে দিন কাটাতে দেখলেন। এ অবস্থায় তারা অভাবীদেরকে কাজ শেখার জন্য ও আয় বাড়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ, তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তি ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ইত্যাদি।

উক্ত উদ্যোগগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে, মানুষের আয় বাড়বে ও অভাব মোচন হবে। উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকর্তারা ঠিক এই বিষয়টির আলোকে বস্তির মানুষদের পরামর্শ দেন। তাই তাদের পরামর্শ যথোপযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ।*

| ক্রমিক নং | দেশ | প্রতি বর্গ কি.মি. জনসংখ্যা | মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) |
|---|---|---|---|
| ১ | যুক্তরাষ্ট্র | ৩৬ | ৮১,৬৯৫ |
| ২ | ভারত | ৪৭৩ | ২,৪৮৪ |
| ৩ | বাংলাদেশ | ১১৭৩ | ২,৭৮৪ |

*◂ পৃষ্ঠা ১৩৪; শিখনফল ৩৩৪*

ক. ২০১০ সালে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে? ১

খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরের তালিকা অনুসারে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা কোনটি? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ছকে বর্ণিত ২ নম্বর দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে কীভাবে বাংলাদেশ জনসম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারবে বলে তুমি মনে কর, মতামত দাও। ৪

### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে।

**খ** একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় জনসংখ্যানীতি।

প্রতিটি দেশের সরকার নিজ দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে জনসংখ্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। আর জনসংখ্যার উন্নয়নে সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে জনসংখ্যানীতি বলে। এ নীতির লক্ষ্য হলো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

**গ** উদ্দীপকের তালিকা অনুসারে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা হলো অধিক জনসংখ্যা।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই বিষয় দুটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কোনো দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে সেই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু আয়ও কম হয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ।

উদ্দীপকের তালিকায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১৭৩ জন লোক বাস করে। যেখানে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৬ জন এবং ভারতে ৪৭৩ জন লোক বাস করে। অর্থাৎ এই দুটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। আবার, যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৮১,৬৯৫ মার্কিন ডলার, যার তুলনায় বাংলাদেশ (২,৭৮৪ মার্কিন ডলার) ও ভারতের (২,৪৮৪ মার্কিন ডলার) মাথাপিছু আয় অনেক কম। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা অধিক জনসংখ্যা। কারণ, জনসংখ্যা বেশি হওয়ার জন্যই এখানে মাথাপিছু আয় কম এবং উন্নয়নের গতিও মন্থর।

**ঘ** ছকে বর্ণিত ২নং দেশ তথা ভারতের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে জনসম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারবে বলে আমি মনে করি।

আয়তনের তুলনায় বেশি জনসংখ্যা প্রতিটি দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। তবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা গেলে তা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়। যেমনটি ছকের ২নং দেশ তথা ভারতের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

ভারত বিপুল জনসংখ্যার দেশ। দেশটি এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বেশ এগিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের শতকরা ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমাদের দেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নয়ন করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এজন্য দেশের কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যুবকদের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ভারতের ন্যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে জনসম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারে।



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন ▸ ৬** *অনন্য প্রশ্ন ১*

মনপুরা গ্রামের ধনী ব্যক্তি রবিন সাহেব। তিনি গ্রামের লোকদের শিক্ষিত ও সচেতন করার জন্য কিছু পরিকল্পনা করেন। অন্যদিকে, সোহাগপুর গ্রামের কাজল সাহেব সবার জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করে তাদের জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ◂ *পাঠ ৩ ও ৪; শিখনফল ৪*

ক. বাংলাদেশ সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে? ১

খ. জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. রবিন সাহেবের পরিকল্পনা পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কাজল সাহেবের পদক্ষেপ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কি যথেষ্ট? তোমার উত্তর সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

**খ** দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার জন্য জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন।

একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার সীমিত সম্পদের বিপরীতে একটি বিরাট সমস্যা। যার ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। তাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার বিকল্প নেই।

**গ** উদ্দীপকের রবিন সাহেবের পরিকল্পনা পাঠ্যবইয়ের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার ধারণাকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় মাথাপিছু জমির অনুপাতে জনসংখ্যা অনেক বেশি। তবে দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। বর্তমানে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ আরো নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উদ্দীপকের রবিন সাহেব গ্রামের লোকদের শিক্ষিত ও সচেতন করার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আর এ বিষয়টি উপরে আলোচিত জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** না, উদ্দীপকের কাজল সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। একটি দেশের শ্রমশক্তিসম্পন্ন মানুষকেই সে দেশের মানবসম্পদ বলা হয়। আর মানবসম্পদ একটি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব।

উদ্দীপকের কাজল সাহেব সবার জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করে তাদের জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেন। তার এ পদক্ষেপগুলো জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, খাদ্যের সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজল সাহেবের পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হলেও যথেষ্ট নয়।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৭** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ১*

আসলামরা সাত ভাইবোন। তার বাবা ভালো বেতনে চাকরি করলেও পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। সকলের মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ করা যায় না। ◂ *পাঠ ১ ও ২; শিখনফল ১ ও ২*

ক. প্রতি বছর কোন তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়? ১

খ. সরকার কীভাবে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৮** *অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৪*

একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার দুজন কর্মকর্তা বস্তি এলাকায় জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ করতে এসে দেখে অনেক দম্পতিরই বিয়ের বৈধ কাগজ নেই। তারা আরও জানতে পারে কোনো কাজ না জানার জন্য অনেকেই অভাবে দিন কাটাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে কর্মকর্তাদ্বয় তাদেরকে কাজ শেখার জন্য ও আয় বাড়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ◂ *পাঠ ২ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৪*

ক. জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগানটি কী? ১

খ. জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের উদ্যোগকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য কর্মকর্তাদ্বয়ের ২য় কার্যক্রম যথার্থ? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি.-এ কতজন লোক বাস করে?
**উত্তর:** বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি.-এ ১১৭১ জন লোক বাস করে।

**প্রশ্ন-২.** বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত?
**উত্তর:** বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)।

**প্রশ্ন-৩.** জনসংখ্যানীতি কাকে বলে? *[JSC কু. বো. ২০১৯; দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় তাকে জনসংখ্যানীতি বলে।

**প্রশ্ন-৪.** কীসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়? *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
**উত্তর:** দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়।

**প্রশ্ন-৫.** বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস কবে পালিত হয়? *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]*
**উত্তর:** বাংলাদেশে প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

**প্রশ্ন-৬.** কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করে?
**উত্তর:** ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করে।

**প্রশ্ন-৭.** NGO-এর পূর্ণরূপ কী?
**উত্তর:** NGO-এর পূর্ণরূপ Non-Governmental Organization।

**প্রশ্ন-৮.** কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে?
**উত্তর:** যে প্রকল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোটো রাখার পরামর্শ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয় তাকে কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা বলে।





Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-৯.** জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে?

**উত্তর:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

## অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১. বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।**

*[জামালপুর জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ফলে দেশে পজাত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমান নিশ্চিত এবং সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সরকার জনসংখ্যানীতিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সংযোজন করেছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

**প্রশ্ন-২. নারীশিক্ষার প্রসারে সরকার বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কেন?**

**উত্তর:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার নারীশিক্ষার প্রসারে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

নারীরা শিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে অবগত হয়। তাছাড়া শিক্ষিত হয়ে নারীরা কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এসব কারণে সরকার নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে।

**প্রশ্ন-৩. "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়"— ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** উপরের স্লোগানটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ সরকার প্রচার করছে।

আমাদের জনবহুল এই দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এজন্য প্রতি পরিবারে দুটি সন্তানের বেশি সন্তান না নেওয়ার জন্য সরকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ছেলে হোক মেয়ে হোক কেবল দুটি সন্তান, আর যদি একটি সন্তান নেয় তাহলে তা আরও ভালো।

**প্রশ্ন-৪. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের একটি কৌশল ব্যাখ্যা করো।**

*[JSC ঢা. বো. ২০১৬]*

**উত্তর:** জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের একটি কৌশল হলো কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি হবে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে জনশক্তি বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা যাবে। এভাবে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে, বেকারত্ব কমবে এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে।

**প্রশ্ন-৫. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে কেন?**

**উত্তর:** পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

# একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশে জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলা

**★ প্রশ্ন ▸ ১** *অনন্য প্রশ্ন ১*

*◀ পাঠ ১ ও ২; শিখনফল ১ ও ২*

ক. বায়ুর মূল উপাদান কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদন কোন বিষয়টি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বায়ুর মূল উপাদান হলো— নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।

**খ** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীকে ঘিরে চাদরের মতো একটা আচ্ছাদন তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলে ওই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সূর্যের তাপ রাতে সম্পূর্ণরূপে মহাশূন্যে না মিলিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদনটি গ্রিনহাউস গ্যাসকে নির্দেশ করে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। আরও আছে জলীয়বাষ্প ও ওজোন গ্যাস। এসব গ্যাস ভূমি থেকে লম্বা দৈর্ঘ্যের বিকিরণ রশ্মি বা তাপ শোষণ করে। লম্বা দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণকারী এ গ্যাসগুলোই 'গ্রিনহাউস গ্যাস' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এসব গ্যাস ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট সিএফসি ও এইচসিএফসি, হ্যালন ইত্যাদিও গ্রিনহাউস গ্যাস। এই গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদন তৈরি করে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ।

চিত্রে নির্দেশিত আচ্ছাদনটি পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত। এ আচ্ছাদনটি সূর্যের তাপ শোষণ করে এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, চিত্রে প্রদর্শিত পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদনটি হলো গ্রিনহাউস গ্যাস।

**ঘ** চিত্রে নির্দেশিত আচ্ছাদনটি তথা গ্রিনহাউস গ্যাস বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীর ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

গ্রিনহাউসের ফলে সৃষ্ট তাপমাত্রা হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে পৃথিবীর পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলার কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলসমূহ সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। ইতোমধ্যেই সমুদ্রে লবণাক্ত পানির প্রভাবে উপকূলবর্তী গাছপালা, মৎস্য খামার ও শস্যক্ষেতের উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। এভাবে গ্রিনহাউসের প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর।

শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুময় অবস্থা লক্ষ করা যাচ্ছে।

উপরের আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, গ্রিনহাউস গ্যাস বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সৃষ্টির কারণে তা সারা বিশ্বের পরিবেশ ও জনমানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ।





Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন►২** *রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা*

উদ্দীপকের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো ও নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

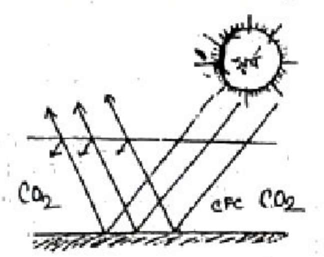


◄ পর্ব ১ ও ২: শিখনফল ২

ক. ওজোন স্তর কত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত? ১
খ. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের দুর্যোগটি ঘটার কারণগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দুর্যোগটি পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ"— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ওজোন স্তর ৪০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

**খ** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলতে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

গ্রিনহাউস মূলত কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে একটি আচ্ছাদন। এ গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদন তৈরি করে আছে। এ আচ্ছাদনে সূর্যের তাপ আটকে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ুতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

**গ** উদ্দীপকের দুর্যোগটি হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

যেসব কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটে থাকে সেগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। এছাড়া শিল্প-কারখানার বর্জ্য ও কালো ধোঁয়াও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আবার সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ এবং নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওড়-বাওড় শুকিয়ে যাওয়া কিংবা ভরাট করে ফেলার ফলেও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বন উজাড়করণ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এছাড়া কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারের ফলেও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সূর্যের তাপ পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়ে সিএফসি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারছে না। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াই হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। অর্থাৎ উদ্দীপকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে, যা উল্লিখিত কারণে ঘটে থাকে।

**ঘ** "উদ্দীপকের দুর্যোগটি অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ"— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। ফলে জলোচ্ছ্বাসের কারণে জমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। এই লবণাক্ত পানির কারণে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় এবং ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। মিঠা পানির মাছের প্রজাতি ধ্বংস হয়। অর্থাৎ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের পানি ঢুকে পড়ে। যার প্রভাবে গাছপালা, মৎস্য খামার ও শস্যক্ষেতের ক্ষতি হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পায়। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় এলাকায় প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। এভাবেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সরাসরি জীবন-জীবিকার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ।

**★★ প্রশ্ন►৩** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ১*

ঘটনা-১: গতকাল রিফাত TV-র সংবাদে জানতে পারল যে, ঢাকার একটি নামকরা শপিংমলের ১১ ও ১২ তলায় সংঘটিত একটি দুর্ঘটনায় বেশ কিছু দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বহু মানুষ হতাহত হয়। একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা এসে উক্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনা-২: গত ২৫শে এপ্রিল ২০১৫ বেলা ১১:৫৬ মিনিটে বাংলাদেশসহ সমগ্র নেপাল একযোগে কেঁপে ওঠে। এতে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুলোক হতাহতের খবরও পাওয়া যায়। আমরা যদি একটু সাবধান হই তাহলে এ ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

◄ পর্ব ৪, ৫ ও ৮; শিখনফল ৫ ও ৮

ক. বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসটির নাম কী? ১
খ. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ঘটনা-১ এর দুর্যোগের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার? মতামত দাও। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসটির নাম ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (সিএফসি)।

**খ** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলতে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ঘিরে একটি আচ্ছাদন তৈরি করে। ওই আচ্ছাদান সূর্যের তাপ আটকে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

**গ** উদ্দীপকে ঘটনা-১-এর দুর্যোগটি হলো অগ্নিকাণ্ড। যা দুর্ঘটনা বা মানুষের অসাবধানতার কারণে ঘটেছে।

অগ্নিকাণ্ড যেমন প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তেমনি মানুষের অসাবধানতার ফলে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও ঘটতে পারে। প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে কোনো কোনো দেশের বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই দাবানলের কারণে বৃক্ষসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড সাধারণত শিল্পকারখানা, তেলশোধনাগার, গার্মেন্টস শিল্প, পাটকল, রাসায়নিক গুদাম বা কারখানা এবং বসতবাড়ি, দোকানপাট, অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ঘটতে দেখা যায়। এছাড়াও গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জ্বলন্ত চুলা, কুপি, মশার কয়েল, সিগারেটের আগুন, হারিকেন, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট প্রভৃতি থেকেও অসাবধানতাবশত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ একটি শপিংমলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অগ্নিকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, তাই অবশ্যই এর কারণ ছিল মানুষের অসাবধানতা বা দুর্ঘটনা।

**ঘ** ঘটনা-২ এর দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পই সবচেয়ে অল্প সময়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। তাই এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ কমানো জন্য বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, হেলমেট, টর্চ প্রভৃতি মওজুদ রাখতে হবে। আশ্রয় নেওয়ার জন্য একটি মজবুত টেবিল রাখতে হবে। ভূমিকম্প শুরু হলে শক্ত টেবিল বা শক্ত কাঠের আসবাবপত্রের নিচে অবস্থান নিতে হবে। দ্রুততার সাথে বৈদ্যুতিক সুইচ ও গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। সম্ভব হলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় যেতে হবে। সেই সাথে ভূমিকম্পের পরে আহত লোকজনকে হাসপাতালে নিতে অ্যাম্বুলেন্স ও দুর্গত মানুষদের জন্য জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র, খাবার ও পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, গত ২৫শে এপ্রিল ২০১৫ বেলা ১১:৫৬ মিনিটে বাংলাদেশসহ সমগ্র নেপাল একযোগে কেঁপে ওঠে। এতে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুলোক হতাহতের খবরও পাওয়া যায়। এখানে ভূমিকম্প এবং এর পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ভূমিকম্প যদিও আকস্মিক দুর্যোগ তারপরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *JSC চ. বো. ২০১৬*

**ঘটনা-১:** জনাব রহমান ক্লাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, টেবিলে রাখা ভূ-গোলকটি কাঁপছে। সারা বিল্ডিংটি দুলছে। তিনি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বললেন।

**ঘটনা-২:** রিকশাচালক আকলুছ মিয়া ঢাকার এক বস্তিতে পরিবারসহ বাস করেন। একদিন রাতে চিৎকার চেচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখেন সারা বস্তি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তিনি তার স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বস্তি থেকে বের হয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচান।

◀ পাঠ ৪ ও ৫; শিখনফল ৫ ও ৮

ক. গ্রিনহাউস গ্যাস কাকে বলে? ১
খ. বন উজাড় কীভাবে পরিবেশ দূষণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১ কোন দুর্যোগটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাবধানতাই ঘটনা-২ এ উল্লেখিত দুর্যোগ প্রতিরোধের মূল উপায়"— উক্তিটির সাথে কি তুমি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প ইত্যাদিকে বলা হয় গ্রিনহাউস গ্যাস।

**খ** বন উজাড়করণ বায়ুমণ্ডলে সিএফসি গ্যাস বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করে।

পরিবেশ দূষণের পিছনে বন উজাড়করণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পরিবেশের সবুজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। কিন্তু ব্যাপকহারে বন উজাড় বা বৃক্ষ নিধনে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী সিএফসি গ্যাস অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনা-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্পকে নির্দেশ করে।

পৃথিবীতে যত রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার মধ্যে ভূমিকম্পই সবচেয়ে অল্পসময়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। ভূমিকম্পের সময় কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি বা কয়েকটি ঝাঁকুনিতে পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একই স্থানে সাধারণত পর পর কয়েকবার বড়ো, মাঝারি ও মৃদু ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ দেখা যায়, জনাব রহমান ক্লাস নেওয়ার সময় টেবিলে রাখা ভূ-গোলকটি কাঁপতে দেখলেন। পাশাপাশি বিল্ডিংটিও দুলতে দেখে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বললেন। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প নির্দেশিত হয়েছে। কারণ ভূমিকম্পের লক্ষণ হলো হঠাৎ ঝাঁকুনিতে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। ইরান, চীন, মেক্সিকো, চিলি ও জাপানে বিভিন্ন সময় ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশও ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ, সাবধানতাই ঘটনা-২-এ উল্লেখিত দুর্যোগ অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের মূল উপায় হিসেবে আমি মনে করি।

অগ্নিকাণ্ড মূলত মনুষ্যসৃষ্ট একটি দুর্যোগ। মানুষের অসাবধানতাইএই দুর্যোগের মূল কারণ। দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড সাধারণ শিল্পকারখানা, তেলশোধনাগার, রাসায়নিক গুদাম, বসতবাড়ি, দোকানপাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ঘটতে দেখা যায়। মূলত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট, জ্বলন্ত চুলা, গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ, মশার কয়েল, সিগারেটের আগুন প্রভৃতি থেকে অসাবধানতাবশত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। তাই এসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করলে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করা যাবে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ দেখা যায়, রিকশাচালক আকলুছ মিয়া ঢাকার বস্তিতে বাস করেন। একদিন রাতে সারা বস্তি ধোঁয়াচ্ছন্ন দেখে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বস্তি থেকে বের হয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচান। এখানে অগ্নিকাণ্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা প্রতিরোধের মূল উপায় হলো সাবধানতা। কারণ শিল্পকারখানা, রাসায়নিক গুদাম এমনকি বসতবাড়িতে অসাবধানতার কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনেক সময় বিদ্যুতের লাইন, গ্যাস লাইন, চুলা, সিলিন্ডার প্রভৃতি ত্রুটিপূর্ণ থাকে। যার ফলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। তাই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে এমন বস্তু বা মাধ্যম থেকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ঘটনা-২ এ উল্লেখিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি মানবসৃষ্ট একটি দুর্যোগ। তাই আমার মতে মানুষের সাবধানতাই অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মূল উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *JSC য. বো. ২০১৬*

**ঘটনা-১:** রানার দাদার বাড়ি যমুনা নদীর তীরে। তার দাদু বাড়ি সমতল থেকে বেশ উঁচু জায়গায় নির্মিত। বাড়ির চারপাশে কলা গাছ। ঘরের ভেতর উঁচু পাটাতনে খাদ্যসামগ্রী রাখা আছে।

**ঘটনা-২:** রনি পদ্মা পাড়ের শহর রাজশাহীর নিকটবর্তী এলাকায় থাকে। তাদের এলাকার মাটি পানির অভাবে ফেটে যায়। এলাকার মানুষ বড়ো বড়ো পুকুর কেটে পানি সংরক্ষণের চেষ্টা করছে।

◀ পাঠ ৭ ও ৮; শিখনফল ৭ ও ৮

ক. দাবানল কাকে বলে? ১
খ. ভূমিধস কেন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের করণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর দুর্যোগটি জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে— বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

## ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে কোনো কোনো দেশের বনাঞ্চলে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখা যায় তাকেই দাবানল বলে।

**খ** সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস ঘটে।

পাহাড়ের মাটি ধসে পড়াকেই ভূমিধস বলা হয়। তাই যেসব পাহাড় বেলে পাথর বা শেল কাদা দিয়ে গঠিত, ভারি বৃষ্টিপাত হলে সেসব পাহাড়ে ভূমিধস ঘটতে পারে। সাধারণ দীর্ঘমেয়াদি ও ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস ঘটে থাকলেও মানুষ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ব্যাপকহারে গাছপালা ও পাহাড় কেটে ফেলার কারণে ভূমিধস ঘটে।

**গ** ঘটনা-১ এ বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো দুর্যোগপূর্ব করণীয়।

আমাদের দেশে প্রতিবছরই বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। এ দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগপূর্ব কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন- যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁস-মুরগির ঘর তৈরি করতে হবে। নদী তীরবর্তী এলাকায় বেড়িবাঁধের ভিতরে ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেস্টনির ভিতরে বসতভিটা করতে হবে। বাড়ির চারপাশে বাঁশঝাড়, কলাগাছ, ঢোলকলমি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে। এসব গাছ বন্যার স্রোত অনেকটা প্রতিরোধ করে। ঘরের ভিতরে উঁচু মাচা বা পাটাতন তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ঘরে পানি ঢুকলেও এগুলো নষ্ট না হয়। পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ দেখা যায়, রানার দাদার বাড়ি যমুনা নদীর তীরে। তার দাদু সমতল থেকে বেশ উঁচু জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়ির চারপাশে কলার গাছ লাগিয়েছেন। আর ঘরের ভিতরে উঁচু পাটাতনে খাদ্যসামগ্রী রাখা আছে। রানার দাদার এ প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো দুর্যোগপূর্ব করণীয় কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**ঘ** ঘটনা-২ এর দুর্যোগটি হলো খরা, যা জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। খরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর অন্যতম। কোনো এলাকায় একটানা অনেকদিন বৃষ্টি না হলে খরা দেখা দেয়। খরার কারণে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এদেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় খরা হতে দেখা যায়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ দেখা যায়, রনি রাজশাহীর নিকটবর্তী এলাকায় থাকে। তাদের এলাকার মাটি পানির অভাবে ফেটে যায়। এ ঘটনাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরাকেই নির্দেশ করে। খরার কারণে খরা আক্রান্ত এলাকায় পানির অভাব দেখা দেয়। মানুষ ও গবাদিপশুসহ অন্যান্য প্রাণী তীব্র পানির সংকটে ভোগে। অনেক সময় তারা খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানিও পায় না। এমনকি পানির অভাবে আক্রান্ত এলাকার মানুষ ফসল ফলাতে পারে না। ফলে খাদ্যোৎপাদন কমে যায়, যা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ওই এলাকার মানুষও চরম দুর্দশার মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করে। কৃষকরা উপযুক্ত সময়ে চাষাবাদ করতে না পারায় তাদের বেকার বসে থাকতে হয়। ফলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। দরিদ্রতার কারণে অনেকে কাজের আশায় শহরে চলে আসে। এতে শহরে আবাসন সংকট দেখা দেয় এবং বস্তি সমস্যা সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত এলাকার তাপমাত্রাও বেশি থাকে। এ জন্য মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এছাড়া খরার কারণে উৎপাদন কম হয় বলে গবাদিপশুরও খাবার সংকট দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ঘটনা-২ এ নির্দেশিত দুর্যোগ খরা জনজীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই এরূপ দুর্যোগ এড়ানোর জন্য আমাদের উচিত খরার আগে পুকুর ও খাল খনন করার পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ধরে রাখা।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৬** আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

**ঘটনা-১:** হালিমা ৫নং বিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিল।

**ঘটনা-২:** রহিম মিয়া তার এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার লোকজনদের নিয়ে পুকুর ও খাল খনন করল। এছাড়া যেখানে যেখানে সম্ভব বৃষ্টির পানি ধরে রাখল। ◀ পাঠ ৮; শিখনফল ৭ ও ৮

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কাকে বলে? ১

খ. ভৌগোলিক অবস্থান কেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হালিমার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় কোন পর্যায়ের পদক্ষেপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহিম মিয়া কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিচ্ছে? উক্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিফলিত তাপ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে যাকে 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' বলে।

**খ** ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক বাধা না থাকার ফলে বাংলাদেশ অধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ।

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলা বা এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই, যা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ সহজেই বাংলাদেশে আঘাত হানে।

**গ** হালিমার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় দুর্যোগকালীন পর্যায়ের পদক্ষেপ।

দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যেমন— ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩ ও ৪নং সতর্ক সংকেত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে ৫নং বিপদ সংকেত শোনার পর অবশ্যই উপকূলীয় এলাকার সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হবে।

উদ্দীপকের হালিমা ৫নং বিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিল। এটি দুর্যোগকালীন পর্যায়ের পদক্ষেপ। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ৫নং বিপদসংকেত হলো মহাবিপদ সংকেত। এ জন্য ৫নং বিপদ সংকেত শোনার পর দ্রুত শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও নারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে। মহাবিপদ সংকেত শোনার পর সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হবে। তাই বলা যায়, হালিমার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া দুর্যোগকালীন পদক্ষেপ।

**ঘ** উদ্দীপকের রহিম মিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো খরা। খরা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো দুর্যোগের আগেই এসব অঞ্চলে পুকুর ও খাল খনন করতে হবে। পাশাপাশি এরূপ দুর্যোগের আগ থেকেই বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে। উদ্দীপকের রহিম মিয়াও খরা দুর্যোগ মোকাবিলায় অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

রহিম মিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় এলাকার লোকজনদের নিয়ে পুকুর ও খাল খনন করেছেন। এছাড়া যেখানে সম্ভব সেখানে বৃষ্টির পানি ধরে রেখেছেন। খরা মোকাবিলায় উক্ত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। যেসব ফসল চাষে খুব বেশি পানির দরকার হয় না সেসব ফসল খরাপ্রবণ এলাকায় চাষ করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ মওজুদ রাখতে হবে। খরার ফলে বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে হবে। কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। পানির অপচয় কমাতে হবে। এছাড়া বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

তাই আমি মনে করি, উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ সঠিক সময়ে গ্রহণ করা হলে খরা নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা সহজ হবে।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৭** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর

সম্প্রতি ঢাকায় দমকল বাহিনীর লোকেরা একটা বহুতল ভবনে পাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছিল। তারা একটা সমস্যা মোকাবিলা করছিল। সে সময় নাঈম নামের ৫ম শ্রেণির একজন ছাত্র পানির পাইপের ছিদ্র আটকে রেখে দমকল বাহিনীকে সাহায্য করে। এ কাজ সকলের দৃষ্টি কাড়ে। অন্যদিকে রাহাতের বাবা কয়েক বছর আগে সাগরে মাছ ধরছিলেন। হঠাৎ সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে সৃষ্ট প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে ট্রলার ডুবিতে তিনি নিখোঁজ হন। ◀ পাঠ ৪, ৫ ও ৭; শিখনফল ৫ ও ৭

ক. ভূমিকম্প কী? ১

খ. আমাদের দেশে সংঘটিত হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটা কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাঈম কোন সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যে কারণে রাহাতের বাবার মৃত্যু হয়েছিল তা বাংলাদেশের জীবন ও জীবিকার ওপর কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

**প্রশ্ন ▸ ৮** অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৬

**ঘটনা-১:** রবেদা ৫নং বিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিল।

**ঘটনা-২:** জুলহাস মিয়া তার এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এলাকার লোকজনদের নিয়ে পুকুর ও খাল খনন করল। এছাড়া যেখানে যেখানে সম্ভব বৃষ্টির পানি ধরে রাখল। ◀ পাঠ ৮; শিখনফল ৭ ও ৮

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কাকে বলে? ১

খ. ভৌগোলিক অবস্থান কেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবেদার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় কোন পর্যায়ের পদক্ষেপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জুলহাস মিয়া কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিচ্ছে? উক্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** সিএফসি-এর পূর্ণরূপ কী?

**উত্তর:** সিএফসি-এর পূর্ণরূপ হলো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন।

**প্রশ্ন-২.** বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোকে কী বলে?

**উত্তর:** বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোকে 'গ্রিনহাউস গ্যাস' বলে।

**প্রশ্ন-৩.** ওজোন স্তর কী? *[JSC কু. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার উপর থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটিই হলো ওজোন স্তর।

**প্রশ্ন-৪.** ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরটির নাম কী?

*[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

**উত্তর:** ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরটির নাম হলো ট্রপোস্ফেয়ার।

**প্রশ্ন-৫.** বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কতভাগ বেড়েছে?

*[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শতকরা ২৫ ভাগ বেড়েছে।

**প্রশ্ন-৬.** ওজোন স্তর কত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত?

*[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

**উত্তর:** ওজোন স্তর ৫০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

**প্রশ্ন-৭.** মানবসৃষ্ট দুর্যোগ কাকে বলে? *[JSC ঢা. বো. ২০১৯; ঢা. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** মানুষের অসচেতনতা বা দূরদৃষ্টির অভাবে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় এবং যা স্বাভাবিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে, তাকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে।

**প্রশ্ন-৮.** প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে? *[JSC দি. বো.২০১৯]*

**উত্তর:** প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে।

**প্রশ্ন-৯.** সুনামি অর্থ কী? *[JSC কু. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** সুনামি অর্থ 'সমুদ্র তীরের ঢেউ'।

**প্রশ্ন-১০.** ভূমিধস কাকে বলে? *[JSC সি. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** পাহাড়ের মাটি ধসে পড়াকে ভূমিধস বলা হয়।

**প্রশ্ন-১১.** দুর্যোগ কাকে বলে? *[JSC ব. বো. ২০১৯; চ. বো., য. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শস্য ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে এবং পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দুর্যোগ বলে।

**প্রশ্ন-১২.** সুনামি কী? *[JSC রা. বো., দি. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** সমুদ্র তলদেশে ভূ-আলোড়ন সৃষ্টি হলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাই সুনামি।

**প্রশ্ন-১৩.** বাংলাদেশ কোন জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত?

**উত্তর:** বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-১৪.** বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ হওয়ার মূল কারণ কী?

**উত্তর:** বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ হওয়ার মূল কারণ ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

**প্রশ্ন-১৫.** দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কীভাবে কমানো সম্ভব?

*[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

**উত্তর:** উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

**প্রশ্ন-১৬.** কত নম্বর সতর্ক সংকেত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই?

**উত্তর:** ৪ নম্বর সতর্ক সংকেত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১. বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ কেন?**

*[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ।

নদীমাতৃক প্রায় সমতল বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূভাগ প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত এবং ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। এ কারণে এখানে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি ঘটে। আবার, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারত ও মিয়ানমারের প্লেটের সীমানার কাছে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণেও প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়ের মতো নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে।

**প্রশ্ন-২. মহাসমুদ্রকে ফুসফুসের সাথে তুলনা করার কারণ লেখো।**

*[JSC কু. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে মহাসমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে একে মানবদেহের ফুসফুসের সাথে তুলনা করা হয়।

বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে মহাসমুদ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাসমুদ্র সূর্য থেকে আগত তাপ শোষণ করে। ফলে বিশ্বে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে পৃথিবীর তাপমাত্রা জীবের বসবাসের জন্য অনুকূলে থাকে। এজন্য মহাসমুদ্রকে মানবদেহের ফুসফুসের সাথে তুলনা করা হয়।

**প্রশ্ন-৩. বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে গ্রিনহাউস-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?**

*[দিনাজপুর জিলা স্কুল]*

**উত্তর:** গ্রিনহাউস যেমন তাপমাত্রা ধরে রেখে এর ভিতরের পরিবেশকে উত্তপ্ত রাখে তেমনি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে। এজন্য বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে গ্রিনহাউসের সাথে তুলনা করা হয়।

গ্রিনহাউস মূলত কাচের তৈরি ঘর। শীতপ্রধান দেশগুলোতে অত্যধিক ঠান্ডার কারণে গাছপালা জন্মাতে পারে না। তাই এ দেশগুলোতে অত্যধিক ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাচের তৈরি বিশেষ ঘরে শাক-সবজি চাষ করা হয়। আর এই ঘরকে গ্রিনহাউস বলা হয়। এই ঘরে সূর্য থেকে তাপ প্রবেশের পর তা সহজে বের হয়ে যেতে পারে না। ঠিক তেমনি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সূর্যের তাপ ধরে রেখে আমাদের বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। তাই বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে গ্রিনহাউসের সাথে তুলনা করা হয়।

**প্রশ্ন-৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো।** *[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

**উত্তর:** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ক্ষতি হচ্ছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ায় উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে। লবণাক্ত পানির প্রভাবে গাছপালা, শস্যের ফলন, মৎস্যখামার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে কৃষি, মৎস্যচাষ প্রভৃতি পেশার সাথে জড়িত মানুষগুলো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে জীবিকা হারাচ্ছে।

**প্রশ্ন-৫. ভূমিধস কেন হয়?**

**উত্তর:** প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে ভূমিধস সংঘটিত হয়।

দীর্ঘমেয়াদি ও ভারি বর্ষণের কারণে পাহাড়ে ভূমিধস ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক এ কারণের পাশাপাশি মানুষ বন উজাড় করে এবং পাহাড় কেটে ফেলে ভূমিধসের প্রকোপ বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে পাহাড়ের পাদদেশের মাটি কাটলে কিংবা পাহাড়ের উপরে গর্ত করলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

**প্রশ্ন-৬. বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে— ব্যাখ্যা করো।**

*[JSC ঢা. বো. ২০১৮]*

**উত্তর:** বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পে খুব অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুরে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেশি। চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে প্রায়ই মৃদু ভূমিকম্প হচ্ছে। ২০১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সংঘটিত ভূমিকম্প সারা দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এসব কারণে বোঝা যায়, বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

**প্রশ্ন-৭. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কেন?**

*[JSC ঢা. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বর্তমানে একটি আতঙ্কের বিষয়। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় নানা রকম ক্ষতি হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণেই এ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



# দ্বাদশ অধ্যায় — বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

★★ প্রশ্ন ▸১ | বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ২

মাহিরা তার বাবার সাথে ভোলা শহরের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। হঠাৎ ভীড় দেখে কাছে গিয়ে দেখল একটি টিউবওয়েলে চাপ দেয়ায় পানি পড়ছে এবং একটি ছেলে ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে টিউবয়েলের কাছে ধরার সাথে সাথেই সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। মাহিরা তার বাবার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন, মাটির নিচ থেকে এক ধরনের বায়বীয় পদার্থ পানির সাথে মিশেছে বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও বললেন, উক্ত বায়বীয় পদার্থটি গৃহস্থালি ও কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ◀ শর্ট ১ ও ২; শিখনফল ১ ও ২

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি? ১
খ. খনিজসম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক বর্ণনা করো। ২
গ. মাহিরার দেখা সম্পদটি শিল্প উন্নয়নে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত সম্পদের প্রাচুর্যই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক" এ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। ৪

## ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ মাটি।

**খ** খনিজসম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমাদের মাটির নিচে রয়েছে কয়লা, গ্যাস, চুনাপাথর; চিনামাটি, সিলিকা বালি ইত্যাদি খনিজসম্পদ। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকাংশ উপাদান বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ খনিজসম্পদগুলো যত ভালোভাবে আহরণ এবং ব্যবহার করা যাবে ততো বেশি শিল্পায়ন হবে। আর শিল্পায়ন বেশি হওয়া মানেই অনেক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হওয়া। এজন্যই বলা হয়, খনিজসম্পদের সাথে মানুষের জীবিকার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

**গ** মাহিরার দেখা সম্পদটি হলো প্রাকৃতিক গ্যাস।

উদ্দীপকের মাহিরা ভোলা শহরে টিউবওয়েলকে কেন্দ্র করে যা দেখেছে সে বিষয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মাটির নিচ থেকে এক ধরনের বায়বীয় পদার্থ পানির সাথে মিশেছে বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও জানালেন, গৃহস্থালি ও কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব তথ্য প্রাকৃতিক গ্যাসকে নির্দেশ করে।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ। এটি একটি বায়বীয় পদার্থ। এটি গৃহস্থালি ও কলকারখানার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেশের শিল্প উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাণিজ্যিক জ্বালানির শতকরা ৭৩ ভাগই এই প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে সার তৈরির কাঁচামাল হিসেবেও এটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। আবার বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসকে রূপান্তরিত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে মাহিরার দেখা সম্পদ তথা প্রাকৃতিক গ্যাস সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**ঘ** প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শিল্পায়ন। প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে সার ও সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম উৎস হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। এক্ষেত্রেও এই সম্পদটির গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়ন ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য। এ দুটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়। আর প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে এ দুটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য পরোক্ষভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

★★ প্রশ্ন ▸২ | JSC সি. বো. ২০১৬

সাগরের তীরে বসবাসকারী দিনমজুরের মেয়ে রুবিনার বিয়ে হয় ঢাকার একটি শিল্প কারখানার শ্রমিকের সাথে। বিয়ের পর সেও সেই কারখানায় কাজ নেয়। রুবিনা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। কারখানাটির উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ◀ শর্ট ২ ও ৪; শিখনফল ২ ও ৪

ক. জীববৈচিত্র্য কী? ১
খ. বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রুবিনা কোন ধরনের কারখানায় কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রুবিনার বাবার বসবাসকৃত জায়গায় প্রাপ্ত সম্পদ জাতীয় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রকৃতির সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলে।

**খ** বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পটি হলো ঔষধ শিল্প।

এক সময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হতো ঔষধ আমদানির জন্য। এখন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা দেশের ব্যাপক ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে। একইসঙ্গে ঔষধ রপ্তানি করছে। তাই এ শিল্পটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

**গ** রুবিনা পোশাকশিল্প কারখানায় কাজ করে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয় গত শতকের আশির দশকে। অতি অল্পসময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাকশিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

উদ্দীপকের রুবিনার ঢাকার একটি শিল্প কারখানার শ্রমিকের সাথে বিয়ে হলে সেও সেই কারখানায় কাজ নেয়। রুবিনা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক নারী। যা পোশাকশিল্পকে নির্দেশ করে। আবার উদ্দীপকে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যা বাংলাদেশি পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাই বলা যায়, রুবিনা পোশাকশিল্পের কারখানায় কাজ করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লেখিত রুবিনার বাবার বসবাসকৃত জায়গা, অর্থাৎ সাগরের তীরে প্রাপ্ত সমুদ্রসম্পদ জাতীয় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগর। সাগরতীরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বন্দর যেমন-চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর। সাগরের পানি থেকে আমরা লবণ উৎপাদন করি। এছাড়া সাগর থেকে আহরণ করি প্রচুর মাছ। সমুদ্রতীরে প্রাপ্ত এ সকল সম্পদকে বলা হয় সমুদ্রসম্পদ, যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রুবিনার বাবা সমুদ্রতীরে বসবাস করেন তাই তার বসবাসকৃত জায়গায় প্রাপ্ত সম্পদ হলো সমুদ্রসম্পদ। সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত লবণ আমাদের আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করে। পাশাপাশি লবণ আহরণে নিয়োজিত থেকে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। এর মাধ্যমে তাদের আর্থিক ও জীবনমানের উন্নতি ঘটেছে। আবার সমুদ্রের মাছ মৎস্যসম্পদের অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণ করছে। অনেক মানুষের জীবিকা মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়াও মাছ রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে সমুদ্র থাকায় এ সম্পদ আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন▸৩** ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

এক সময় বাংলাদেশে প্রচুর জলচর প্রাণী, নানা প্রজাতির মাছ ও পাখি ছিল। কিন্তু মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের ফলে এসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর। ◀ পাঠ ৩; শিখনফল ৩

ক. বাংলাদেশের অতি পুরাতন শিল্প কোনটি? ১
খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য কেন নষ্ট হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বাংলাদেশের অতি পুরাতন শিল্প হলো 'চা শিল্প'।

**খ** বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি হলো পোশাকশিল্প।

দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি পোশাকশিল্প কারখানা রয়েছে। এতে চল্লিশ লক্ষেরও বেশি নারী-পুরুষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

**গ** উদ্দীপকে আলোচিত বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার পিছনে নানা কারণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে একসময় প্রচুর বনজঙ্গল, জীবজন্তু ও পশুপাখি ছিল। নিচু জলাভূমিতে ছিল প্রচুর জলচর প্রাণী। দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর নির্মিত হচ্ছে। ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আবার ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তারে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে।

এছাড়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর গড়ে ওঠার ফলে দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমে গেছে। যেখানে সেখানে শিল্প-কারখানা তৈরি হওয়ার ফলে কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যে নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। বেশি মানুষের জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মাছ, পোকা-মাকড় ও পাখির বংশবিস্তার। তাতেও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। বস্তুত মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাব ও পরিবেশ বিনষ্টকারী নানা কর্মকাণ্ডই মূলত জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া বিষয়ক সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া খুবই জরুরি।

জনসংখ্যার চাপের কারণে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না। কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি অনুসরণ, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার রোধ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, বন-বনানী ও জলাভূমি রক্ষার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যায়। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য এ বিষয়গুলো অবশ্যই মানতে হবে।

আমাদের বাসা-বাড়ি ও রাস্তার দু'পাশে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। জলাশয়, পুকুর ভরাট করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর গড়ে তোলা যাবে না। নদী বাঁচাতে জনগণের সচেতনতার পাশাপাশি সরকারের আন্তরিকতা এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা থাকতে হবে। খনিজসম্পদ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ জরুরি। তবেই চরম হুমকির মুখে থাকা জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে।

**★★ প্রশ্ন▸৪** JSC রা. বো. ২০১৯

ফারুক একটি কারখানার মালিক। তিনি তার কারখানার কাঁচামাল প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেন। তার কারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলো কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে সমির আলী বাংলাদেশের একটি বৃহৎ শিল্পে কাজ করেন যেটা মূলত রপ্তানিমুখী। এ শিল্পের পণ্যগুলো দুটি মহাদেশে রপ্তানি করা হয়। এ শিল্পের অধিকাংশ কর্মচারী হচ্ছে নারী। ◀ পাঠ ৪; শিখনফল ৪

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. আমাদের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. ফারুকের কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমির আলী যে শিল্পে কাজ করে তার অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

**খ** জীববৈচিত্র্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমাদের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতির মধ্যে সবরকমের জীব একটি নিয়মে বেঁচে থাকে। একেই জীববৈচিত্র্য বলে। মানুষ, প্রাণী, কীটপতঙ্গসহ জীবজগত প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকে। এই জীববৈচিত্র্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে। এতে জীবজগৎ ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। তাই আমাদের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

**গ** ফারুকের কারখানাটি সারশিল্পের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সারশিল্প। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এখন ৮টি সার কারখানা আছে। তবে এদেশের সারের চাহিদা পূরণের জন্য এ কয়টি কারখানার উৎপাদন যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর সার আমদানি করতে হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ফারুক একটি কারখানার মালিক। তার কারখানার কাঁচামাল প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়। তার কারখানার পণ্যগুলো কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে ফারুকের কারখানার সার উৎপাদিত হয় যা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তাই বলা যায়, ফারুকের কারখানাটি সারশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমির আলীর কাজ করা শিল্প অর্থাৎ পোশাকশিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গত শতকের আশির দশকে বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দ্রুততম সময়ে এ শিল্প দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাকশিল্প ইউনিট আছে। যাতে কাজ করছে ৪০ লক্ষের মতো শ্রমিক। যাদের বেশিরভাগই নারী শ্রমিক।

উদ্দীপকের সমির আলী যে শিল্পে কাজ করেন তা হলো পোশাকশিল্প। বর্তমানে পোশাক কারখানাগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কাজ করছে। এর ফলে একদিকে যেমন বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। বস্তুত এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যকই হলো নারী, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। এদের মাঝে অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে পোশাকশিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে।



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



★★ প্রশ্ন ▸ ৫ JSC ব. বো. ২০১৮

| শিল্প | সংখ্যা | কাঁচামাল |
|---|---|---|
| A | ১৭টি | কৃষিজ সম্পদ হতে গৃহীত |
| B | ৮টি | প্রাকৃতিক সম্পদ হতে গৃহীত |

◀ পাঠ ৪; শিখনফল ৪

ক. জীববৈচিত্র্য কী? ১
খ. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উক্ত চিত্রের 'A' শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, 'B' শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** প্রকৃতির সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তা-ই জীববৈচিত্র্য।

**খ** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বনের গাছপালা বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূমির ক্ষয়রোধ ও বন্যা প্রতিরোধেও গাছপালা সহায়তা করে। বনের পাখি ও প্রাণিসম্পদ বাস্তুসংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এভাবে বনভূমি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**গ** চিত্রে উল্লেখিত A শিল্পটি হলো চিনিশিল্প।
বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প। বাংলাদেশের একটি প্রধানশিল্প হলো চিনিশিল্প। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনিকল আছে। বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয় যা চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
উদ্দীপকের 'A' শিল্পের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এর সংখ্যা ১৭টি এবং কাঁচামাল কৃষিজ সম্পদ হতে গৃহীত হয়। যা চিনিশিল্পকে নির্দেশ করে। কারণ, বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৭টি আর এর কাঁচামাল আখ যা মূলত কৃষিজপণ্য। তাই বলা যায়, উক্ত চিত্রের 'A' শিল্পটি চিনিশিল্প।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, 'B' শিল্পটি তথা সারশিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান শিল্প হলো সারশিল্প। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে বর্তমানে ৮টি সার কারখানা চালু রয়েছে। কাঁচামাল ও সংখ্যার ভিত্তিতে এ শিল্পের সাথে উদ্দীপকের 'B' শিল্প সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নতিতে এ শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।
বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে দেশের অর্থনীতিও অনেক উন্নত হবে। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে দরকার শিল্পায়ন। সারশিল্প কৃষির শিল্পায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো সার। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত খাদ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সারশিল্পের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

## প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▸ ৬ অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৩

১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়া একটি দেশে একসময় প্রচুর জলচর প্রাণী, নানা প্রজাতির মাছ ও পাখি ছিল। কিন্তু মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের ফলে এসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের ওপর। ◀ পাঠ ৩; শিখনফল ৩

ক. বাংলাদেশের অতি পুরাতন শিল্প কোনটি? ১
খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত দেশে জীববৈচিত্র্য কেন নষ্ট হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▸ ৭ অনন্য প্রশ্ন

কবির নারায়ণগঞ্জে এসে একটি কারখানায় কাজ নেয়। সে জানতে পারে যে, তাদের কারখানার কাঁচামাল একসময় প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল। এবার ঈদের সময় বেতন পেয়ে সে তার মায়ের জন্য একজোড়া চামড়ার জুতা ও নিজের জন্য একটি মানি ব্যাগ কিনে আনে। ◀ পাঠ ৪; শিখনফল ৪

ক. ১৯৪৭ সালে এদেশে কয়টি বস্ত্রকল ছিল? ১
খ. জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. কবির কোন শিল্প কারখানায় কাজ নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কবিরের ক্রয়কৃত জিনিসগুলোর শিল্পটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে— মতামত দাও। ৪

## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর — সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১. বাংলাদেশে মোট ভূ-ভাগের কত ভাগ বন?
উত্তর: বাংলাদেশে মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ বন।

প্রশ্ন-২. বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ কত বর্গকিলোমিটার? [JSC ব. বো. ২০১৬]
উত্তর: বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ হলো— ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার।

প্রশ্ন-৩. আদমজি পাটকল কত সালে যাত্রা শুরু করে?
উত্তর: আদমজী পাটকল ১৯৫১ সালে যাত্রা শুরু করে।

প্রশ্ন-৪. বাংলাদেশের নতুন অর্থকরী ফসল কোনটি?
উত্তর: বাংলাদেশের নতুন অর্থকরী ফসল তুলা।

প্রশ্ন-৫. বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৬. প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়?
উত্তর: বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ করা যায়? [JSC দি. বো. ২০১৮]
উত্তর: প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ করা যায়।
আমাদের প্রাণিসম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি। এগুলোর মাংস সুষম খাদ্যের অন্যতম উৎস। পাশাপাশি সাগর, নদ-নদী ও খাল-বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণ করে।

প্রশ্ন-২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। [JSC কু. বো. ২০১৮]
উত্তর: শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে।
শিল্প বিকাশের ফলে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রুত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**প্রশ্ন-৩. বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদের সাথে জীবিকার সম্পর্ক লেখো।** *[কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]*

**উত্তর:** বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগর। সাগর তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর। সাগরের পানি থেকে আমরা লবণ উৎপন্ন করি। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছে। মাছ ধরে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করে ও সমুদ্রের তীরে পাওয়া শামুক, ঝিনুক, মুক্তা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণিল জিনিসপত্র তৈরি এবং পর্যটকদের কাছে বিক্রির মাধ্যমেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

**প্রশ্ন-৪. 'জীববৈচিত্র্য' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।** *[JSC কু. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** প্রকৃতির মধ্যে সকল জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই জীববৈচিত্র্য বলে।

প্রকৃতির মধ্যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব, বংশবিস্তার ও বিবর্তন ভারসাম্যপূর্ণভাবে ঘটে চলেছে। প্রাণীরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সবুজ গাছপালা ও লতাগুল্ম যে অক্সিজেন ত্যাগ করে তা গ্রহণ করে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। আবার প্রাণীদের কাছ থেকে গাছপালা প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায়। এই নির্ভরশীলতা ও ভারসাম্য বজায় থাকার যে প্রক্রিয়া তাই জীববৈচিত্র্য।

**প্রশ্ন-৫. জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তা বাংলাদেশে কেন হুমকির মুখে রয়েছে?** *[JSC ব. বো. ২০১৯]*

**উত্তর:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে যার কারণে জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তা বাংলাদেশে হুমকির মুখে রয়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকে জীববৈচিত্র্য বলে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জলাভূমি ও কৃষিজমি ভরাট এবং বনভূমি উজাড় করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শিল্পকারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। আবার অধিক মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে মাছ, পোকামাকড় ও পশুপাখির বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে রয়েছে।

# ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা

**★★ প্রশ্ন ▶ ১** *JSC চ. বো. ২০১৯*

**দৃশ্যকল্প-১:** জনাব রাব্বী বেসরকারি সংস্থা 'সেইফ' এ কর্মরত। তিনি এ দেশের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করছেন।

**দৃশ্যকল্প-২:** জনাব হাসনাত এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনে সফল হয়েছে।

*◀ পাঠ ১ ও ৪; শিখনফল ২*

ক. UNDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. "জনস্বাস্থ্য রক্ষায় WHO-এর ভূমিকা অনন্য"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পাঠ্যবইয়ের কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা জনাব রাব্বীর বেসরকারি সংস্থার অনুরূপ কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব হাসনাতের সংস্থাটি শুধু কৃষি নয়, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও সহায়তা করছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** UNDP-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— United Nations Development Programme.

**খ** জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-এর ভূমিকা অনন্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যেমন— বাংলাদেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ এবং শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায়, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় WHO অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

**গ** পাঠ্যবইয়ে আলোচিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ (UNICEF) জনাব রাব্বীর বেসরকারি সংস্থার অনুরূপ কাজ করে।

ইউনিসেফ (UNICEF) হলো— United Nations International Children's Emergency Fund বা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল। এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা বিভিন্ন দেশের বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সেবা প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সাল থেকে সংস্থাটি নিয়মিতভাবে বাংলাদেশেও মা ও শিশুর উন্নয়নে কাজ করছে।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১-এ বলা হয়েছে, জনাব রাব্বী বেসরকারি সংস্থা 'সেইফ' এ কর্মরত। সংস্থাটি এ দেশের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করে। উদ্দীপকের 'সেইফ'- এর কার্যক্রম ইউনিসেফ-এর কার্যক্রমের অনুরূপ। কারণ ইউনিসেফ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৌলিক শিক্ষা, স্যানিটেশন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ১৯৫০ সালের পর থেকে এটি বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে আসছে। তাই বলা যায়, ইউনিসেফ (UNICEF) এর কাজ জনাব রাব্বীর বেসরকারি সংস্থার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** "জনাব হাসনাতের সংস্থাটি অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) শুধু কৃষি নয়, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও সহায়তা করছে"— উক্তিটি যথার্থ।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর পুরো নাম Food and Agriculture Organization। এটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে ফাও-এর প্রধান লক্ষ্য।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এ বলা হয়েছে, জনাব হাসনাত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনে সাফল্য পেয়েছেন। এটি বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-কে নির্দেশ করছে। ফাও (FAO) শুধু কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে না; বরং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও সহযোগিতা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে খাদ্য সমস্যার মোকাবিলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ফাও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে। ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয় সংস্থাটি। এতে একদিকে যেমন খাদ্য সমস্যার সমাধান ও কৃষির উন্নয়ন ঘটে, অন্যদিকে মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। এভাবে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে পারে।

অতএব বলা যায়, ফাও (FAO) মূলত খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে কাজ করলেও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও নানাভাবে সহায়তা করছে।

**★★ প্রশ্ন ▶ ২** *JSC রা. বো. ২০১৯*

তমাল ও লিমন জাতিসংঘের দুটি পৃথক সংগঠনের অধীনে বাংলাদেশে কাজ করছে। তমাল মূলত মা ও শিশুদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ও মানুষের বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করছে। অন্যদিকে লিমন একটি জনবহুল এলাকায় কাজ করছে। সে মানুষকে ছোটো পরিবারের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছে।

*◀ পাঠ ৫ ও ৬; শিখনফল ২ ও ৩*



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



ক. UNICEF-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি কেন? ২
গ. জাতিসংঘের কোন সংস্থায় তমাল কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. লিমন যে সংস্থায় কাজ করে তার দ্বারা কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব? মতামত দাও। ৪

## ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক UNICEF-এর পূর্ণরূপ হলো— United Nations International Children's Emergency Fund.

খ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও বর্তমানে বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অপরের ওপর কমবেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া বিশ্বের প্রতিটি দেশেই নানান সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধান করে দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক।

গ তমাল জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ করছে।

জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংস্থা হলো— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (WHO)। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধিসহ শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ যথা— হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি প্রতিরোধে সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া সংস্থাটি এদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, তমাল জাতিসংঘের একটি সংগঠনের অধীনে বাংলাদেশে কাজ করছে। সে মূলত মা ও শিশুদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ও মানুষের বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করছে। তমালের কাজটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজের সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, তমাল জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে কাজ করছে।

ঘ হ্যাঁ, লিমন জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বা UNFPA-তে কাজ করে এবং এর দ্বারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন হলো জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বা ইউএনএফপিএ (UNFPA)। এটি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দেয়। বাংলাদেশেও এটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের লিমন একটি সংস্থার অধীনে এদেশের জনবহুল এলাকায় মানুষকে পরিবার ছোটো রাখার গুরুত্ব বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ লিমন ইউএনএফপিএ (UNFPA)-এর অধীনে কাজ করছে। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। এ সংস্থার সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে। বিভাগটি বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদানের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইউএনএফপিএ'র এ ধরনের কার্যক্রম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। এতে দেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা সহজ হবে। পাশাপাশি জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য দূর হবে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, লিমনের কর্মরত সংস্থা ইউএনএফপিএ (UNFPA)-এর মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

★★ প্রশ্ন▶৩ JSC চ. বো. '১৮

ফাইজার ছোটোভাই আহান। মা ফাইজাকে সাথে নিয়ে তার ভাইকে হাম ও যক্ষ্মার টিকা দিতে যান। পথিমধ্যে তারা অনেক ভিড়ের মধ্যে পড়ে। টিকাকেন্দ্রে গিয়েও তাদেরকে অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফাইজা তার মাকে জিজ্ঞেস করে 'মা, সব জায়গায় এত ভিড় কেন?' তখন মা বলেন যে, বাংলাদেশ ছোটো একটি দেশ হলেও এখানে অনেক বেশি লোকের বাস।

◀ পৃষ্ঠা ৫ ৩৬; শিখনফল ২ ৩৩

ক. FAO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. UNDP গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ফাইজার মায়ের প্রথম কাজটিতে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ফাইজার মায়ের শেষোক্ত উক্তিটিতে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা নিরসনে আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

## ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক FAO-এর পূর্ণরূপ হলো— 'Food and Agriculture Organization'।

খ বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে UNDP গঠিত হয়।

ইউএনডিপি ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়। এর পুরো নাম— United Nations Development Programme (UNDP)। এটি জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি করে। যথা— গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা; দারিদ্র্য দূরীকরণ; সংকট মোকাবিলা; পরিবেশ ও এনার্জি সংরক্ষণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নসহ এইচআইভি ও এইডস নিরসনে ইউএনডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ ফাইজার মায়ের প্রথম কাজটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সহযোগিতা রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে সাহায্য করছে। বিশেষ করে শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ (হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি) প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্যও কাজ করছে সংস্থাটি। সর্বোপরি কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ফাইজার মা তার সন্তানকে হাম ও যক্ষ্মার টিকা দিতে যান। এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সাহায্য করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এটি জাতিসংঘের অন্তর্গত একটি সংস্থা যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রোগ নিরাময় ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে।

ঘ ফাইজার মায়ের শেষোক্ত উক্তিটিতে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা হলো— জনসংখ্যা সমস্যা এবং তা নিরসনে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)-এর অবদান অনস্বীকার্য।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA-এর পুরো নাম— United Nations Population Fund। বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশ ইউএনএফপিএ'র সদস্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই হচ্ছে ইউএনএফপিএ'র মূল লক্ষ্য। এটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশগুলোর জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। এর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে।

সার্বিক আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি যে, ফাইজার মা বাংলাদেশের যে ঘনবসতি ও জনসংখ্যা সমস্যার কথা বলেছেন তা নিরসনে ইউএনএফপিএ যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



**★★ প্রশ্ন ▸ ৪** *বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন ২*

পিয়াল টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে বাংলায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার দেখে বিস্মিত হয়। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হওয়ায় এই কার্যক্রম চলছে। একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলা ভাষাকে এই মর্যাদাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তার স্কুলে ঐ সংস্থার সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি একটি ইন্টারনেট ক্লাবও গঠন করা হয়েছে। *◀ পাঠ ২; শিখনফল ২ ও ৪*

ক. UNDP এর প্রধান কাজ কী? ১

খ. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা হয়? ২

গ. পিয়ালের বিদ্যালয়ে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পিয়ালের বিদ্যালয়ের কার্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** UNDP-এর প্রধান কাজ হলো— বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সহায়তা করা।

**খ** বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা ফাও (FAO) গঠন করা হয়।

১৯৪৫ সালে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী সংস্থা 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থা' গঠন করা হয়। সংস্থাটি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে চলছে।

**গ** পিয়ালের বিদ্যালয়ে যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে সেটি হলো 'ইউনেস্কো' (UNESCO)।

ইউনেস্কো জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা। পুরো নাম 'ইউনাইটেড নেশন্স এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন' অর্থাৎ 'জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা'। ১৯৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য হলো— শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করা। ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্র ১৯৫টি।

উদ্দীপকের পিয়ালের বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং ইন্টারনেট ক্লাব গঠন ইউনেস্কোর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ সম্পর্কিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, ইউনেস্কোর সহযোগিতায় পিয়ালের বিদ্যালয়ে উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে।

**ঘ** পিয়ালের বিদ্যালয়ের কার্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ইউনেস্কোতে যোগ দেয় ১৯৭২ সালের ২৭শে অক্টোবর। ১৯৭৩ সালে সরকার 'বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন' গঠন করে। ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিদানে একটি সংস্থা বিশেষ অবদান রেখেছে। মূলত ইউনেস্কোর উদ্যোগেই ১৯৯৯ সালে আমাদের ভাষা শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন সংরক্ষণে কাজ করছে ইউনেস্কো। সুন্দরবনকে সংস্থাটি বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থাপনা যেমন— বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি সংরক্ষণেও ইউনেস্কো সহায়তা করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি এবং বাংলাদেশের নানা ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইউনেস্কোর পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ প্রশংসার দাবিদার।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৫** *JSC কু. বো. ২০১৯*

**দৃশ্যকল্প-১:** বন্যায় এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় কৃষকরা। তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

**দৃশ্যকল্প-২:** বন্যার পর বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট হয়। ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয় আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। *◀ পাঠ ৪ ও ৫; শিখনফল ২ ও ৪*

ক. ইউএনডিপির প্রধান কাজ কী? ১

খ. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইউএনডিপি'র প্রধান কাজ হলো— বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা।

**খ** বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অন্যের ওপর কমবেশি নির্ভরশীল। এছাড়া বিশ্বের সব দেশেই বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা দূর করে উন্নয়ন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

**গ** দৃশ্যকল্প-২-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল এটি গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ (হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা ও হুপিং কাশি) প্রতিরোধে সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্যও কাজ করছে সংস্থাটি কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য

দৃশ্যকল্প-২-এ বলা হয়েছে, বন্যার পর বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট হয়। ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে। এ সংস্থাটি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২-এর আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

**ঘ** বাংলাদেশে দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা FAO-এর পুরো নাম হলো— 'Food and Agriculture Organization'। এটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪টি দেশ এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ইতালির রাজধানী রোমে। সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধা দূরীকরণে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে ফাও-এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে FAO গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ খাদ্যে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই আমাদের দেশে খাদ্যসংকট দেখা যায়। এই সমস্যা মোকাবিলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ফাও সরকারকে



Talukdar Academy

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। এছাড়াও ফাও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সহায়তা ও কৃষির উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয় সংস্থাটি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বাংলাদেশের ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি সংস্থাটির উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখছে।

**★★ প্রশ্ন ▸ ৬ | বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা**

সংস্থা-১: বন্যার পর বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট হয়। ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয় আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

সংস্থা-২: গঠনকাল: ১৯৪৬, সদর দপ্তর: প্যারিস, বর্তমান সদস্য সংখ্যা: ১৯৫টি রাষ্ট্র ◂ পার্ট-২ ও ৫; শিখনফল-২ ও ৪

ক. ইউএনডিপির প্রধান কাজ কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থা-১ এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের উন্নয়নে সংস্থা-২ এর অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ইউএনডিপির প্রধান কাজ হলো বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা।

**খ** বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও বর্তমানে বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অপরের ওপর কমবেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া বিশ্বের প্রতিটি দেশেই নানান সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধান করে দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা-১ হলো জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO), যা বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা। সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টির মানোন্নয়ন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এবং বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিতে এই সংস্থাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যার পর বিশুদ্ধ পানির তীব্র অভাব দেখা দেয় এবং ডায়রিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা ও মহামারী নিয়ন্ত্রণে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তৎপর হয়, তা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। বাংলাদেশে বন্যা বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে WHO অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সংস্থাটি আক্রান্ত এলাকায় জরুরি ওষুধ, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। উদ্দীপকের পরিস্থিতিটি সরাসরি জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয়কে নির্দেশ করে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা এবং পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে উদ্দীপকের সংস্থা-১ অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থা-২ হলো জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো, যার অবদান বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত গৌরবময় ও সুদূরপ্রসারী।

ইউনেস্কো (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ১৯৪৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। এর সদস্য রাষ্ট্র ১৯৫টি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞান গবেষণার প্রসারে ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে, বিশেষ করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে ইউনেস্কোর অবদান অনস্বীকার্য। এই সংস্থার অন্যতম ঐতিহাসিক অবদান হলো বাংলাদেশের মহান '২১শে ফেব্রুয়ারি' শহিদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষায় ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সংস্থাটি বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন'-কে এবং ঐতিহাসিক 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' ও 'পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার'-কে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা ও সংরক্ষণে সহায়তা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইউনেস্কোর এই কার্যক্রমগুলো কেবল বাংলাদেশের ঐতিহ্যকেই রক্ষা করেনি, বরং বিশ্বপর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে ইউনেস্কো দীর্ঘদিন ধরে সহায়তা দিয়ে আসছে। অতএব, ইউনেস্কোর এই বহুমুখী ও সময়োপযোগী অবদান বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিতে এক অনন্য ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

## প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন ▸ ৭ | অনুরূপ প্রশ্ন নম্বর ৫**

দৃশ্যকল্প-১: সিলেট অঞ্চলে বন্যায় এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় কৃষকরা। তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

দৃশ্যকল্প-২: বন্যার পর বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট হয়। ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয় আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ◂ পার্ট ৪ ও ৫; শিখনফল ২ ও ৪

ক. ইউএনডিপির প্রধান কাজ কী? ১

খ. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

**★★ প্রশ্ন ▸ ৮ | JSC চি. বো. ২০১৯**

| সংস্থার নাম | সংস্থার সদর দপ্তর | সংস্থার প্রতিষ্ঠা সাল |
| --- | --- | --- |
| ক | নিউইয়র্ক | ১৯৬৫ |
| খ | জেনেভা | ১৯৪৮ |

◂ পার্ট ৩ ও ৫; শিখনফল ২ ও ৪

ক. UNFPA-এর মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশে UNESCO কর্তৃক সম্পাদিত একটি কাজের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. 'ক' নির্দেশিত আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে 'খ' নির্দেশিত সংস্থাটি যে ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd



## নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্নোত্তর — সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবন

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** দুইটি আঞ্চলিক সংস্থার নাম লেখো।
**উত্তর:** দুইটি আঞ্চলিক সংস্থার নাম হচ্ছে— সার্ক ও আসিয়ান।

**প্রশ্ন-২.** ইউনিসেফের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
**উত্তর:** ইউনিসেফের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-৩.** ইউনেস্কোর পুরো নাম কী?
**উত্তর:** ইউনেস্কোর পুরো নাম হলো— 'ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন'।

**প্রশ্ন-৪.** ইউনেস্কো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
**উত্তর:** ইউনেস্কো ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**প্রশ্ন-৫.** ইউনেস্কোর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
**উত্তর:** ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-৬.** বাংলাদেশে ইউনেস্কো কমিশনের কাজ কী?
**উত্তর:** বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের কাজ হলো দেশে ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

**প্রশ্ন-৭.** ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কোন সংস্থা?
**উত্তর:** ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো।

**প্রশ্ন-৮.** ইউএনডিপি'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
**উত্তর:** ইউএনডিপি'র সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-৯.** বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপি কত সাল থেকে সহায়তা করে আসছে?
**উত্তর:** বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপি ১৯৭২ সাল থেকে সহায়তা করে আসছে।

**প্রশ্ন-১০.** FAO-এর প্রধান লক্ষ্য কী? *[JSC দি. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** FAO-এর প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

**প্রশ্ন-১১.** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
**উত্তর:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত।

**প্রশ্ন-১২.** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান লক্ষ্য কী?
**উত্তর:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো— বিশ্বের সকল অংশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা।

**প্রশ্ন-১৩.** শিশুদের ঘাতক রোগ কী কী?
*[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** শিশুদের ঘাতক রোগ হলো— হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি।

**প্রশ্ন-১৪.** UNFPA-এর পূর্ণরূপ কী?
**উত্তর:** UNFPA-এর পূর্ণরূপ হলো— United Nations Population Fund।

**প্রশ্ন-১৫.** UNFPA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
*[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** UNFPA-এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১.** ইউনিসেফের লক্ষ্য কী? ব্যাখ্যা করো।
*[নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
**উত্তর:** ইউনিসেফ মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৌলিক শিক্ষা, স্যানিটেশন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের পর থেকে এটি বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণে কাজ করে আসছে।

**প্রশ্ন-২.** UNESCO-এর ধারণা ব্যাখ্যা করো। *[জামালপুর জিলা স্কুল]*
**উত্তর:** UNESCO জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা।
UNESCO-এর পুরো নাম হলো— United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (জাতিসংঘ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা)। এটি ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইউনেস্কোর মূল কাজের ক্ষেত্র চারটি।

**প্রশ্ন-৩.** UNDP গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। *[JSC চ. বো. ২০১৮]*
**উত্তর:** বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে UNDP গঠিত হয়।
ইউএনডিপি ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়। এর পুরো নাম— United Nations Development Programme (UNDP)। এটি জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি করে। যথা— গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা; দারিদ্র্য দূরীকরণ; সংকট মোকাবিলা; পরিবেশ ও এনার্জি সংরক্ষণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নসহ এইচআইভি ও এইডস নিরসনে ইউএনডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন-৪.** FAO কেন গঠিত হয়েছিল?
**উত্তর:** বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে FAO গঠন করা হয়।
FAO-এর পুরো নাম হলো— Food and Agriculture Organization বা বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। যা সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থাটি কাজ করছে। এছাড়া কৃষির উন্নয়ন সাধন করাও সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য।

**প্রশ্ন-৫.** বাংলাদেশে প্রায়ই খাদ্য সংকট দেখা যায় কেন?
*[JSC দি. বো. ২০১৯]*
**উত্তর:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই খাদ্য সংকট দেখা যায়।
ভৌগোলিক অবস্থানই বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ একদিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অন্যদিকে সারাবছরই ছোটো-বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে বাংলাদেশ প্রায়ই খাদ্যের সংকটে পড়ে।

**প্রশ্ন-৬.** UNFPA-এর মূল লক্ষ্য কী? *[ভিকারুননিসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*
**উত্তর:** UNFPA-এর মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।
১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইউএনএফপিএ জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলোর জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে আসছে। জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় UNFPA দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকেও সহযোগিতা করছে।

এ অংশে আরও অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরসহ প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্ন ও উত্তর ফ্রি ডাউনলোড করতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে panjeree.com/c08 টাইপ করো এবং Enter চাপো। এরপর কাঙ্ক্ষিত ফাইল পেতে bgscqa26 কোডটি টাইপ করো। Internet-linked



Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd